

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের
কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি

Agricultural & Rural Credit Policy
and Program for the FY 2026-2027



বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি

Agricultural & Rural Credit Policy and Program for the FY2026-2027



বাংলাদেশ ব্যাংক

(কৃষি ঋণ বিভাগ-১)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ মোস্তাকুর রহমান এফসিএমএ, গভর্নর

উপদেষ্টাবৃন্দ

ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, ডেপুটি গভর্নর
আরিফ হোসেন খান, নির্বাহী পরিচালক
দেবশীষ সরকার, পরিচালক (এসিডি-১)

সম্পাদনায়

জেসমিন খান, অতিরিক্ত পরিচালক
কে. সুরঞ্জিত, অতিরিক্ত পরিচালক
মোঃ ফয়সাল খন্দকার, যুগ্মপরিচালক
শান্তনু বিশ্বাস, যুগ্মপরিচালক
জিয়াউল হক, যুগ্মপরিচালক
এম. আর. এইচ. রকি, সহকারী পরিচালক
নূর-ই-আবির সৌরভ, সহকারী পরিচালক
মোঃ রায়হান ইসলাম, সহকারী পরিচালক
মোঃ রিফাত উল আলম, উপসহকারী পরিচালক

কৃতজ্ঞতা

কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১, বাংলাদেশ ব্যাংক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

প্রচ্ছদ

ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক

ডিসক্লেইমার

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত



বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

www.bb.org.bd

কৃষি ঋণ বিভাগ-১

১ ভাদ্র ১৪৩৩

তারিখ:-----

১৬ আগস্ট ২০২৬

এসিডি-১ সার্কুলার নং- ০৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ও
বিআরডিবি।

প্রিয় মহোদয়,

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।

Agricultural & Rural Credit Policy and Program for the Fiscal Year 2026-2027

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এতদসঙ্গে সংযোজিত হলো।

উক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে স্ব-স্ব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় খাত/উপ-খাত ভিত্তিক সকল জেলাওয়ারি, শাখাওয়ারি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Microfinance Institutions (MFI) ভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিস্তারিত তথ্য ৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

এ নীতিমালা ও কর্মসূচি ০১ জুলাই ২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

সংযোজনী: ১ থেকে ৯৩ পৃষ্ঠা।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(দেবশীষ সরকার)

পরিচালক (এসিডি-১)

ফোন: ০২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০১৭০

ইমেইল: debashish.sarker@bb.org.bd

সূচিপত্র

সূচিপত্র	iv
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	viii
List of Acronyms and Abbreviations:	x
১। ভূমিকা	১
১.১। বৈশ্বিক কৃষি'	১
১.২। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	২
১.৩। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন	২
১.৪। চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩
১.৫। চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি	৪
২। কৃষি ঋণের সাধারণ নীতিমালা	৫
২.১। কৃষি ঋণ বিতরণ পদ্ধতি	৫
২.১.১। ঋণগ্রহীতা সনাক্তকরণ	৫
২.১.২। ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা	৫
২.১.৩। দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ	৫
২.১.৪। আবেদন ফরম সহজীকরণ	৫
২.১.৫। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তি স্বীকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৬
২.১.৬। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ	৬
২.১.৭। কৃষি ও পল্লী ঋণের সুদহার	৬
২.১.৮। কৃষি ঋণের প্রধান খাত/উপখাতসমূহ	৭
২.১.৯। জামানত	৭
২.১.১০। CIB রিপোর্টিং এবং অনুসন্ধান	৭
২.১.১১। ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা	৭
২.১.১২। কৃষি ঋণ পাশ বই	৭
২.১.১৩। তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ	৮
২.১.১৪। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ	৮
২.১.১৫। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন (Contract Farming) ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ	৯
২.১.১৬। MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ	১০
২.১.১৭। এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার	১১
২.১.১৮। কৃষি ঋণ/বিনিয়োগে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ	১২
২.১.১৯। কৃষকদের ১০ টাকার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ	১২
২.১.২০। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় লোকবল নিয়োগ	১২
২.১.২১। পৃথক কৃষি ঋণ বিভাগ/সেল গঠন	১২
২.১.২২। কৃষি ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রচার	১২
২.১.২৩। অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ	১৩
২.১.২৪। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচারীদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ	১৩
২.১.২৫। সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ	১৩
২.১.২৬। কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের ঋণ বিতরণ	১৩
২.১.২৭। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ	১৩
২.১.২৮। কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	১৪
২.২। 'বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)' পরিচালনা	১৪
২.৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং	১৫
২.৩.১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং	১৫
২.৩.২। তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং	১৬
২.৩.৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর মাধ্যম/উপায়	১৬
২.৩.৪। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র'র সহায়তা গ্রহণ	১৬

২.৩.৫। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং.....	১৭
২.৪। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়	১৮
২.৪.১। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব	১৮
২.৪.২। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা	১৮
২.৪.৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ	১৮
২.৪.৪। সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং অনাদায়ী কৃষি ঋণ আদায়ে বিকল্প উপায়/পদ্ধতি	১৮
২.৫। কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা	১৯
২.৬। সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ.....	১৯
২.৭। তথ্য বিবরণী সরবরাহ.....	১৯
২.৮। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা	২০
২.৯। ব্যাংকসমূহের নিজস্ব কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন	২০
২.১০। কৃষির উৎপাদন খাতে ইসলামি শরীয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি	২০
২.১০.১। বাই-মুরাবাহা/মুয়াজ্জাল	২০
২.১০.২। বাই-সালাম.....	২১
২.১০.৩। হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিস্ক (এইচপিএসএম).....	২১
৩। কৃষি ঋণের খাতওয়ারি নীতিমালা	২২
৩.১। শস্য ও ফসল খাতে কৃষি ঋণ নীতিমালা	২২
৩.১.১। শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণ	২২
৩.১.২। ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ	২২
৩.১.৩। ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ	২২
৩.১.৪। মিশ্র ফসল/সাথি ফসল/রিলে চাষ	২২
৩.১.৫। শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification).....	২২
৩.১.৬। আবর্তনশীল শস্যঋণ বিতরণ সীমা ও পদ্ধতি.....	২২
৩.১.৭। উচ্চমূল্য ফসল (High value crops) খাতে ঋণ বিতরণ.....	২৩
৩.১.৮। টিস্যু কালচার খাতে ঋণ বিতরণ.....	২৩
৩.১.৯। পাট চাষ খাতে ঋণ বিতরণ.....	২৩
৩.১.১০। অমৌসুমি সবজি/ফল চাষে ঋণ বিতরণ	২৩
৩.১.১১। ঘৃতকুমারী (Aloe Vera) এবং লাকি ব্যামু চাষে ঋণ বিতরণ	২৩
৩.১.১২। চা চাষে (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ঋণ বিতরণ	২৪
৩.১.১৩। ছাদকৃষিতে অর্থায়ন	২৪
৩.১.১৪। বিশেষ/অগ্রাধিকার ফসলের জন্য রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণ	২৪
৩.১.১৫। পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ	২৬
৩.১.১৬। মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণ	২৬
৩.১.১৭। মাশরুম চাষের জন্য ঋণ বিতরণ.....	২৬
৩.১.১৮। নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ বিতরণ.....	২৬
৩.১.১৯। রেশম চাষে ঋণ বিতরণ.....	২৬
৩.১.২০। তুলা চাষে ঋণ বিতরণ.....	২৬
৩.১.২১। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে ঋণ বিতরণ	২৭
৩.২ মৎস্য খাতে কৃষি ঋণ বিতরণ নীতিমালা	২৭
৩.২.১। মৎস্য চাষে ঋণ বিতরণ	২৭
৩.২.২। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ বিতরণ.....	২৭
৩.২.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওরে মৎস্য চাষে ঋণ বিতরণ	২৭
৩.২.৪। খাঁচায় মাছ চাষে ঋণ বিতরণ.....	২৮
৩.২.৫। উপকূলীয় এ্যাকোয়া-কালচার খাতে ঋণ বিতরণ.....	২৮
৩.২.৬। পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ বিতরণ.....	২৮
৩.২.৭। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ বিতরণ.....	২৮

৩.২.৮। কাঁকড়া, কুচিয়া, সিবাস (Seabass) ও অন্যান্য অপ্রচলিত মৎস্য চাষে ঋণ বিতরণ	২৮
৩.২.৯। ভেনামি চিংড়ি চাষে ঋণ বিতরণ	২৯
৩.২.১০। স্টক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	২৯
৩.২.১১। মুক্তা চাষে ঋণ বিতরণ	২৯
৩.৩। প্রাণিসম্পদ খাতে কৃষি ঋণ বিতরণ নীতিমালা	২৯
৩.৩.১। প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ	২৯
৩.৩.২। গবাদি পশু	২৯
৩.৩.৩। পোলট্রি খাত	২৯
৩.৪। কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাত	৩০
৩.৪.১। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ বিতরণ	৩০
৩.৪.২। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণ	৩০
৩.৪.৩। সৌর শক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ বিতরণ	৩০
৩.৪.৪। কৃষিতে সৌর শক্তির ব্যবহার	৩০
৩.৪.৫। কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষি পণ্য পরিবহণ খাতে কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ বিতরণ	৩১
৩.৫। সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কৃষি ঋণ নীতিমালা	৩১
৩.৬। পল্লী ঋণ নীতিমালা	৩১
৩.৬.১। গ্রামীণ অর্থায়ন	৩১
৩.৬.২। তাঁত শিল্পে অর্থায়ন	৩২
৩.৭। অন্যান্য	৩২
৩.৭.১। রেয়াতি সুদ হারে লবণ চাষীদেরকে ঋণ বিতরণ	৩২
৩.৭.২। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ বিতরণ	৩২
৩.৭.৩। শস্য-ফসল গুদাম/হিমাগার ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ বিতরণ	৩২
৩.৭.৪। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ বিতরণ	৩৩
৩.৮। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা	৩৩
৪। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প এবং পুনঃ অর্থায়ন স্কিমসমূহ	৩৪
৪.১। JICA এর অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি	৩৪
৪.২। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কৃষি খাতে পুনঃ অর্থায়ন স্কিমসমূহ	৩৪
৪.২.১। গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম	৩৪
৪.২.২। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খাতের জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম	৩৫
৪.২.৩। দেশের উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল	৩৫
৫। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	৩৫
পরিশিষ্ট-‘ক’: বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি: খাত/উপখাত	৩৭
পরিশিষ্ট-‘খ’: ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	৩৮
পরিশিষ্ট-‘গ’: কেঁচো কম্পোস্ট সার (Vermicompost) উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার	৩৯
পরিশিষ্ট-‘ঘ’: স্বল্পমেয়াদি কৃষি (ফসল) ঋণ/বিনিয়োগের নমুনা আবেদনপত্র	৪০
পরিশিষ্ট-‘ঙ’: ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার	৪৩
পরিশিষ্ট-‘চ’: ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি: ১৪৩৩-১৪৩৪ বাৎ/২০২৬-২০২৭ইং	৫৩
পরিশিষ্ট-‘ছ’: ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার: ১৪৩৩-১৪৩৪ বাৎ/২০২৬-২০২৭ ইং	৬৩
পরিশিষ্ট-‘জ’: ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার: ১৪৩৩-১৪৩৪ বাৎ/২০২৬-২০২৭ ইং	৬৯
পরিশিষ্ট-‘ঝ’: ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি: ১৪৩৩-১৪৩৪ বাৎ/২০২৬-২০২৭ইং	৭১
পরিশিষ্ট-‘ঞ’: নেপিয়ার ঘাস উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার	৭৩
পরিশিষ্ট-‘ট’: এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ত্রৈমাসিক বিবরণী	৭৩
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/১: ব্রয়লার মুরগি (মাংস উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার	৭৪
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/২: লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার (খাঁচা পদ্ধতিতে)	৭৫

পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৩: ১০০০টি তিত্তির পালনের (মেঝে পদ্ধতিতে) জন্য ঋণ নিয়মাচার	৭৬
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৪: ১০০০টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার	৭৭
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৫: ১০০০টি টার্কি পাখি পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার	৭৮
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৬: ১০০০টি হাঁস (মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার	৭৯
৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।	৭৯
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৭: ৫০টি ভেড়া পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)	৮০
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৮: ৫০টি ছাগল পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)	৮১
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/৯: ২০টি গরু মোটাতাজাকরণের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)	৮২
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/১০: ২০টি গাভী লালন পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৩ বছরের জন্য)	৮৩
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/১১: ২০টি গয়াল/গাউর পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)	৮৪
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/১২: ৫০টি গাড়ল পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)	৮৫
পরিশিষ্ট-‘ঠ’/১৩: ২০টি মহিষ লালন পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৩ বছরের জন্য)	৮৬
পরিশিষ্ট-‘ড’/১: মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার	৮৭
পরিশিষ্ট-‘ড’/২: খাঁচায় মাছ চাষের পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার	৮৮
পরিশিষ্ট-‘ড’/৩: বাগদা চাষ এবং গলদা চাষ এর উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার	৮৮
পরিশিষ্ট-‘ঢ’: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার	৮৯
পরিশিষ্ট-‘ণ’: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের পঞ্জিকা	৯১
পরিশিষ্ট-‘ত’: ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কোনো একক গ্রাহককে প্রদত্ত ১.০০(এক) কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব (অর্থবছর ভিত্তিক) কৃষি ও পল্লী ঋণের বিবরণী	৯২
পরিশিষ্ট-‘থ’: ব্যাংকসমূহ কর্তৃকএমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় তথ্য বিবরণী	৯৩

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সম্প্রতি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলাসহ কৃষি খাত নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল চাষ ও কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের খাদ্যশস্য উৎপাদন গত পাঁচ দশকে প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের শ্রমশক্তির প্রায় এক চতুর্থাংশ কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান অনেক বেশি। বৈশ্বিক মোট কৃষি উৎপাদন ও মোট শ্রমশক্তির সিংহভাগ এই অঞ্চল থেকে আসে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে কৃষি উৎপাদন এবং কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সম্মুখ সারিতে রয়েছে। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে কৃষি ঋণ বিতরণ ও কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো সুসংহত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ-১ কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলের জীবনমান উন্নয়নে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণ, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এ উল্লেখকৃত কৃষি খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের জাতীয় কৃষি নীতিসহ কৃষি উন্নয়নে প্রণীত অন্যান্য নীতিমালাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর কৃষি ও কৃষক বান্ধব কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নের বিষয়ে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাথমিক হিসাবানুযায়ী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষির অবদান চলতি মূল্যে ১১.৮৫% (স্থির মূল্যে ১০.৯৩%)। অথচ কৃষি ও পল্লী খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল তাদের মোট ঋণ ও অগ্রিমের মাত্র ২.২৩% এবং নিট ঋণ ও অগ্রিমের মাত্র ২.৯৫%। এরই প্রেক্ষিতে দেশে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা তাদের নিট ঋণ ও অগ্রিমের ৪% এ উন্নীতকরণের মাধ্যমে ৬০,০০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা গত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ৫৩.৮৫% বেশি। উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে নির্ধারিত ৩৯,০০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ৪২,৮৩৪.১৬ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বিতরণকৃত ৩৭,৩২৬.৫২ কোটি টাকা হতে ৫,৫০৭.৬৪ কোটি টাকা বা ১৪.৭৬% বেশি।

ব্যাংকসমূহকে বরাদ্দকৃত মোট লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% শস্য-ফসল খাতে, ২% সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে, ১৩% মৎস্য খাতে, ২০% প্রাণিসম্পদ খাতে এবং অবশিষ্ট ১০% কৃষি উৎপাদন এবং পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন ও সেবা খাতসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণ করতে হবে। তবে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতায় স্বল্প সুদ হারে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহের লক্ষ্যে স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকসমূহকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% কৃষি ও পল্লী ঋণ তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

সরকার কর্তৃক প্রণীত কৃষিবান্ধব নীতি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনার সাথে গত অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির মৌলিক সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়সমূহ ঠিক রেখে এ নীতিমালায় বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে যেমন: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে চার্জ ডকুমেন্ট শিথিলকরণের পাশাপাশি দলবদ্ধভাবে ঋণ বিতরণ এবং জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের পরামর্শ প্রদান, ২.৫ একর পর্যন্ত জমিতে লবণ উৎপাদনের জন্য ঋণের ক্ষেত্রে চার্জ ডকুমেন্ট শিথিলকরণ, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় ঋণ বিতরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি/অনাপত্তিপত্র গ্রহণের বিষয়টি শিথিলকরণ, শস্য ও ফসল খাতে বিতরণকৃত রিভলভিং টাইম লোনকে একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে সর্বোচ্চ দুইবার কৃষি ঋণ বিতরণ হিসেবে প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান, প্রকৃত কৃষক শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষক কার্ড সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান, বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ) কার্যকর করার লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা পরিমার্জন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক-কৃষক/গ্রাহকের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্মতির ভিত্তিতে গ্রাহককে বীমা সুবিধার আওতায় আনার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, কতিপয় নতুন শস্য-ফসলের (শিমুল মূল, অশ্বগন্ধা, মিশ্রি দানা, রোজেলা, শতমূল, গাছ আলু, ব্রুবেরি) ঋণ নিয়মাচার অন্তর্ভুক্তি, ডিমের খোসা দিয়ে জৈব সার উৎপাদনে ঋণ বিতরণ, মৎস্যসম্পদ (হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদন) ও প্রাণিসম্পদ খাতে (দুগ্ধ ও উট পালন, মুরগি-হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন) ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে নতুন উপখাত সংযোজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নির্ধারিত কৃষি ঋণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের নিমিত্ত কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা

সাশ্রয়ের নিমিত্ত স্থানীয়ভাবে আমদানি নির্ভর ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করতে বিগত বছরগুলোর ন্যায় আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম এবং বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে কৃষি উৎপাদন পর্যায় হতে সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি পর্যন্ত সম্পূর্ণ কৃষি মূল্য শৃঙ্খল (Agri Value Chain)-কে কার্যকর ও গতিশীল করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উৎপাদনমুখী খাতে আর্থিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে আলোচ্য নীতিমালা ও কর্মসূচি একটি কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সার্বিকভাবে, ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট যথাসময়ে চাহিদা মোতাবেক ঋণ প্রবাহ পৌঁছাতে সহায়ক হবে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ অর্থায়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনেও এ নীতিমালা ও কর্মসূচি অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

List of Acronyms and Abbreviations:

AAOIFI	Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
ACD	Agricultural Credit Department
ADB	Asian Development Bank
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BRDB	Bangladesh Rural Development Board
CIB	Credit Information Bureau
CIPC	Customer Interest Protection Centre
CSR	Corporate Social Responsibility
DAE	Department of Agricultural Extension
DoF	Department of Fisheries
DP	Demand Promissory
IFSB	Islamic Financial Services Board
JICA	Japan International Cooperation Agency
MFI	Microfinance Institutions
MRA	Microcredit Regulatory Authority
NCDP	Northwest Crop Diversification Project
NGO	Non-Governmental Organization
SCDP	Second Crop Diversification Project
SDG	Sustainable Development Goal
SMAP	Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project

১। ভূমিকা

১.১। বৈশ্বিক কৃষি^১

একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের কৃষি খাত জলবায়ু ও পরিবেশগত বেশ কিছু বিবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। কৃষি খাতে শ্রমশক্তি ও চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করে কৃষি প্রধান দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষির উন্নয়ন একাধারে জনগণের পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অবদান রেখে চলেছে। সম্প্রতি উচ্চ ফলনশীল ফসল আবাদের মাধ্যমে বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও বিশ্ব অর্থনীতিতে কৃষির অবদান গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষণীয়। বর্তমানে বৈশ্বিক মোট উৎপাদনে কৃষির অবদান ৪%। দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকান অঞ্চলের মোট উৎপাদনে কৃষির অবদান যথাক্রমে ১৫.৬০% ও ১৬.৯০% যা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। পক্ষান্তরে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মোট উৎপাদনে কৃষির অবদান মাত্র ১% হতে ২% যা এই অঞ্চলের দেশসমূহের শিল্পনির্ভর অর্থনীতির প্রাধান্যকে নির্দেশ করে। কৃষি খাতে বিশ্বে শ্রমশক্তির মোট ২৬% নিয়োজিত রয়েছে, যদিও এ ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকান অঞ্চলের মোট শ্রমজীবীদের যথাক্রমে ৪২% ও ৪৯% কৃষি খাতে জড়িত। পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ২২%, দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ক্ষেত্রে তা ১৩%। পক্ষান্তরে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার মাত্র ৭% এবং উত্তর আমেরিকার শ্রমশক্তির মাত্র ১% কৃষি খাতে জড়িত। গত তিন দশকে বিশ্বের কৃষি খাতে নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ ৪৩% থেকে ২৬% এ হ্রাস পেয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে বিশ্বে মোট কৃষি উৎপাদন (শস্য ফসল) ছিল ৯.৯০ বিলিয়ন টন যার ৩৮% দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে উৎপাদন হয়। বিশ্বের সামগ্রিক খাদ্য চাহিদা পূরণকল্পে এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। গত এক দশকে বিশ্বে কৃষি ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩৩% হওয়া সত্ত্বেও মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে কৃষি ঋণের অংশ ২.৪৪% হতে ২.২৫% এ হ্রাস পেয়েছে। বৈশ্বিক কৃষি ঋণ বিতরণে গত এক দশকে এশিয়ার দেশসমূহের অংশ ৪৭% হতে ৬০% এ উন্নীত হয়েছে, অপরদিকে ইউরোপের দেশসমূহের অংশ ২৮% থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২০% এ।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের অর্থনীতিতে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী এই অঞ্চলের মোট উৎপাদনে কৃষির অবদান গত কয়েক দশক ধরেই নিম্নমুখী এবং উৎপাদন ও সেবা খাতের অংশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাংলাদেশও যার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অংশ ছিল ৫৯.৬০%, যা ২০২৩ সালে ১১.৭১% এ এসে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল যথাক্রমে ১৬.৩০%, ২৩.৭০%, ৮.৩০% ও ২১.৯০%। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের জিডিপিতে কৃষির অবদান যথাক্রমে ৬.৮০%, ১২.৬০%, ৯.১০%, ৮.৭০% ও ১১.৯০%। দক্ষিণ এশিয়ার মোট জনসংখ্যার ৬৫% গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে যার একটি বড় অংশ সরাসরি কৃষি খাতে নিয়োজিত। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির দিক থেকে নেপালের অবস্থান সবচেয়ে শীর্ষে যা প্রায় ৬৪.৪০%। অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে ভারতের ৪২% ও পাকিস্তানের ৩৬% শ্রমশক্তি কৃষির সাথে জড়িত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মোট শ্রমশক্তির অন্যান্য ৩০% কৃষি খাতে নিয়োজিত রয়েছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪% দক্ষিণ এশিয়াতে বসবাস করে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণকল্পে এই অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে কৃষি ঋণের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে চীন এবং ভারত এশিয়া তথা বিশ্বের সর্বোচ্চ কৃষি ঋণ বিতরণকারী দেশ, ২০২৪ সালে যাদের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩০ ও ২৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান যা ২০২৪ সালে ছিল ৬.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কৃষি ঋণ বিতরণ ও কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো সুসংহত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

^১তথ্যসূত্র: বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক।

১.২। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশ বিশ্বে চাল উৎপাদনে তৃতীয় (২০২৪), মাছসহ জলজ প্রাণীর উৎপাদন বা চাষে পঞ্চম, অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মাছ আহরণে দ্বিতীয় (২০২৪), ছাগল উৎপাদনে পঞ্চম (২০২৪), পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় (২০২৩-২০২৪), আলু উৎপাদনে সপ্তম (২০২৪), পেঁয়াজ উৎপাদনে পঞ্চম (২০২৪) এবং রসুন উৎপাদনে চতুর্থ (২০২৪) অবস্থানে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। সম্প্রতি চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক কৃষি প্রধান দেশকে পিছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৭৩% এর মধ্যেই ধানের আবাদ হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ৫০৩.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩.২৮% বেশি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশে মোট কৃষিজ উৎপাদন প্রায় ৩.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এক দশকেই খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩১.৩০%। মৎস্য খাতে মোট উৎপাদন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে থাকা ৪৩.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৫২.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া দুধ ও মাংস উৎপাদন গত এক দশকে যথাক্রমে ৩.৪২ গুণ এবং ২.২৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট জিডিপি ১.৮৫% প্রাণিসম্পদ খাতের এবং ২.৪১% মৎস্য খাতের অবদান। তবে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে, ফলে ক্রমাগতভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের জন্য মোট আবাদযোগ্য জমির ০.৩৬% হ্রাস পেয়েছে যার পরিমাণ ছিল ১.১২ লক্ষ একর। জিডিপির সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২.৭৮% যা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ছিল ২.৪২%। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, শস্য বহুমুখীকরণ, উচ্চমূল্য ফসল চাষ এবং কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের কৃষি খাতে আধুনিকায়নের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রভিশনাল হিসাবানুযায়ী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষির অবদান কারেন্ট প্রাইসে ১১.৮৫% (স্থির মূল্যে ১০.৯৩%)। শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কৃষি খাতের পরোক্ষ অবদান রয়েছে। বার্ষিক লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২৪ অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমজীবীর ৪৪.৬৭% প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। পুষ্টির খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এমনকি পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায়ও কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করতে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার বিকল্প নেই। কৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের বিস্তৃত গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। দেশের টেকসই উন্নয়নে কৃষি খাত সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ-১ প্রতি অর্থবছর দেশের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে।

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অন্যতম SDG ১: দারিদ্র্য বিমোচন; SDG ২: ক্ষুধা নির্মূল, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষির প্রসার; SDG ৮: টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কাজ; SDG ১০: আয় বৈষম্য হ্রাস; SDG ১২: টেকসই ভোগ ও উৎপাদনের ধারা গড়ে তোলা; SDG ১৩: জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং SDG ১৫: বন, মরুভূমি, ভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার। বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতি অনুযায়ী কৃষক ও জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্ত এবং কৃষি বিপ্লবের বিকাশের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের রূপান্তর ঘটানোর জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে [বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ১৪ ও ১৬]। সর্বোপরি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ধারা ৭ অনুযায়ী মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০২৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ২৯ ধারার আওতায় কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে চাহিদা মোতাবেক যথাসময়ে অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত SDG এর উপরিউক্ত বিষয়সমূহ, বাংলাদেশ সংবিধানের উপরিউক্ত দুইটি ধারা, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর বর্ণিত ধারার সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর কৃষি ও কৃষক বান্ধব ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নের বিষয়ে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

১.৩। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন

কৃষি ঋণের পরিধি বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পল্লী অঞ্চলে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থায়নের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার, দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে উজ্জীবিত রাখার নিমিত্ত সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে ৩৯,০০০

কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। শস্য ও ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতসহ কৃষির অন্যান্য খাত/উপখাত ও পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড এবং দারিদ্র্য বিমোচন খাতে এ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ করা হয়।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ০৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪১টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ০৮টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক মোট ৪২,৮৩৪.১৬ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ১০৯.৮৩%। ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের তুলনায় ৫,৫০৭.৬৪ কোটি টাকা (১৪.৭৬%) বেশি। এছাড়া BRDB কর্তৃক ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ১,৩৩৪.২২ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শতভাগ ঋণ বিতরণ করেছে।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে মোট ৩৭,৭৭,২৩৩ জন কৃষক কৃষি ও পল্লী ঋণ পেয়েছেন, যার মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও MFI লিংকেজের মাধ্যমে ১৯,১৭,৪৩২ জন নারী বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ১৬,৩৮৩.০৪ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত মোট ২১,৯০৫ টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১,৫৫,০৪৪ জন কৃষকের মাঝে প্রায় ১,৪৫৬.০৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ২৮,৪২,১৭৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ৩০,২৩৩.৭৭ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে চর, হাওর প্রভৃতি অঞ্চলের এলাকায় ২,৫৯৭ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ২২.৬০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষকদের জন্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসহ অন্যান্য তফসিলি ব্যাংকসমূহে মাত্র ১০ টাকায় খোলা ১,০৬,৮৫,৬৪৬ টি ব্যাংক হিসাব চালু রয়েছে (মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত)। এসব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি ছাড়াও কৃষি ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

নির্দিষ্ট কিছু আমদানি বিকল্প ফসলে (যেমন: ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) ৪% রেয়াতি হার সুদে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এই খাতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে প্রায় ৩০৫.৬৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে স্থানীয়ভাবে এসব ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাজারেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ২৭৮.৮৮ কোটি টাকা। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় প্রায় ৩৩,৭৫৪ জন উপজাতি কৃষকের মাঝে মাত্র ৫% হার সুদে ২২১.৩৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

১.৪। চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কৃষক বান্ধব ও দারিদ্র্য বিমোচনে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এ নীতিমালা ও কর্মসূচির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। দেশের কৃষিবান্ধব নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে গত অর্থবছরের নীতিমালা ও কর্মসূচির প্রধান প্রধান বিষয় ঠিক রেখে চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে ৬০,০০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'খ')। উল্লেখ্য, এ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে যেমন: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে চার্জ ডকুমেন্ট শিথিলকরণের পাশাপাশি দলবদ্ধভাবে ঋণ বিতরণ এবং জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের পরামর্শ প্রদান, ২.৫ একর পর্যন্ত জমিতে লবণ উৎপাদনের জন্য ঋণের ক্ষেত্রে চার্জ ডকুমেন্ট শিথিলকরণ, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় ঋণ বিতরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি/অনাপত্তিপত্র গ্রহণের বিষয়টি শিথিলকরণ, শস্য ও ফসল খাতে বিতরণকৃত রিভলভিং টাইম লোনকে একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে সর্বোচ্চ দুইবার কৃষি ঋণ বিতরণ হিসেবে প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান, প্রকৃত কৃষক শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষক কার্ড সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান, বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ) কার্যকর করার লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা পরিমার্জন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক-কৃষক/গ্রাহকের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্মতির ভিত্তিতে গ্রাহককে বীমা সুবিধার আওতায় আনার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, কতিপয় নতুন শস্য-ফসলের (শিমুল মূল, অশ্বগন্ধা, মিশি দানা, রোজেলা, শতমূল, গাছ আলু ও ব্লুবেরি) ঋণ নিয়মাচার অন্তর্ভুক্তি, ডিমের খোসা দিয়ে জৈব সার উৎপাদনে ঋণ বিতরণ, মৎস্যসম্পদ (হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদন) ও প্রাণিসম্পদ খাতে (দুগ্ধা ও উট পালন, মুরগি-হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন) ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে নতুন উপখাত সংযোজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে ব্যাংকসমূহের করণীয় সম্পর্কে এ নীতিমালায় বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। নীতিমালাটি

কৃষির কাজক্ষিত উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং দেশের অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত অবদান রাখবে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চলতি অর্থবছরের নতুন মুদ্রানীতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষির অগ্রাধিকার খাতে বিশেষ করে আমদানি বিকল্প শস্য খাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ফলে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। দেশের শিল্প কারখানা প্রসারের কারণে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও উন্নত কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং এর সদ্যবহার বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ সরবরাহ এবং সর্বোপরি কৃষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের কৃষি পণ্য উৎপাদনে ধারাবাহিক বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে চা, পাট, হিমায়িত মাছ, সবজি, ফল ইত্যাদি কৃষি পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি খাতের পাশাপাশি কৃষি ভিত্তিক অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক হবে।

১.৫। চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি

কৃষি ও পল্লী ঋণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনান্তে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিট ঋণ ও অগ্রিমের প্রায় ৪% হারে হিসাবায়ন করে চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৬০,০০০ (ষাট হাজার) কোটি টাকা (পরিশিষ্ট ‘খ’) নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এ পরিমাণ প্রায় ৫৩.৮৫% বেশি। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করে ব্যাংকসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ব্যাংকসমূহের লক্ষ্যমাত্রার বাইরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এবং BRDB তাদের নিজস্ব অর্থায়নে যথাক্রমে ২৫ কোটি ও ১,৫০৬.৬৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্ক (শাখা, উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং, কন্ট্রাস্ট ফার্মিং, দলবদ্ধভাবে ঋণ বিতরণ) এবং ব্যাংক-MFI লিংকেজ ব্যবহার করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% হতে হবে।

কৃষিকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এ খাতকে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। বিদ্যমান বৈশ্বিক সঙ্কট এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলমান অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে কৃষি ফসলের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে ঋণ বিতরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ উদ্যোগ চলমান রয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ন এবং কৃষি প্রযুক্তি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এবং বর্গাচাষীদের নিকট বিনিয়োগযোগ্য পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় এ সকল কৃষকের নিকট প্রয়োজনীয় ঋণ পৌঁছে দেওয়ার জন্যও বাংলাদেশ ব্যাংক সচেষ্ট রয়েছে। ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে স্বল্প সুদে, যথাসময়ে, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ও হয়রানি মুক্ত ঋণ বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলে আর্থিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের পল্লী শাখার সংখ্যা নীতিগতভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত মোট শাখার অনূন ৫০% নির্ধারণ করা হয়েছে। যে সকল এলাকায় ব্যাংকের কোনো শাখা নেই, সে সকল এলাকায় ব্যাংকের উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং কন্ট্রাস্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় প্রধানত কৃষির উৎপাদন খাত/উপখাতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ঋণ বিতরণের সাথে জড়িত ব্যাংক, MFI/NGO, কৃষক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে কৃষি ঋণের সাধারণ নীতিমালা, কৃষির খাত/উপখাতের বিশেষ নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত কৃষি ঋণের বিভিন্ন প্রকল্প এবং পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের জন্য পরিপালনীয় নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে যা এই বইয়ের পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিটি ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহের জন্যও পরিপালনীয় বিধায় উক্ত ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে নীতিমালায় বর্ণিত ‘ঋণ’ ও ‘সুদ’ যথাক্রমে ‘বিনিয়োগ’ ও ‘মুনাফা’ মর্মে গণ্য হবে।

২। কৃষি ঋণের সাধারণ নীতিমালা

২.১। কৃষি ঋণ বিতরণ পদ্ধতি

২.১.১। ঋণগ্রহীতা সনাক্তকরণ

কৃষি ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রকৃত কৃষক হতে হবে। ঋণ আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ও সরকার প্রবর্তিত কৃষক কার্ড সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের বিপরীতে ১০ টাকায় খোলা ব্যাংক হিসাবধারী কৃষকদের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাশ বইয়ের ভিত্তিতেই প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বা কৃষক কার্ড না থাকলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বর অথবা স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক অথবা কলেজের অধ্যক্ষ/শিক্ষক অথবা স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/মৎস্য সম্পদ কর্মকর্তা/প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তির প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতেও প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে।

কৃষি ঋণ বিতরণের পরিধি একই কৃষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নতুন নতুন কৃষককে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। যৌক্তিক বিবেচনায় একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা যাবে। [এসিডি সার্কুলার লেটার নং-১; তারিখ: ০১ জানুয়ারি ২০২৩]

২.১.২। ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা

কৃষি কাজে নিয়োজিত প্রকৃত কৃষক কৃষি ঋণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এছাড়া, পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িতরাও সংশ্লিষ্ট খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক, বর্গাচাষি এবং অন্যান্য কৃষকদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে, খেলাপি ঋণগ্রহীতা কৃষি ঋণ পাবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২.১.৩। দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ

এ নীতিমালার আওতায় শস্য-ফসল ঋণের জন্য দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কৃষকদের এলাকা ও আবাদযোগ্য জমি পরিদর্শন করে ৫ থেকে ১৫ জন (সদস্য সংখ্যা বেশি হতে পারে) কৃষকের একটি দল গঠন করবে। তবে, কৃষকদের এরূপ দল ইতোমধ্যে বিদ্যমান থাকলে ব্যাংক প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করে দল নির্বাচন করতে পারবে। দলের সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে ব্যাংক একজন দলনেতা এবং একজন উপ-দলনেতা নির্বাচন করবে। কৃষক দলের সকল সদস্য পৃথকভাবে ব্যাংকের নির্দিষ্ট ঋণ আবেদনপত্র (পরিশিষ্ট ‘ঘ’) মোতাবেক শস্য-ফসল ঋণের জন্য আবেদন করবেন। উপ-দলনেতা এবং অন্যান্য সদস্যদের ঋণ আবেদনপত্রে জামিনদার হিসেবে দলনেতা এবং দলনেতার ঋণ আবেদনপত্রে জামিনদার হিসেবে উপ-দলনেতা স্বাক্ষর করবেন। কৃষকদের অনুকূলে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রুপ গ্যারান্টি হিসেবে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প (সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা) কৃষক দলের সকল সদস্যের স্বাক্ষর নেওয়া যাবে। যে সকল কৃষকের ব্যাংক হিসাব নেই তাদের ১০ টাকার সঞ্চয়ী হিসাব খুলে উক্ত হিসাবে ঋণ বিতরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে এ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে বর্ণিত ঋণ নিয়মাচার ও একর প্রতি ঋণ সীমা অনুসরণ করে ঋণ বিতরণ করতে হবে। জামানত গ্রহণের বিষয়ে নীতিমালার জামানত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ অনুসরণ করতে হবে। দলের কোনো সদস্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে দলের অন্যান্য সদস্য হতে উক্ত ঋণ আদায়/সমন্বয় করা যাবে। কৃষকদের দল গঠন/নির্বাচন, কৃষি ঋণের আবেদনপত্র গ্রহণ, ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম যথাসম্ভব মাঠ পর্যায়ে/কৃষক দলের এলাকায় সম্পন্ন করতে হবে। এ নীতিমালার আওতায় শস্য-ফসল ঋণের পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত এবং পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের জন্য দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে।

পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দলগত/ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া দলের সদস্যদের ব্যাংকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কৃষক সংগঠনের সদস্যদের অনুকূলেও কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে।

২.১.৪। আবেদন ফরম সহজীকরণ

কৃষকদেরকে অধিক হারে ব্যাংকমুখী করার জন্য কৃষি ঋণের আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফরম পূরণের সময়, ফরমে যাচিত তথ্যের ব্যবহার ও উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ব্যাংক স্ব-উদ্যোগে কৃষি ঋণের আবেদন ফরম সহজ করবে। আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয়, সে জন্য আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই

গ্রাহককে এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার পরামর্শ প্রদান করতে হবে। সহায়ক তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য গ্রাহককে জানাতে হবে।

ঋণের আবেদন সহজ করার জন্য আবেদন ফরমের একটি নমুনা ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য নমুনা ফরমটি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে কৃষি ঋণের একটি নমুনা আবেদনপত্র (পরিশিষ্ট ‘ঘ’) সংযোজিত হলো। উক্ত নমুনা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাংক কৃষি ঋণের আবেদনপত্র প্রস্তুত করবে।

২.১.৫। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তি স্বীকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা নির্ধারিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ আবেদনকারীর বাৎসরিক প্রয়োজনীয় শস্য ঋণ ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য ঋণ এককালীন মঞ্জুর করবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফসলের মৌসুম শুরু হওয়ার অন্তত ১৫ (পনের) দিন পূর্বে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা কৃষকদের ফসল উৎপাদনের বাৎসরিক পরিকল্পনাসহ আবেদন গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে পরবর্তীতে কৃষকদের বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনায় যৌক্তিক পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া যাবে। গ্রাহকের আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করতে হবে। ঋণ আবেদন সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। কোনো আবেদনপত্র বাতিল হলে তার কারণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ইন্টারনাল অডিট টিমের যাচাইয়ের জন্য আবেদনপত্রটি একটা ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। সময়মত ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে।

২.১.৬। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ

কৃষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০ টাকা জমা নিয়ে কৃষকের নামে ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে। এ ধরনের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২.১.১৯ এ উল্লেখকৃত শর্তসমূহ পরিপালন করতে হবে। অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রাহক পর্যায়ে স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সকল প্রকার কৃষি ও পল্লী ঋণে নির্ধারিত সুদ ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার চার্জ, প্রেসেসিং/মনিটরিং ফি ইত্যাদি (যে নামেই অভিহিত করা হোক) ধার্য করা যাবে না। এছাড়া, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক-MFI লিংকেজ/পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে MRA কর্তৃক নির্ধারিত ফি/চার্জ ব্যতীত অন্য কোনো ফি/চার্জ ধার্য করা যাবে না।

শস্য-ফসল খাতে ৫(পাঁচ) একর পর্যন্ত জমি চাষাবাদ ও ২.৫ একর জমিতে লবণ উৎপাদনে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা ও পল্লী ঋণের ক্ষেত্রে ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ এবং ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ অথবা ব্যাংকের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণকারী MFI সমূহ নিম্নলিখিত চার্জ ডকুমেন্ট ব্যতীত অন্য কোনো চার্জ ডকুমেন্ট গ্রহণ করতে পারবে না:

- DP নোট (১০ টাকা থেকে ৫০ টাকার স্ট্যাম্প/সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক)
- লেটার অব হাইপোথিকেশন (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)
- লেটার অব গ্যারান্টি ব্যক্তিগত (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)

২.১.৭। কৃষি ও পল্লী ঋণের সুদহার

কৃষি ও পল্লী ঋণের খাত/উপখাতে ঋণের সুদহার ব্যাংকসমূহ নিজেস্ব নির্ধারণ করবে। তবে সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। ব্যাংক সরাসরি কৃষককে ঋণ বিতরণ করলে গ্রাহক পর্যায়ে এবং MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করলে MFI/NGO পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদ হারের বেশি হবে না। নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণের উপর সরল সুদ হার আরোপ করতে হবে। এছাড়া ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক এমএফআই এর অনুকূলে ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১ কর্তৃক জারিকৃত সুদ হার, ঋণ শ্রেণিকরণ, দণ্ড সুদ আরোপ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। কৃষক/প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য কৃষি ও পল্লী ঋণের খাত/উপখাত ভিত্তিক সুদহার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। ব্যাংক-MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে MRA প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী MFI/NGO কর্তৃক কৃষক পর্যায়ে ক্রমহাসমান পদ্ধতিতে নমনীয় সুদ হার প্রয়োগ করতে হবে।

২.১.৮। কৃষি ঋণের প্রধান খাত/উপখাতসমূহ

কৃষি ঋণ বিতরণে শস্য-ফসল, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ-এই ৪টি খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যাংকের বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% শস্য-ফসল খাতে, ২% সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে, ১৩% মৎস্য খাতে, ২০% প্রাণিসম্পদ খাতে এবং অবশিষ্ট ১০% কৃষি উৎপাদন এবং পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন ও সেবা খাতসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণ করতে হবে। পরিশিষ্ট ‘ক’ তে উল্লেখকৃত কৃষি খাত/উপখাতে স্বল্পমেয়াদি ও মেয়াদি কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে। তবে, কৃষিভিত্তিক কোনো শিল্পখাতে বিতরণকৃত ঋণ এই নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতাভুক্ত কৃষি ও পল্লী ঋণ বলে গণ্য হবে না। এছাড়া, জমি ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবে না।

২.১.৯। জামানত

শস্য-ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা (৫ একর) জমি চাষাবাদের জন্য পরিশিষ্ট ‘ঙ’ এ বর্ণিত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শস্য-ফসল দায়বদ্ধকরণের (Crops Hypothecation) বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে। উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বৃহদায়তন জমিতে চাষাবাদের জন্য কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজেদের ঋণ নিয়মাচার ও প্রচলিত শর্তানুযায়ী ঋণ আবেদন বিবেচনা করতে পারবে এবং কৃষি ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করা বা না করার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান জামানত গ্রহণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে। এছাড়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতসহ পল্লী অঞ্চলে আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডের জন্য সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ বিতরণ করা যাবে। সময়মতো ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের নিমিত্ত বিশেষ করে, নারী ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য অর্থায়ন সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রচলিত জমি বা স্থাবর সম্পত্তির পরিবর্তে বিকল্প জামানত (যেমন: ব্যক্তিগত জামানত, সামাজিক জামানত ও দলগত জামানত) ব্যবহার করা যাবে।

২.১.১০। CIB রিপোর্টিং এবং অনুসন্ধান

এসিডি সার্কুলার লেটার-০২, তারিখ: ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ মোতাবেক যে কোনো অংকের বকেয়া ঋণের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের CIB-তে রিপোর্ট করতে হবে। কৃষি ও পল্লী ঋণের (MFI লিংকেজ ব্যতীত) আওতাভুক্ত সকল খাতে যে কোনো পরিমাণের নতুন ঋণ মঞ্জুরি বা বিদ্যমান ঋণ নবায়নের জন্য CIB রিপোর্ট যাচাই করতে হবে (এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০১, তারিখ: ২৩ মার্চ ২০২৫)। দলবদ্ধভাবে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের ঋণ হিসাবের তথ্য CIB তে রিপোর্ট করতে হবে। কোন খেলাপি ঋণগ্রহীতা যাতে কৃষি ঋণ না পান সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই নিশ্চিত হতে হবে। কৃষি ও পল্লী ঋণের আওতাভুক্ত শস্য-ফসল খাতসহ অন্যান্য সকল খাতে (প্রাণিসম্পদ, মৎস্য চাষ, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি, গ্রামীণ অর্থায়ন ও অন্যান্য) সর্বোচ্চ ২.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নতুন ঋণ আবেদন বা বিদ্যমান ঋণ নবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা, জামিনদারের জন্য প্রস্তুতকৃত CIB রিপোর্টের ক্ষেত্রে আরোপযোগ্য সার্ভিস চার্জ মওকুফ করা হয়েছে (সিআইবি সার্কুলার লেটার নং-০২, তারিখ: ০৫ মে ২০২৫)।

২.১.১১। ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা

‘লিড ব্যাংক’ পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ইউনিয়নসমূহে ফসলসহ কৃষির বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করবে। তবে অন্য ব্যাংক শাখার নামে বরাদ্দকৃত পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের কোনো গ্রাহী আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখার অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা যাবে। এজন্য পার্শ্ববর্তী ব্যাংক শাখাসমূহের মধ্যে ঋণগ্রহীতাদের তালিকা বিনিময় করতে হবে। বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় লিড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় যে ইউনিয়ন যে ব্যাংক শাখার অনুকূলে বরাদ্দকৃত সেই ব্যাংক শাখা হতে অনাপত্তিপত্র নিয়ে উক্ত এলাকায় বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করবে। ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণের তথ্য CIB রিপোর্ট এর মাধ্যমে যাচাই করতে পারে।

২.১.১২। কৃষি ঋণ পাশ বই

এ নীতিমালার আওতায় ঋণ বিতরণ/নবায়ন এর জন্য গ্রাহকের লেনদেনের পরিমাণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাশ বইয়ের বিকল্প হিসেবে গ্রাহকের হিসাব বিবরণী গ্রহণ করা যাবে।

২.১.১৩। তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ

চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। তবে যে সকল ব্যাংকের শহর ও গ্রামীণ শাখার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি তাদের শাখা সংখ্যার অনুপাত এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের হার বৃদ্ধিতে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যে সকল বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষি ঋণের শতভাগ বিতরণ করতে পারবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সে সকল ব্যাংককে প্রশংসাপত্র (Letter of Appreciation) প্রদান করা যেতে পারে।

ব্যাংকসমূহ তাদের শাখার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের শাখা/খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের স্বার্থে প্রতিটি ব্যাংক মাসিক ভিত্তিতে স্ব-স্ব ব্যাংক শাখার আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী একইসাথে শাখাভিত্তিক ও মাসভিত্তিক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

২.১.১৪। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ

যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রয়েছে, সে সকল ব্যাংক কৃষি ঋণ বিতরণের বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে, ব্যাংকসমূহকে নিম্নরূপ শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে:

- ক) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে এজেন্ট ব্যাংকিং এর অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাংকসমূহ এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে এজেন্ট বুথের মাধ্যমে ঋণের আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাইকরণ, ঋণ বিতরণ এবং ঋণের কিস্তি আদায় করা যাবে। তবে ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, চূড়ান্ত মঞ্জুরি এবং প্রয়োজনীয় তদারকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে।
- খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতাভুক্ত কৃষির সকল খাত/উপখাতে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণের বিষয়ে ব্যাংককে সচেতন থাকতে হবে।
- গ) এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতি অর্থবছরের শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে বর্ণিত ঋণ নিয়মাচার এবং অন্যান্য নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।
- ঘ) এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এ নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত সুদ হারের অতিরিক্ত চার্জ ধার্য করতে পারবে না। ঋণ বিতরণে বাৎসরিক ভিত্তিতে অথবা ঋণের মেয়াদান্তে (ঋণের মেয়াদ অনধিক ১ বছর হলে) এবং কিস্তিতে আদায়ের ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান হার পদ্ধতিতে সুদারোপ করবে।
- ঙ) ব্যাংক এজেন্টের কমিশন বা সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ) সর্বোচ্চ ০.৫০% আদায় করে এজেন্টের একাউন্টে প্রদান করতে পারবে। উক্ত সার্ভিস চার্জ ব্যতীত অন্য কোনোরূপ ফি/চার্জ (যে কোনো নামেই হোক) গ্রাহকদের নিকট হতে আদায় করা যাবে না। এজেন্ট কোনোক্রমেই সরাসরি গ্রাহকের নিকট থেকে কোনো চার্জ/ফি/কমিশন আদায় করতে পারবে না। এ পদ্ধতিতে ব্যাংকের পক্ষে এজেন্ট কর্তৃক ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বিধায় ঋণের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফার কিছু অংশ ব্যাংক এজেন্টের সাথে শেয়ার করতে পারে।
- চ) গ্রাহকের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট এজেন্ট ও ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদা মতো তা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।
- ছ) এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণের ত্রৈমাসিক বিবরণী (পরিশিষ্ট 'ট' অনুযায়ী) পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এ দাখিল করতে হবে।
- জ) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনানুযায়ী এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করবে।
- ঝ) ব্যাংক নিজেই এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের সদ্যবহার নিশ্চিত করবে এবং কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্যবহার নিশ্চিত হওয়ার পরই তা কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.১.১৫। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন (Contract Farming) ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ

শস্য ও ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি ভিত্তিক শিল্পের বিকাশ, কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ভোক্তার চাহিদা বৃদ্ধির কারণে কিছু কিছু শস্য, ফুল, ফল ও ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে Contract Farming ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ যথা: সার, বীজ, কীটনাশক, নগদ অর্থ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান বাজারমূল্য পর্যালোচনা করে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হতে সহজে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকায় কৃষকগণ এ পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। Contract Farming পদ্ধতিতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান/ক্রেতার সাথে প্রকৃত কৃষকের একক/দলগত একটি বৈধ চুক্তি (৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প) সম্পাদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে Contract Farming এর মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরির পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে আবশ্যিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয় পরিপালন করতে হবে:

২.১.১৫.১। চুক্তিতে যেসব বিষয় উল্লেখ থাকবে

- চুক্তিটি অবশ্যই ফসল উৎপাদনের পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে। দলগত চুক্তি সম্পাদনকালে একই ধরনের ফসল উৎপাদনকারী কৃষকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ একই চুক্তির আওতায় একাধিক ফসল উৎপাদনকারী কৃষকের সাথে চুক্তি করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদকাল, জমির পরিমাণ, জমির তফসিল, উৎপাদিত ফসলের বিবরণ ও এর গুণগতমান, জমির চাষাবাদ পদ্ধতি, সরবরাহ ব্যবস্থা, ফসলের মূল্য ও তা পরিশোধের পদ্ধতি, বীমা ব্যবস্থা (শস্য বীমা যদি থাকে) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে।
- Contract Farming চুক্তিতে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকের নামে কৃষি ঋণ প্রদান করা হলে ঋণের পরিমাণ (দলগত হলে দলনেতার অধীন থাকা কৃষকদের প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ), ঋণের সুদ হার, সমন্বয় পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। কৃষি উপকরণ (যেমন-বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) সহায়তার ক্ষেত্রে উপকরণের নাম, পরিমাণ, মূল্য এবং কিভাবে ঋণ পরিশোধের সাথে কৃষি উপকরণের মূল্য সমন্বয় করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে।
- চুক্তির আওতায় উৎপাদিত ফসলের গুণাগুণ নিশ্চয়মানের হলে এর বিক্রয়মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে, কৃষক উক্ত ফসল তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করতে পারবে কিনা; ইহা তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করলে কৃষকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ ও উপকরণ সহায়তার মূল্য কিভাবে সমন্বয় করা হবে ইত্যাদি বিষয় চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- কৃষি ঋণ ও উপকরণ সহায়তা ব্যতীত অন্যান্য সহায়তা যেমন: প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করা হলে তা বিনামূল্যে কিনা অথবা মূল্য নির্ধারণ করা হলে তার পরিমাণ চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ অথবা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কৃষকের অনুকূলে নির্দিষ্ট শর্ত উল্লেখ করতে হবে।

২.১.১৫.২। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা

- রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানি হতে হবে।
- কৃষি পণ্য সংরক্ষণ, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
- মাঠ পর্যায়ে কৃষকের সঙ্গে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২.১.১৫.৩। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন পদ্ধতির অন্যান্য শর্তসমূহ

- কৃষিভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনকারী কৃষকের সাথে সম্পাদিত একক/দলগত চুক্তির একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এ সরবরাহ করতে হবে এবং এ ধরনের ঋণ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি/অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করতে পারে।
- চুক্তিবদ্ধ উৎপাদনের আওতায় কৃষকের সাথে দলগত চুক্তি সম্পাদন করলে সকল কৃষকের তালিকা কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এ সরবরাহ করতে হবে। তালিকায় কৃষকের নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও মোবাইল নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়া, এ পদ্ধতির আওতায় প্রদত্ত ঋণসমূহের বিস্তারিত বিবরণী ব্যাংকসমূহ নির্ধারিত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এ প্রেরণ করবে।

- গ) এ পদ্ধতির আওতায় প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কৃষক পর্যায়ে প্রকৃত সুদ হার (reducing balance পদ্ধতিতে) নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণের জন্য নির্ধারিত সুদ হারের বেশি হবে না এবং উক্ত সুদ হারের অতিরিক্ত কোনো ফি/চার্জ আরোপ করা যাবে না।
- ঘ) উপকারভোগী কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদা মতো তা অর্থায়নকারী ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে।
- ঙ) এ পদ্ধতির আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত ফসলসমূহের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফসল চাষে একর প্রতি ঋণসীমা অনুসরণ করতে হবে।
- চ) Contract Farming এর আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লেখকৃত শস্য-ফসল উৎপাদন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে (পরিশিষ্ট 'ক') ঋণ প্রদান করা যাবে।

উল্লেখ্য, Contract Farming এর আওতায় প্রদত্ত ঋণসমূহের সদ্যবহার যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনবোধে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া ব্যাংকসমূহ নিজেরাও ঋণ বিতরণের পর সরেজমিন পরিদর্শন পরিচালনা করে প্রতিবেদনের একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করবে। উক্ত প্রতিবেদনে পরিদর্শনকৃত সকল কৃষকের নামের তালিকা, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, জমির পরিমাণ, কৃষকের ঋণের পরিমাণ, কৃষকের নামে উপকরণ সহায়তার ক্ষেত্রে উপকরণের মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। কৃষক ও কৃষি উপকরণের তথ্যাদি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে এবং কৃষকগণ চুক্তি অনুযায়ী সার্বিক সহায়তা না পেলে উক্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

২.১.১৬। MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ

বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের মধ্যে যাদের গ্রামীণ শাখা অপ্রতুল, তারা MRA কর্তৃক অনুমোদিত MFI এর সাথে অংশীদারিত্বের (ব্যাংক-MFI/NGO লিংকেজ) ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করতে পারে। তবে যে সকল রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের ৫০০ এর অধিক শাখা রয়েছে, সে সকল ব্যাংক MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করতে পারবে না। MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

- ক) MRA কর্তৃক অনুমোদিত MFI/NGO এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী ব্যাংককেই গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে MFI/NGO এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে এ রীতি প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের সাথে ব্যাংক এবং MFI/NGO এর সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে এবং ব্যাংককেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে।
- খ) MFI/NGO এর নিকট হতে ঋণের পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সম্ভাব্য আকার এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ঋণের ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদ হার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক একটি সুনির্দিষ্ট ঋণ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে ব্যাংক অর্থায়নের বিষয়ে বিবেচনা করবে এবং ব্যাংকের মঞ্জুরি/চুক্তি পত্রে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।
- গ) MFI/NGO এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথমবার অর্থ ছাড়ের আবেদনের সময় ২.১.১৬ (খ) অনুচ্ছেদে তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট দাখিল করবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবার পুনরায় অর্থ ছাড়ের আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অর্থ প্রকৃতই কৃষির উৎপাদন এবং পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী খাতে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে।
- ঘ) ব্যাংক কর্তৃক MFI/NGO কে অর্থ ছাড়ের পর কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ হবার পরই তা ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিবেচিত হবে।
- ঙ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% শস্য ও ফসল খাতে বিতরণের ব্যাপারে যে নির্দেশনা রয়েছে তা অর্জনে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে MFI/NGO এর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ

ক্ষেত্রে প্রয়োজনে MFI/NGO কে দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি শস্য ও ফসল খাতেও ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

- চ) MFI/NGO একই সাথে একাধিক ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করলে ব্যাংকসমূহ ঋণগ্রহীতাদের উপজেলা/ইউনিয়ন/গ্রামভিত্তিক কৃষকদের তালিকা বিনিময় করতে পারে। পরিদর্শনকালে ব্যাংক তাদের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। MFI/NGO লিংকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণের overlapping রোধকল্পে এবং ঋণের সদ্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বার্থে MFI/NGO নির্বাচনে ব্যাংকসমূহকে সতর্ক হতে হবে।
- ছ) অংশীদার ব্যাংক কর্তৃক MFI/NGO কে কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে MFI/NGO পর্যায়ে সুদ হারের সর্বোচ্চ সীমা ২.১.৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ও MFI/NGO সমূহের জন্য ব্যাংক হতে গৃহীত কৃষি ঋণ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের ক্ষেত্রে সুদ হারের সীমা ও অন্যান্য নীতিমালা MRA কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
- জ) ব্যাংক-MFI/NGO লিংকেজের আওতায় MFI কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ সম্পন্ন হওয়ার পর অর্থায়নকারী ব্যাংক সংশ্লিষ্ট MFI/NGO কর্তৃক বিতরণকৃত সকল ঋণগ্রহীতার তথ্য ও দলিলাদির সঠিকতা যাচাই করবে এবং ঋণগ্রহীতাদের মধ্য হতে ন্যূনতম ১% হতে ২% গ্রাহকদের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবে। উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রমের ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে। একাধিক MFI/NGO এর জন্য পৃথকভাবে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ করতে হবে।
- ঝ) MFI/NGO লিংকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকরত পরিদর্শন প্রতিবেদন কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এ সরবরাহ করার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নমুনা ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সেক্ষেত্রে নমুনা বাছাই, সরেজমিন পরিদর্শনসহ গ্রহণযোগ্য ঋণের পরিমাণ হিসাবায়নের বিষয়ে কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এর মনিটরিং এন্ড ওভারসাইট উইং কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।
- ঞ) ব্যাংক কর্তৃক MFI/NGO বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণের লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য সফটওয়্যার ভিত্তিক ডাটাবেইজে সংরক্ষণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং MFI/NGO কে নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া MFI/NGO লিংকেজের আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে MFI/NGO এর শাখাসমূহে ঋণগ্রহীতাদের ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারাইজড ডাটাবেইজে সংরক্ষণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও MFI/NGO নিশ্চিত করবে। MFI/NGO এর সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ বিতরণকৃত ঋণের তথ্য ও দালিলিক প্রমাণাদি ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট সরবরাহ করবে। বিতরণকৃত ঋণের সদ্যবহার সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ করবে, যা অর্থায়নকারী ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট অর্থায়নকারী ব্যাংক অথবা MFI এর সংশ্লিষ্ট শাখা ঋণগ্রহীতার তথ্যাদি তাৎক্ষণিক সরবরাহ করতে সমর্থ না হলে সংশ্লিষ্ট শাখার বিতরণকৃত ঋণসমূহ বা প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ঋণের অংশবিশেষ পরিদর্শন দলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

২.১.১৭। এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার

বাস্তবতার আলোকে যে এলাকায় যে ফসল ভালো উৎপাদিত হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত শাক-সবজি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল জাতীয় শস্য, কলা, বাউকুল, স্ট্রবেরি, পাম, কমলা, আগর, পান-বরজ, মরিচ, আলু ইত্যাদি ফসল উৎপাদিত হয়, সে সকল এলাকায় এসব ফসলের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত তালিকা সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তা নিজেদের বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাতে পারে। তাছাড়া BBS/DAE/DoF এর ওয়েবসাইট হতে পূর্ববর্তী বছরের উপজেলা/থানাভিত্তিক প্রতি একর জমি বা জলাশয়ে ফসল বা মাছ/মাছের পোনা উৎপাদনের তথ্য এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক উদ্ভাবিত ক্রপ জোনিং সিস্টেম (<https://cropzoning.gov.bd/>) কিংবা খামারি অ্যাপসে সংরক্ষিত নির্দিষ্ট ফসলের অঞ্চলভিত্তিক উৎপাদন সম্ভাবনা এবং উৎপাদনশীলতার তথ্য ব্যাংকসমূহ ব্যবহার করতে পারে।

২.১.১৮। কৃষি ঋণ/বিনিয়োগে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ

প্রকৃত ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষক এবং বর্গাচারিরা যাতে সহজে ও সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হয়রানিমুক্তভাবে ঋণ পেতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণের তথ্য প্রচার ও কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারেন। তাছাড়া, ব্যাংক কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ ও আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে।

২.১.১৯। কৃষকদের ১০ টাকার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অংশ হিসেবে কৃষকদের ১০ টাকার ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে ভর্তুকি জমা ছাড়াও কৃষি ঋণ প্রদান, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি ব্যাংকিং কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

- ক) কৃষি ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়াতে যে সকল কৃষকের এ ধরনের হিসাব রয়েছে তাদেরকে এ সকল হিসাবের মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- খ) হিসাবসমূহের লেনদেন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল হিসাবের ওপর সুদ হার সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে ১% হতে ২% এর বেশি হারে দেয়ার বিষয়টি ব্যাংকগুলো বিবেচনা করবে।
- গ) ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় তাদের শাখা প্রধানকে কৃষকের এ সকল হিসাব সচল রাখার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে।
- ঘ) এই বিপুল পরিমাণ ব্যাংক হিসাব সচল রাখার জন্য কৃষকের ফসল বিক্রয় এর টাকা বা তাদের গচ্ছিত টাকা এ সকল ব্যাংক হিসাবে জমা, রেমিট্যান্স আদান প্রদান ইত্যাদি স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে তাদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের un-tapped savings সংগ্রহ করতে পারে।
- ঙ) ব্যাংকের শাখা এ ধরনের হিসাবে রক্ষিত সঞ্চয়ের ৯০% পর্যন্ত স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।
- চ) এ হিসাবসমূহে ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা এবং কোনোরূপ ফি/চার্জ আরোপ করা যাবে না।
- ছ) এ ধরনের হিসাবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থিতি পর্যন্ত আবগারী শুল্ক/লেভি কর্তন রহিতকরণের নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।
- জ) কৃষকের ব্যাংক হিসাবসমূহকে কখনোই ইন-অপারেটিভ বা ডরমেন্ট করা যাবে না।
- ঝ) কৃষকদের শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে চেকের বদলে নগদ উত্তোলন ভাউচার দেয়া যাবে। তবে যে সকল কৃষক চেক বই চায় তাদেরকে চেক বই দেয়া যাবে।

২.১.২০। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় লোকবল নিয়োগ

কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যাংকসমূহ এসিডি সার্কুলার নং-০১; তারিখ: ২২ জুন ২০২৩ এর নির্দেশনার আলোকে ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। নিয়মিতভাবে লোকবল নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হলে ‘কাজ নেই, বেতন নেই’ (No work, no pay) ভিত্তিতে সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা যেতে পারে। যে সকল ব্যাংকের শাখা/জনবলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে সকল ব্যাংক তাদের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্বাচন, ঋণ প্রস্তাব তৈরিকরণ, মূল্যায়ন, মঞ্জুরি, ঋণ বিতরণ, আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট/ইন্টারমিডিয়েরি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

২.১.২১। পৃথক কৃষি ঋণ বিভাগ/সেল গঠন

কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তদারকি জোরদারের লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহ তাদের প্রধান কার্যালয়ে কৃষি ঋণের জন্য পৃথক কৃষি ঋণ বিভাগ/সেল গঠন করে প্রয়োজনীয় লোকবল পদায়ন করবে এবং শাখা পর্যায়ে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে কৃষি ঋণের সকল কাজে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করবে। উক্ত বিভাগ/সেল কৃষি ঋণের যাবতীয় কার্যাবলী যেমন: গ্রাহক নির্বাচন, ঋণ প্রস্তাব তৈরি, মূল্যায়ন, মঞ্জুরি, তদারকি, ঋণ বিতরণ, আদায়, জেলা/উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় অংশগ্রহণ, কৃষকের সাথে মতবিনিময়, খেলাপি হওয়ার পূর্বেই ঋণের অবস্থা বিশ্লেষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে।

২.১.২২। কৃষি ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রচার

কৃষকদেরকে কৃষি ঋণ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রতিটি শাখায় ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার, ঋণ/বিনিয়োগের খাত/উপখাতের বিবরণ, আমদানি বিকল্প ফসল (যেমন: ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষের জন্য প্রদত্ত

ঋণ/বিনিয়োগের রেয়াতি সুদ/মুনাফার হার ও ব্যাংক শাখার কৃষি ঋণ কর্মকর্তার যোগাযোগ নম্বর সম্বলিত ব্যানার/ফেস্টুন দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, ব্যাংক বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

২.১.২৩। অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ

ভূমিহীন বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিকট কৃষি ও পল্লী ঋণের সুবিধা পৌছানোর পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও উপেক্ষিত এলাকায় (চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়ি অঞ্চল, বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত সাবেক ছিটমহলসমূহ ইত্যাদি) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

২.১.২৪। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ

ভূমিহীন কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একরের কম), ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭ একর) এবং বর্গাচাষিদেরকে (যেসব কৃষক অন্যের জমি বর্গা চাষ করে এবং নিজস্ব মালিকানায় জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১ একর) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বর্গাচাষিরা কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে বর্গাচাষির জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে। ব্যাংক শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা প্রকৃত কৃষক জমির মালিকের কাছ থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে জমা দিয়ে কৃষি ঋণ নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডও প্রযোজ্য হবে। এছাড়া, ১০ টাকার ব্যাংক হিসাবধারী কৃষকদেরকে সনাক্তকরণের জন্য উক্ত হিসাব অথবা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যতীত অন্য কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না। জমির মালিকের প্রত্যয়নপত্র পাওয়া না গেলে স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতেও ব্যাংক বর্গাচাষিদেরকে কৃষি ঋণ দিতে পারবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড না থাকলে ২.১.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করবে।

প্রকৃত বর্গাচাষি সনাক্তের পর বার্ষিক শস্য-ফসল ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে হবে। বর্গাচাষি যদি সংশ্লিষ্ট জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে থাকে সে ক্ষেত্রে জমির ভাড়াসহ ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালায় পাশ বই ইস্যু করা যেতে পারে। বর্গাচাষি, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকদের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে একক/দলগতভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করতে হবে। কোনো বর্গাচাষি একই মালিকের জমি পর পর তিন বছর চাষাবাদ করলে তাদের ক্ষেত্রেও ‘আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি’ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২.১.২৫। সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ

সফল কৃষকদের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ কৃষি ঋণ বিতরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সফল কৃষকদের তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। উক্ত তালিকার বাইরেও অনেক সফল কৃষক থাকতে পারেন। সে প্রেক্ষিতে তালিকায় নাম নেই কিন্তু সফল কৃষক, তাদেরকেও ব্যাংক পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ প্রদান করবে।

২.১.২৬। কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের ঋণ বিতরণ

কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে নারীদেরকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা যাতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন সে জন্য তাদেরকে শস্য-ফসল উৎপাদন, ছোট আকারে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কৃষি কর্মকাণ্ড যেমন: বাগান করা, নার্সারি, শস্য উত্তোলন পরবর্তী কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মৌমাছি পালন ও মধু চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি খাতে নারীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

২.১.২৭। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ

শারীরিক প্রতিবন্ধীরা যাতে মর্যাদার সাথে সমাজে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও অবদানমূলক জীবনযাপন করতে পারেন সে জন্য প্রতিবন্ধকতার ধরণ বিবেচনা করে কৃষি বা অকৃষি নানাবিধ আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে ব্যাংকসমূহ ঋণের ব্যবস্থা করবে। প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে তাদেরকে স্বল্প সুদ হারে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ প্রচলিত শর্তসমূহ কিছুটা শিথিল করতে পারে। কৃষির উৎপাদন খাত ছাড়াও বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, নার্সারি, মৌমাছি পালন, মধু চাষ, ক্ষুদ্র মুদি দোকান ইত্যাদি খাতসহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনক খাতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

২.১.২৮। কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

যে সকল ঋণগ্রহীতার নিজস্ব মোবাইল ফোন রয়েছে, তাদের মোবাইল ফোন নম্বর ব্যাংক শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। কৃষকের নিজের মোবাইল ফোন না থাকলে আত্মীয়/প্রতিবেশীর মোবাইল ফোন নম্বরও সংরক্ষণ করা যাবে। দেশে Cashless Economy গড়ার লক্ষ্যে গ্রাহকের কৃষি ঋণ প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ/ফি ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রদান এবং চার্জ ডকুমেন্টসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট ঋণের অর্থ ব্যাংক কৃষকের ব্যাংক হিসাব/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে প্রদান করতে পারে। তবে, মোবাইল ফোন নম্বর না থাকার অজুহাতে কোনো কৃষককে কৃষি ঋণ প্রদান হতে বঞ্চিত করা যাবে না। ব্যাংক শাখা কর্তৃক সময়ে সময়ে ফোন করে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তি ও আদায়ের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে হবে। কৃষি ঋণ প্রাপ্তি ও আদায় সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে জানতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতেও অনুরূপভাবে কৃষকদের খোঁজ-খবর নেওয়া হবে। এছাড়া কৃষকের সুবিধার্থে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটসহ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে নীতিগতভাবে সমর্থন প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে ব্যাংক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক প্রযুক্তির সহায়তা নিতে পারে।

২.২। ‘বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)’ পরিচালনা

ব্যাংকসমূহের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার অনর্জিত অংশ কৃষি খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)’ গঠন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ০১ জুলাই ২০২৬ তারিখের সার্কুলার লেটার-০২ অনুযায়ী কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন এবং বিবিএডিসিএফ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে:

- ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য নির্ধারিত পূর্ববর্তী অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অসমর্থ ব্যাংকসমূহের লক্ষ্যমাত্রার প্রাথমিকভাবে অনর্জিত অংশ (৩০ জুন ভিত্তিক বিবরণী অনুযায়ী) অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে কর্তন করে ‘বিবিএডিসিএফ’ এ জমা করা হবে। এছাড়াও, ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষি ও পল্লী খাতে প্রদত্ত/বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের গুণগতমান পর্যালোচনায় অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত অংশ তাৎক্ষণিকভাবে কর্তনপূর্বক ‘বিবিএডিসিএফ’ এ জমা করা হবে;
- খ. ‘বিবিএডিসিএফ’ এ অর্থ জমা হওয়ার ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে জমাকৃত অর্থ ৪% হার সুদে সর্বোচ্চ ১৮ মাস মেয়াদে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাধীন ব্যাংকসমূহের চাহিদার প্রেক্ষিতে তাদের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আনুপাতিক হারে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। কোনো অর্থবছরে ‘বিবিএডিসিএফ’ এ জমাকৃত অর্থ বরাদ্দের জন্য কোনো আবেদন না পাওয়া গেলে বা কম পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের আবেদন পাওয়া গেলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কেইস টু কেইস ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। উল্লেখ্য, ‘বিবিএডিসিএফ’ এ জমা হওয়ার পর ব্যাংকের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (সর্বোচ্চ ৩০ কর্মদিবস) কোনো প্রকার সুদ প্রদান করা হবে না;
- গ. নির্ধারিত ১৮ মাস মেয়াদ শেষে আদায়কৃত সুদ ও আসল পরবর্তী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে মূল অর্থ সংস্থানকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ফেরৎ প্রদান করা হবে;
- ঘ. ‘বিবিএডিসিএফ’ হতে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত এ অর্থ কৃষি ও পল্লী ঋণ খাতে বিনিয়োগকারী ব্যাংক তাদের কৃষি ঋণ বিতরণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার আওতায় প্রদর্শন করতে পারবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ব্যাংক প্রতি ত্রৈমাসিকে ‘বিবিএডিসিএফ’ হিসেবে ব্যবহৃত অর্থ আলাদাভাবে প্রদর্শনপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হালনাগাদ প্রতিবেদন কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এর নিকট দাখিল করবে যা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে যাচাই (অনসাইট বা অফসাইট) করবে;
- ঙ. ‘বিবিএডিসিএফ’ হতে গৃহীত অর্থ ব্যাংক নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সুদ/মুনাফাসহ আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করবে। গৃহীত অর্থ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে;
- চ. ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের ‘কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা’ অনুযায়ী ১০% হার সুদে কেবলমাত্র নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে (এমএফআই লিংকেজ ব্যতীত) কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে একক গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ এর সর্বোচ্চ সীমা হবে ৫০ লক্ষ টাকা;
- ছ. মূল অর্থ সংস্থানকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ‘বিবিএডিসিএফ’ এ জমাকৃত অর্থ উক্ত ব্যাংকের সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (Statutory Liquidity Ratio হিসাবায়নে) হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে;
- জ. কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ফান্ড ব্যবহারকারী ব্যাংকের উপর ন্যস্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

- বা. 'বিবিএডিসিএফ' হতে গৃহীত অর্থের কোনো অংশ সদ্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে সে পরিমাণ অর্থের উপর নীতি হারে (policy rate) সুদ/মুনাফা ধার্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে;
- এ৩. ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের ঋণ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে 'বিবিএডিসিএফ' হতে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ১% সুদের সমপরিমাণ অর্থ জমা করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে 'Risk Mitigation Fund' গঠন করতে হবে;
- ট. 'বিবিএডিসিএফ' হতে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ১% সুদের সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের স্থিতিপত্রের Common Equity Tier-1 (CET-1) মূলধনের উপাদান 'General Reserve' হিসাবের একটি খাত হিসেবে প্রদর্শনপূর্বক যথাযথভাবে Disclosure প্রদান করতে হবে;
- ঠ. আলোচ্য ফান্ডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো ধরনের আয় গ্রহণ কিংবা ব্যয় বহন করবে না এবং এ ফান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনর্জিত অংশ কর্তন ও বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিগত বা অন্য কোনো জটিলতা তৈরি হলে তদুপেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;
- ড. ব্যাংকসমূহ অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার ০২ (দুই) মাসের মধ্যে 'বিবিএডিসিএফ' ফান্ড হতে বরাদ্দ প্রাপ্তির আবেদন কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এ দাখিল করবে।

২.৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

২.৩.১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত মনিটরিং কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে:

- তফসিলি ব্যাংকসমূহ থেকে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মাসিক বিবরণী সংগ্রহের মাধ্যমে অফ-সাইট মনিটরিং সম্পন্ন করা হয়।
- ব্যাংক সুপারভিশন বিভাগসমূহ (BSD) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসমূহ কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া কৃষি ঋণ বিভাগ-১ ও কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃকও নমুনা ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণের সদ্যবহার যাচাই করা হয়।
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের সাথে মাসিক ভিত্তিতে এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের সাথে দ্বি-মাসিক ভিত্তিক ঋণ বিতরণের অগ্রগতি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা, ঋণের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, ঋণ আদায় ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, প্রয়োজনে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও বিতরণ পরিস্থিতি নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হচ্ছে।
- অনেক বেসরকারি ব্যাংক তাদের শাখার স্বল্পতার কারণে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের (MFI) মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করছে বিধায় MFI/NGO-এর মাধ্যমে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাদের দাখিলকৃত রিপোর্ট/প্রতিবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইসহ বাংলাদেশ ব্যাংকও নমুনা ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় বর্তমানে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংক অথবা উক্ত অঞ্চলে কর্মরত তাদের মনোনীত MFI এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সভাসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকেন।
- ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। গত কয়েক বছরে ব্যাংকসমূহ এ ধরনের প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন।
- আমদানি বিকল্প নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (যেমন: ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচারণার ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংক শাখায় ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার ফলে এই খাতে ব্যাংকসমূহের ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষকের মোবাইল ফোনে ঋণ প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা, ঋণের সদ্যবহার, ব্যাংক শাখার সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে সরাসরি যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ লিখিত অথবা ফোনের মাধ্যমে জানানো হলে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

২.৩.২। তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

এ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকরাই যাতে কোনো প্রকার হয়রানি ছাড়াই কৃষি ঋণ পান এবং ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ঋণ আদায় সম্ভব হয়, সে জন্য তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

তফসিলি ব্যাংক পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ মনিটরিং এর মুখ্য উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

- ক) সামগ্রিকভাবে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- খ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% শস্য-ফসল খাতে এবং ২% সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে বিতরণ;
- গ) লক্ষ্যমাত্রার ১৩% মৎস্য খাতে ও ২০% প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ;
- ঘ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহারের দিকে গুরুত্ব আরোপ;
- ঙ) চর, হাওর, উপকূলীয় ও অনগ্রসর এলাকা, পাহাড়ি অঞ্চল, সাবেক ছিটমহল, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান;
- চ) প্রকৃত কৃষকদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঋণ প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং
- ছ) বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণের সদ্যবহার নিশ্চিতকরণ।

তফসিলি ব্যাংকের শাখা কর্তৃক মঞ্জুরকৃত ঋণ যথাসময়ে বিতরণ ও এর সদ্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়মিত পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণের চাহিদার নিরিখে ব্যাংক শাখা কর্তৃক ঋণ প্রদানের বিষয়ে প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ঋণ সরবরাহের স্বল্পতার কারণে কৃষি উৎপাদন কোনোক্রমেই ব্যাহত না হয়। সার্বিকভাবে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের বিষয়ে প্রধান কার্যালয় পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২.৩.৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর মাধ্যম/উপায়

কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এ সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে। এ লক্ষ্যে, কৃষকগণ এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ০২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০১৭০ নম্বরে ফোন বা bb.cipc@bb.org.bd এ ই-মেইল করে কৃষি ঋণ বিষয়ক যে কোনো অভিযোগ জানাতে বা তথ্য পেতে পারবেন। এছাড়া পরিচালক, কৃষি ঋণ বিভাগ-১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এ ঠিকানায় পত্র প্রেরণের মাধ্যমেও কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানাতে পারবেন।

২.৩.৪। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র'র সহায়তা গ্রহণ

কৃষি ও পল্লী ঋণসহ ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সেবা পেতে গ্রাহকগণকে হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করা কিংবা তাদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র (CIPC) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকগণ যে কোনো ফোন থেকে ১৬২৩৬ হটলাইন নম্বরে ফোন করে সরাসরি তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। গ্রাহকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এছাড়া, জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্টদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসমূহের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের মোবাইল নম্বর ও ইমেইল নিম্নে দেওয়া হলো:

কার্যালয়	মোবাইল নম্বর	ইমেইল
চট্টগ্রাম অফিস	+৮৮০১৫১৬১৮৭২৯৯	sumedh.chakma@bb.org.bd
খুলনা অফিস	+৮৮০১৮৪৩-১১০৬৬৭	sk.moniruzzaman@bb.org.bd
রাজশাহী অফিস	+৮৮০১৭৬৭৩৬৬৭০২	mynul.islam@bb.org.bd
সিলেট অফিস	+৮৮০১৭৪১৫২২৩৬৬	tushar.paul@bb.org.bd
বরিশাল অফিস	+৮৮০১৭৪৫১৬৬৭০২	tariqul.islam49@bb.org.bd
বগুড়া অফিস	+৮৮০১৭৬৬৯৯৯২০	mahmudur.toha@bb.org.bd
রংপুর অফিস	+৮৮০১৭২৯৫৪৭৫০৭	mahfuzer.rahman@bb.org.bd
ময়মনসিংহ অফিস	০২২২৩৩৭৬৬৬০	rifat.moury@bb.org.bd

২.৩.৫। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং

মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে লিড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। এ পদ্ধতির আওতায় কোনো ইউনিয়নে কোনো রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক বা বিশেষায়িত ব্যাংক শাখা কৃষি ঋণ বিতরণ করবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম তদারকি এবং সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি কার্যকর ব্যবস্থাও এই পদ্ধতির আওতায় চালু আছে। প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সভাপতি এবং প্রত্যেক জেলায় সুনির্দিষ্ট একটি ব্যাংক লিড ব্যাংক হিসেবে স্ব-স্ব জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি মাসিক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্ব-স্ব জেলার কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তদারকি এবং সমন্বয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সকল ব্যাংকের অংশগ্রহণে কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষি ঋণ কার্যক্রমকে আরও সমন্বিত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

লিড ব্যাংক পদ্ধতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিদ্যমান কাঠামোর অন্যান্য সকল দিক অপরিবর্তিত রেখে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত হবে:

	কোনো জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের শাখার অবস্থা	উক্ত জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অবস্থা	উক্ত জেলার কৃষি ঋণ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব
ক	সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের শাখা রয়েছে	সংশ্লিষ্ট জেলায় শুধুমাত্র নিজস্ব শাখার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলার ‘জেলা কৃষি ঋণ কমিটি’-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
		নিজস্ব শাখার পাশাপাশি ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান নিজস্ব শাখা/জোনের পাশাপাশি উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও পল্লী ঋণের তথ্যসহ ‘জেলা কৃষি ঋণ কমিটি’-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
		নিজস্ব শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয় না তবে, ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও পল্লী ঋণের তথ্যসহ ‘জেলা কৃষি ঋণ কমিটি’-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
খ	সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের কোনো শাখা নেই	সংশ্লিষ্ট জেলায় নিজস্ব শাখা না থাকলেও ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর স্থানীয় সমন্বয়কারী ব্যাংকটির পক্ষে ‘জেলা কৃষি ঋণ কমিটি’-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

২.৪। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়

২.৪.১। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব

ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তি এবং সময়সীমা ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা/আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ এতদসঙ্গে সংযুক্ত ঋণ পরিশোধসূচির আলোকে নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। ফসল তোলার মৌসুম শুরু হওয়ার পর কৃষিপণ্য বিপণনের সময় ব্যাংক শাখা ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কৃষি ঋণের সার্বিক আদায়ের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে হবে। ঋণ মওকুফের মানসিকতা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। সুদ মওকুফ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। উল্লেখ্য, ACS-1 এর মাধ্যমে ব্যাংকের দাখিলকৃত ছকের “due for recovery” এর আওতায় প্রদত্ত তথ্যই “আদায়যোগ্য ঋণ” হিসাবে গণ্য হবে।

২.৪.২। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা

কৃষি ঋণ আদায়ের গুরুত্ব উল্লেখ করে গ্রাহকদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.৪.৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- ক. ঋণ আদায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ/আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নীতিমালার আলোকে আর্থিক বা অন্য যে কোনো প্রকার প্রশংসাপত্র/পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- খ. সময়মত সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করলে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে সুদের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারী কৃষকদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- গ. দীর্ঘদিন অনিশ্চিন্ত থাকা সার্টিফিকেট মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য, প্রয়োজনে এককালীন পরিশোধের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ঘ. শ্রেণিকৃত ঋণসমূহ প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী পুনঃতফসিলের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ঙ. যে সকল শাখার মেয়াদোত্তীর্ণ/খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫০% এর বেশি সে সকল শাখার ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে পৃথক ‘আদায় সেল’ গঠন;
- চ. কৃষি ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কৃষক সমাগম হয় এমন এলাকায় পূর্ব হতে প্রচার চালিয়ে ‘কৃষি ঋণ আদায় ক্যাম্প’ এর আয়োজন;
- ছ. কৃষি ঋণ আদায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা।

২.৪.৪। সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং অনাদায়ী কৃষি ঋণ আদায়ে বিকল্প উপায়/পদ্ধতি

- ক. তামাদি ঋণসমূহ নিয়মিতকরণপূর্বক আপোষরফা/সমঝোতা (সোলেনামা) এর মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার বা নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ-১-কে জানাতে হবে;
- খ. সার্টিফিকেট মামলা এড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাংকার-গ্রাহক উভয়ের সম্মতিতে অনাদায়ী ঋণসমূহে Balance Confirmation Certificate, Token Money প্রভৃতির মাধ্যমে ঋণ তামাদি হওয়া প্রতিবিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা কোনোক্রমেই বৃদ্ধি না পায়;
- গ. রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ শ্রেণিকৃত ঋণসহ সকল কৃষি ঋণ আদায়ে তদারকি জোরদারকরণ এবং প্রয়োজনে আলাদা আদায় সেল/ইউনিট গঠন করবে;
- ঘ. কৃষি ঋণের ব্যবহার ও পরিশোধের গুরুত্ব এবং মামলার ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থা তথা সভা সমাবেশের আয়োজন করতে হবে;
- ঙ. অনাদায়ী ঋণগুলো তামাদি হওয়ার পূর্বে চিহ্নিত করে সহজ কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- চ. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি ঋণ আদায় স্থগিতকরণ/নতুন ঋণ বিতরণ/পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
- ছ. নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধকারী কৃষককে পুরস্কার প্রদান ও তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যান্য কৃষকগণকে ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২.৫। কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা

কৃষি ঋণ সংক্রান্ত প্রোডাক্ট এবং সুবিধাসমূহ জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছানোর স্বার্থে তা ব্যাংকসমূহের স্ব স্ব ওয়েবসাইটসহ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য ব্যাংক শাখার নোটিশ বোর্ডে সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

২.৬। সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ

নীতিমালায় অনেক নতুন বিষয় সংযোজন এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত নতুন হওয়ার কারণে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা, অগ্রাধিকার খাতসমূহ ও অন্যান্য বিষয়ে মাঠ পর্যায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাংক কর্মকর্তাদের মাঝে আরো বেশি সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালার আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ-১ হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

২.৭। তথ্য বিবরণী সরবরাহ

বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য/বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে সময়মত সরবরাহ করবে। দ্বৈত-গণনা (double-counting) পরিহারকল্পে SME খাতে প্রদর্শিত কোনো ঋণ কৃষি খাতে প্রদর্শন করা যাবে না। ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণসমূহের মধ্যে বৃহদাক্ষের (১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব) ঋণ সংশ্লিষ্ট প্রমাণক তথ্যাদি (সংযুক্ত ছক পরিশিষ্ট 'ত' মোতাবেক) পরবর্তী অর্থবছরের জুলাই মাসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করবে।

ব্যাংকসমূহের বিগত কয়েক বছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের তথ্য-উপাত্তের গুণগতমান পর্যালোচনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ ও তদুৎসংক্রান্ত বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অসামঞ্জস্যতা পরিহারের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

- ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ খাতে চলতি মূলধন হিসেবে সিসি (হাইপো), ওভারড্রাফট, রিভলভিং টাইম লোন হিসেবে মঞ্জুরিকৃত ঋণসমূহের মঞ্জুরিপত্রের অন্যান্য শর্ত যাই থাকুক না কেন, নিয়মিত ঋণের মেয়াদকালে গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণ সীমা হতে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে একবারই বিতরণ হিসেবে এবং ঋণের মেয়াদকালে ঋণ সীমার অবশিষ্ট অংশ ব্যবহার সাপেক্ষে পরবর্তী অর্থবছরে বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে। উক্ত ঋণসমূহের ক্ষেত্রে বিতরণকৃত ঋণের বকেয়ার সর্বোচ্চ স্থিতি (highest outstanding balance) বিতরণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তবে, রিভলভিং টাইম লোন হিসেবে মঞ্জুরিকৃত ঋণসমূহের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শস্য ও ফসল খাতে বিতরণকৃত ঋণকে ফসল উৎপাদনের সময়কাল হিসাবায়নপূর্বক একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে সর্বোচ্চ দুইবার বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে। এক্ষেত্রে আলোচ্য ঋণসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদ্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হবে।
- খ) শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহ ২.১০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনের জন্য করা বিনিয়োগের তথ্যবিবরণী সরবরাহ করবে।
- গ) ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরিপত্রে যে শর্তই থাকুক না কেন মঞ্জুরি সীমার অতিরিক্ত/অনুমোদনবিহীন কোনো ঋণ/বিনিয়োগ কৃষি ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে রিপোর্ট করা যাবে না। একই সাথে গ্রাহক (উপকারভোগী) পর্যায়ে যে মেয়াদের জন্য ঋণ/বিনিয়োগ প্রদত্ত/ব্যবহৃত হবে ঐ মেয়াদের জন্য শুধুমাত্র একবারই কৃষি ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবে।
- ঘ) ইতোমধ্যে বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে কোনো ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হলে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ নতুন কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না। MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও নির্দেশনাটি প্রযোজ্য হবে।
- ঙ) ঋণ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ ও অধিগ্রহণের জন্য দ্বিতীয় ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ একই অর্থবছরে হলে দ্বিতীয় ব্যাংক কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ঋণ কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।
- চ) পুনঃতফসিলিকরণের উদ্দেশ্যে মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।

- ছ) পোলট্রি ও মৎস্য খামারের খাদ্য তৈরির কাঁচামাল, ঔষধ ইত্যাদি আমদানির উদ্দেশ্যে এলসি মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরিকালীন সময়ের মধ্যে একবারই বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে।
- জ) চলতি মূলধন হিসেবে বিতরণকৃত সিসি (হাইপো), ওভারড্রাফট, রিভলভিং টাইম লোন প্রকৃতির ঋণসমূহ ফসল, মৎস্য সম্পদ ও প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত ঋণ কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ঝ) বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত না হলে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ/সমস্বয়ের উদ্দেশ্যে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগকে নতুন ঋণ বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।
- এ৩) জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় তথ্য প্রেরণের বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে:
- ১) জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে জেলার লিড ব্যাংক বরাবর চাহিদা মোতাবেক নির্ভুল তথ্য যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে।
 - ২) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতায় MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে যে সকল জেলায় ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা হয়েছে সে সকল জেলার ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের তথ্যাদি জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় সরবরাহ করবে।
- ট) পরিশিষ্ট ‘থ’ তে উল্লেখকৃত ছক মোতাবেক MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় তথ্য বিবরণী পরবর্তী অর্থবছরের জুলাই মাসের মধ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এ সরবরাহ করতে হবে।

এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় যাচিত কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দ্রুততম সময়ে প্রদান করতে হবে।

২.৮। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা

কৃষি ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবেও দেখা হবে। ফলে এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা এবং বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CAMELS Rating এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সাফল্যকেও বিবেচনা করা হবে। Agri-Financing Performance কে CAMELS এর ‘M’ অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা বা Management Component এর রেটিং এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শস্য খাতে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ বিশেষ/অগ্রাধিকার ফসলের জন্য রেয়াতি সুদ হারে (৪% হারে) ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, নিজস্ব শাখার মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ এবং আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হারকে বিবেচনা করা হবে। বিশেষ তারল্য সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণ কার্যক্রমে পারদর্শী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার পাবে।

২.৯। ব্যাংকসমূহের নিজস্ব কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচির আলোকে প্রত্যেক ব্যাংক তাদের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য একটি নিজস্ব বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী জারি করবে।

২.১০। কৃষির উৎপাদন খাতে ইসলামি শরীয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি

এই নীতিমালার আওতায় ইসলামি শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহ নিম্নলিখিত ইসলামিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কৃষির উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।

২.১০.১। বাই-মুরাবাহা/মুয়াজ্জাল

এ পদ্ধতিতে শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহ গ্রাহকের নিকট হতে আবেদন প্রাপ্তির পর বাজার হতে উৎপাদনের উপকরণসমূহ ক্রয় করবে এবং উভয়পক্ষের সম্মতিতে স্থিরকৃত লাভে বিক্রয় করবে। কৃষক ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এক সাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করতে পারবে। এই পদ্ধতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উপকরণ ক্রয়ের জন্য এবং শস্য-ফসল চাষের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ও সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২.১০.২। বাই-সালাম

এ পদ্ধতিতে শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহ কৃষকের নিকট হতে ফসলের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে ভবিষ্যতে উৎপাদিত ফসল অগ্রিম ক্রয় করতে পারে। ফসলের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কৃষক চলতি মূলধন এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যবহার করতে পারে। শস্য-ফসল উৎপাদনের পর কৃষক ব্যাংকের নিকট উৎপাদিত শস্য-ফসল সরবরাহ করবে। এছাড়া, গরু মোটাজাকরণ ও মৎস্য চাষে চলতি মূলধন সরবরাহের জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবে।

২.১০.৩। হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিস্ক (এইচপিএসএম)

ভাড়াযোগ্য পণ্য খাতে (যেমন: কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি, কৃষি পণ্য পরিবহন) এইচপিএসএম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিকট হতে তার অংশের পুঁজি গ্রহণপূর্বক মুশারাকা চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংক ভাড়াযোগ্য পণ্য/সম্পদ ক্রয় করবে। পণ্য/সম্পদ ক্রয় করার পরে সম্পূর্ণ আলাদা ইজারা চুক্তির মাধ্যমে কৃষকের নিকট ভাড়া দিতে পারবে। কৃষক নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র ব্যাংকের অংশের ভাড়া প্রদান করবে ও ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে বা কিস্তিতে পণ্যের (ব্যাংকের অংশের) বাজারমূল্য পরিশোধকরত পণ্য/সম্পদের মালিকানা পাবে। উল্লেখ্য, তিনটি চুক্তি ভিন্ন ভিন্ন হবে, এক চুক্তি অন্য চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত করা যাবে না।

উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতি ও অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্ক/MFI/NGO লিংকেজের মাধ্যমে কৃষি খাতে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক ০৯/১১/২০০৯ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ এর মাধ্যমে জারিকৃত Guidelines for Conducting Islamic Banking, স্ব স্ব ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা এবং AAOIFI ও IFSB এর নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যতা রাখতে হবে।

কৃষির উৎপাদন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের মুনাফার হার বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনার মাধ্যমে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য ধার্যকৃত সুদ হারের অধিক হতে পারবে না।

৩। কৃষি ঋণের খাতওয়ারি নীতিমালা

৩.১। শস্য ও ফসল খাতে কৃষি ঋণ নীতিমালা

৩.১.১। শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণ

এ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ব্যাংকসমূহকে স্ব স্ব লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫৫% ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে।

৩.১.২। ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসলভিত্তিক কৃষি উপকরণ বাবদ ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রণীত ‘ঋণ নিয়মাচার’ অনুযায়ী একর প্রতি নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ, ফসল বপন/রোপণ ও সংগ্রহ মৌসুম অনুযায়ী ‘ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি’, ‘শ্রেণিবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথি ফসল/রিলে চাষভিত্তিক বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা’, ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার এবং উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি ব্যাংকসমূহের অনুসরণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো (যথাক্রমে পরিশিষ্ট ‘ঙ’, ‘চ’, ‘ছ’, ‘ঢ’ এবং ‘ণ’)। উল্লেখ্য, উক্ত নিয়মাচারসমূহে প্রদত্ত সময়সীমায় বাংলা এবং ইংরেজি তারিখের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে বাংলা তারিখই অনুসরণীয় হবে।

অঞ্চলভেদে বাস্তবতার নিরিখে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে ঋণ নিয়মাচারে ফসলভিত্তিক নির্ধারিত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি/হ্রাস করা যাবে। নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে বর্ণিত জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না। সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচারে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন শস্য ও ফসল চাষে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে।

৩.১.৩। ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ

ব্যাংক শাখা কর্তৃক যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ, তদারকি ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা পরিশিষ্ট ‘চ’ তে সন্নিবেশিত হলো। তবে, সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ কাল ও পরিশোধসূচি স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই পরিবর্তন করতে পারবে। অঞ্চলভেদে শস্য বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপণের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।

৩.১.৪। মিশ্র ফসল/সাথি ফসল/রিলে চাষ

যে সকল অঞ্চলে মূল ফসলের পাশাপাশি একই সময়ে একই জমিতে অন্য একটি সাথি ফসল উৎপাদন সম্ভব, সে সকল এলাকায় আগ্রহী কৃষকদেরকে মূল ফসলের জন্য প্রদত্ত ঋণের সাথে সাথি ফসল চাষের জন্য অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে। এ জন্য পরিশিষ্ট ‘ছ’ এ বর্ণিত সাথি ফসলের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণযোগ্য। উক্ত পরিশিষ্টে উল্লেখ নেই এমন মিশ্র ফসল/সাথি ফসল/রিলে চাষের ক্ষেত্রে নিয়মাচারের বিষয়ে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে ব্যাংক কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.১.৫। শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)

খাদ্য উৎপাদনে দেশের সফলতা অব্যাহত রাখা এবং জনগণের জন্য সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আলু, ডাল, তৈলবীজজাত খাদ্য, ভুট্টা ইত্যাদির বহুমুখী ব্যবহার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য ‘শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচি’র মাধ্যমে উক্ত ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সাধারণ ঋণ/বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি উক্ত লাভজনক ফসলসমূহে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে।

৩.১.৬। আবর্তনশীল শস্যঋণ বিতরণ সীমা ও পদ্ধতি

কৃষি ঋণ প্রদান/বিনিয়োগের অবিরাম প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য ৩ (তিন) বছর মেয়াদি একটি আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি (Revolving crop credit limit system) প্রচলন করা হয়েছে। অবিরাম ফসল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকগণ এ পদ্ধতির আওতায় ঋণ সুবিধা পাবেন। এই ঋণ বিতরণের জন্য ইতোপূর্বে বিতরণকৃত সকল শস্য ঋণ/বিনিয়োগের সমুদয় সুদাসল আদায় করে পুনঃ

ডকুমেন্টেশন ব্যতিরেকেই পূর্বের ঋণ প্রয়োজনে নবায়নপূর্বক পুনরায় ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ করা যাবে। ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ তাদের শাখা ব্যবস্থাপকদের নিকট ক্ষমতা অর্পণ (Power delegate) করবে। ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরির পর উৎপাদন পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হলে এবং ঋণ/বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ পুনরায় ব্যাংকের নিকট আবেদন করতে পারবেন। এ সুবিধার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের জামানত, ঋণ/বিনিয়োগের সীমা, সুদ/মুনাফার হার ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আলোকে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই প্রণয়ন করবে।

৩.১.৭। উচ্চমূল্য ফসল (High value crops) খাতে ঋণ বিতরণ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর বর্ণনানুযায়ী উচ্চমূল্য ফসল বলতে একর প্রতি উৎপাদিত গতানুগতিক বোরো (শীতকালীন) ধানের তুলনায় অধিক লাভজনক এবং অধিক বাজার সম্ভাবনাময় ফসলকে বুঝায়। যেমন: ফলমূল, রকমারি ফুল, সৌন্দর্যবর্ধক ও ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছ গাছড়া, ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদি। উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখবে এবং ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করবে। বিশেষ বিশেষ সবজি (করলা, লাউ, বেগুন, বাঁধাকপি, গাঁজর, ফুলকপি, বরবটি, শিম, মটরশুটি, ঢেঁড়শ, পটল, আলু, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো, ব্রোকলি, কাঁকরোল, ক্যাপসিকাম, শসা), ফল (কলা, লেবু, পেয়ারা, বরই, লিচু, আম, পেঁপে, তরমুজ, মাল্টা, সফেদা, বাউকুল, স্ট্রবেরি, ব্লবেরি, কমলা, আমড়া, রাষ্ট্রটান, লটকন, ড্রাগন ফল), মসলা (আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, ধনিয়া, জিরা, কালোজিরা), তৈলবীজ (উফশী সূর্যমুখী, চিনাবাদাম ও ওয়েল পাম), কাজু বাদাম এবং সুগন্ধি চাল, উফশী ভুট্টা, মুগ ডাল, চুইঝাল ইত্যাদি উচ্চমূল্য ফসল হিসেবে বিবেচিত। উক্ত ফসলসমূহ চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। তবে সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচারে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন উচ্চমূল্য ফসল চাষের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ঋণ বিতরণ করতে পারে।

৩.১.৮। টিস্যু কালচার খাতে ঋণ বিতরণ

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশেই স্বল্প ব্যয়ে আলু, স্ট্রবেরি ও ইক্ষুসহ কিছু কিছু ফল ও ফুল গাছের উন্নতমানের বীজ/চারার উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার খাতে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ মূলত পুঁজিঘন হলেও তা কিছুটা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের বীজ/চারার সরবরাহের মাধ্যমে কৃষকের উপকারে আসতে পারে। বিনিয়োগ ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক কৃষি ঋণের আওতায় টিস্যু কালচার খাতে ব্যাংকসমূহ ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

৩.১.৯। পাট চাষ খাতে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশের আবহাওয়া পাট চাষের উপযোগী হওয়ায় পৃথিবী জুড়ে বাংলাদেশী পাটের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পাট চাষের ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। যে সকল অঞ্চলে পাট চাষ হয় সে সকল অঞ্চলে উন্নত পাট বীজ উৎপাদন, পাট চাষ, চাষের সরঞ্জাম ক্রয় খাতে ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

৩.১.১০। অমৌসুমি সবজি/ফল চাষে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশে সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের সবজি/ফল উৎপাদিত হয়। এ সকল সবজি/ফল সাধারণত মৌসুম অনুযায়ী উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন বেসরকারি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ক্রমাগত গবেষণার ফলে এ সকল সবজি/ফলের অমৌসুমি জাতও আবিষ্কৃত হয়েছে। সবজি/ফলের অমৌসুমি জাত চাষাবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে সংযোজিত ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত একর প্রতি ঋণসীমার অধিক ব্যয় হয়। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা বিবেচনায় এ ধরনের অমৌসুমি সবজি/ফলের চাষাবাদ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ এ খাতে কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। অমৌসুমি সবজি/ফলের চাষাবাদে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ঋণ নিয়মাচারে বর্ণিত একর প্রতি ঋণ সীমার অনধিক ২৫% পর্যন্ত বেশি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

৩.১.১১। ঘৃতকুমারী (Aloe Vera) এবং লাকি ব্যাসু চাষে ঋণ বিতরণ

Aloe Vera একটি বহুবর্ষজীবী (Perennial) গাছ যা গুরু অঞ্চলে জন্মে থাকে। সারা পৃথিবীতে এর ঔষধি গুণ বিশেষভাবে সমাদৃত। ঘৃতকুমারী চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে

পারবে। এছাড়াও, লাকি ব্যাসু চাষের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ঋণ বিতরণ করতে পারে।

৩.১.১২। চা চাষে (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ঋণ বিতরণ

চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ও রপ্তানি পণ্য। দেশের বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম এবং উত্তরাঞ্চলে চা চাষ হয়। চা চাষের উপযোগী জমিতে চাষের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা সম্ভব, যার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে চা বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। নতুন চা বাগান তৈরি এবং বাগানের সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চাষের সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত কার্যক্রমে কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে। চা বাগান তৈরির জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ যথা: চাষের চারা উৎপাদন, রোপণ ও পরিচর্যা, প্রকৃতি, প্রাকৃতি ইত্যাদি কৃষি খাতের (৬০%) আওতায় পড়বে। তবে প্রাকৃতিক সবুজ চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপটি শিল্প (৪০%) পর্যায়ে পড়বে। চা চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। এই ঋণ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদে শুধুমাত্র চা চাষ উপযোগী জমিতে নতুন বাগান তৈরি বা বাগানের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩.১.১৩। ছাদকৃষিতে অর্থায়ন

বর্তমানে শহরাঞ্চলে ছাদকৃষির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ির ছাদ বা বারান্দায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ফুল, ফল ও শাক-সবজি চাষের মাধ্যমে পারিবারিক খাদ্য চাহিদা আংশিক পূরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বায়ুদূষণ হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ ছাদকৃষিতে অর্থায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এ প্রেক্ষিতে ছাদকৃষিতে অর্থায়নের জন্য ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ খাতে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের জন্য গ্রাহকের চাহিদা যাচাই-বাছাই করে বাস্তবতার নিরিখে ব্যাংক ঋণের/বিনিয়োগের পরিমাণ ও ঋণ পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে।

৩.১.১৪। বিশেষ/অগ্রাধিকার ফসলের জন্য রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণ

দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় এসব পণ্য আমদানি বাবদ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। কৃষকদের এ ধরনের ফসল চাষকে উৎসাহ দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে কৃষি ঋণ বিতরণে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ও বিদেশি ব্যাংকগুলোকে উৎসাহ দিতে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের ওপর কৃষক পর্যায়ে বিদ্যমান সুদ হার ৪% এ নির্ধারণ করা হয়। এ খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদারের জন্য ২২ মে ২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-২ এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধা গ্রহণ করে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে মূল অনুসরণীয় বিষয়গুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

৩.১.১৪.১। ঋণ বিতরণ ও আদায়

(১) নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে ৪% হার সুদে অর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবে:

- ক) ডাল জাতীয় ফসল: মুগ, মগুর, খেসারি, ছোলা, মটর, মাষকলাই, অড়হর ইত্যাদি।
- খ) তৈলবীজ জাতীয় ফসল: সরিষা, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন ইত্যাদি।
- গ) মসলা জাতীয় ফসল: আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, জিরা, কালোজিরা ইত্যাদি।
- ঘ) ভুট্টা।

(২) উল্লিখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে:

- ক) একর প্রতি উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মৌসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারিকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।

- খ) প্রকৃত ঋণ চাহিদার আলোকে ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদের জন্য উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রদেয় ঋণের/বিনিয়োগের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ নিজস্ব সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১% হারে এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ নিজস্ব সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ০.৫০% হারে আলোচ্য খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এ নীতিমালা জারির ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এ অবহিত করবে। পরবর্তীতে কৃষি ঋণ বিভাগ-১ কর্তৃক নির্ধারিত চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ শাখা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা বন্টন করে যথাযথ নির্দেশনা জারি করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ অগ্রগতির মাসিক তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে এবং এ বিভাগে মাস ভিত্তিক বিবরণী প্রেরণ করবে।
- গ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন: কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্যবহার, তদারকি ও আদায় ইত্যাদি এ সব ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে।

৩.১.১৪.২। রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ক্ষতিপূরণ

- (১) ব্যাংকসমূহ ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে গ্রাহক পর্যায়ে রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সময়স্বকৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় প্রযোজ্য সুদ হারের তুলনায় প্রকৃত সুদ ক্ষতি বাবদ অর্থ ভর্তুকি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে তাদের বিতরণকৃত ঋণের বিস্তারিত তথ্য যেমন: ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক বিবরণী (গ্রাহকের মোবাইল নম্বর থাকলে তা উল্লেখপূর্বক) এবং শাখাভিত্তিক মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরির সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের মোট পরিমাণ, সমন্বয়কৃত ঋণের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করবে।
- (২) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (Random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০% ঋণ সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হয়নি বলে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করে তা দাবীকৃত মোট ঋণের ওপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে। এই হিসাবের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট পুনর্ভরণের দাবী পেশ করবে। [আমদানি বিকল্প ফসল খাতে বিতরণকৃত ঋণের সুদ হার ১০% এর অধিক হলে, গ্রাহক কর্তৃক ৪% সুদ এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুদক্ষতি হিসেবে ৬% ব্যাংককে প্রদান করা হবে। ৬% এর অতিরিক্ত সুদক্ষতি ব্যাংক তার নিজস্ব কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটির (CSR) আওতায় সমন্বয়পূর্বক এসএফডি সার্কুলার নং-০১/২০২২ এর মাধ্যমে জারিকৃত সিএসআর সংক্রান্ত নীতিমালার “অন্যান্য” খাতের আওতায় প্রদর্শন করবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের আবেদন পাওয়া সাপেক্ষে কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।]
- (৩) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণগ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যেমন: মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা, ঋণগ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া, ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত বিবরণী আকারে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ ঋণ মনিটরিং সেলেও প্রেরণ করবে।
- (৪) নির্ধারিত ফসল চাষে প্রকৃত চাষিদের অনুকূলে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের সদ্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে আলোচ্য ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ফলপ্রসূ তদারকির কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- (৫) মঞ্জুরির সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬(ছয়) মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোনো ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার ওপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার ওপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদ হারই ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।
- (৬) উপর্যুক্ত ব্যবস্থার অধীনে ঋণ বিতরণ এবং সুদাসল যথানিয়মে আদায় করার জন্য তদারকি জোরদার করতে হবে।
- (৭) ৪% হারে বিতরণকৃত ঋণের সদ্যবহার যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ খাতে ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের তালিকা ব্যাংক স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে। ঋণের সদ্যবহার হয়নি বলে কোনো কৃষক সম্পর্কে

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হতে তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে রেয়াতি ৪% হারের পরিবর্তে স্বাভাবিক সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

(৮) একজন কৃষক অন্য কোনো ফসল চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে উপর্যুক্ত রেয়াতি সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে ঋণ দেওয়া যাবে।

(৯) MFI এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রেও কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ হার নিশ্চিত করতে হবে।

৩.১.১৫। পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

পান চাষ তুলনামূলকভাবে লাভজনক হওয়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য অনেক কৃষক পান চাষের সাথে জড়িত। উৎপাদিত পান অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করছে। দেশে সাধারণভাবে বরজে পান চাষ করা হয়ে থাকে। সিলেট অঞ্চলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীরা অন্য গাছের গায়ে লতানো পদ্ধতিতে পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণ পান চাষ হয়ে থাকে। পান চাষের ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের জন্য বিদ্যমান ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করতে হবে। বরজে পান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ সরবরাহের পাশাপাশি ব্যাংকসমূহ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পান চাষীদেরকে একক/দল ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করবে।

৩.১.১৬। মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

যেসব এলাকায় মধু চাষ করা হয়ে থাকে অথবা মধু চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় মৌচাষীদের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ঋণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট 'ঙ' দ্রষ্টব্য) অনুসরণ করে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে। ছোট আকারে মৌমাছি পালন ও মধু চাষীদেরকে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। একক ব্যক্তিকে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রুপ গ্যারান্টি ও প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করে সর্বোপরি ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো এ খাতে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

৩.১.১৭। মাশরুম চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

খাদ্য চাহিদা, পুষ্টিগত দিক ও বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষোপযোগিতা বিবেচনায় এবং বেকারত্ব নিরসনে ক্ষুদ্র উদ্যোগে মাশরুম চাষ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। মাশরুম চাষে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

৩.১.১৮। নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ বিতরণ

বর্তমানে দেশে গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ঘাসের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বাণিজ্যিকভাবে ঘাস উৎপাদন লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে ঘাসের চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে ঘাস চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে লক্ষ্যে নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট 'এ৩') অনুসারে কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

৩.১.১৯। রেশম চাষে ঋণ বিতরণ

রেশম জাতীয় বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজশাহীসহ যে সব অঞ্চলে রেশম চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় ব্যাংকসমূহ রেশম চাষ/রেশম কীট উৎপাদন, তুঁত গাছের চাষ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রেশম চাষ সম্প্রসারণ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ডে ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া, বাণিজ্যিকভাবে রেশম উৎপাদনের জন্য সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

৩.১.২০। তুলা চাষে ঋণ বিতরণ

তুলা একটি অর্থকরী ফসল। এটি বাংলাদেশের বস্ত্র খাতের অপরিহার্য কাঁচামাল। দেশে চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের ঘাটতি মেটাতে তুলা আমদানিতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। চাহিদার প্রায় পুরোটাই গুটিকয়েক দেশ থেকে আমদানি করতে হয় বিধায় তা আমাদের বস্ত্র শিল্পে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ খাতে ঋণ প্রদানের জন্য স্থানীয় তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকগুলো নিজেরাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অথবা সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে।

৩.১.২১। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে ঋণ বিতরণ

ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ হলো যে সকল এলাকা দীর্ঘসময় যাবৎ জলমগ্ন অবস্থায় থাকে সে সকল অঞ্চলে কচুরিপানা ব্যবহারের মাধ্যমে বীজতলা তৈরি করে পানির উপর সবজি বা ফসল উৎপাদন করা। বাংলাদেশের নিচু অঞ্চলসমূহে বন্যা বা জোয়ার ভাটার কারণে জমি সারা বছর জলাবদ্ধ থাকে বিধায় এ সকল অঞ্চলে কচুরিপানা ব্যবহারের মাধ্যমে ভাসমান বীজতলা তৈরি করে পানির উপর সবজি বা ফসল উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশে ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী অঞ্চলসমূহ হচ্ছে বরিশাল, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জসহ দেশের অন্যান্য বন্যাপ্রবণ, খরাপ্রবণ, লবণাক্ত ও উপকূলীয় অঞ্চলসহ হাওর অঞ্চলসমূহ। এছাড়া নাজিরপুর, বানারীপাড়া, দেউলবাড়ী, দোবড়া, মালিখালী, পদ্মডুবি, বিলডুমুরিয়া প্রভৃতি এলাকায় ভূপ্রকৃতিগত জলাভূমিতে বাণিজ্যিকভাবে ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজির চারা উৎপাদন করা যায়। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী সবজি ও ফসলসমূহ হচ্ছে লালশাক, পালংশাক, ঝাঙা, মিষ্টিকুমড়া, টমেটো, করলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, বরবটি, বেগুন, লাউ, চিচিঙ্গা ইত্যাদি। এছাড়া, বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে আবাদী জমিসমূহ দীর্ঘদিন পানির নিচে থাকায় এসব অঞ্চলের কৃষকরা সঠিক সময়ে আমন ধানের বীজ বপন করতে পারে না বিধায় এ সকল অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে আমন ধানের বীজ বপন করা হয়ে থাকে। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের জন্য ব্যাংকসমূহ উল্লিখিত অঞ্চলসহ অন্যান্য যে সকল এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ হয় সে সকল অঞ্চলে চাষীদের ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার এবং উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি ব্যাংকসমূহের অনুসরণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত (পরিশিষ্ট ‘ঢ’ ও ‘ণ’) করা হলো। সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচারে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন সবজি/মসলা বা ফসল চাষে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে সবজি/মসলা বা ফসল চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে।

৩.২ মৎস্য খাতে কৃষি ঋণ বিতরণ নীতিমালা

৩.২.১। মৎস্য চাষে ঋণ বিতরণ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। হ্যাচারিতে মাছের পোনা/রেণু উৎপাদন, অবলুপ্তপ্রায় দেশি মাছ (কৈ, মাগুর, শিং ইত্যাদি), রুই জাতীয় মাছ, মনোসেব্র তেলাপিয়া, পাকাস, পাবদা, গুলশা, বাগদা ও গলদা চিংড়িসহ অন্যান্য অপ্রচলিত মৎস্য ও Sea Weeds/সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদনে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে। সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তর হতে অনুমতি গ্রহণপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চিংড়ি চাষ ও ভেনামি চিংড়ি পিএল উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্য বিবেচনায় এ চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে ঋণ বিতরণ করা হবে। এছাড়াও, অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় শুটকি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে।

মৎস্য চাষ খাতে একক বা দলবদ্ধ কৃষক/খামারির অনুকূলে ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট ‘ড’/১ হতে ‘ড’/৩) ব্যাংকসমূহের অনুসরণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচারে অন্তর্ভুক্ত নেই এরূপ মৎস্য চাষে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মাছ চাষের পরামর্শপত্র অনুসারে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যাবে। ইজারা পুকুরে মাছ/চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পুকুর বন্ধকীর পরিবর্তে ইজারা মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। ব্যাংকসমূহকে মৎস্য খাতে মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১৩% ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩.২.২। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ত্রয়ে ঋণ বিতরণ

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ত্রয়/সংগ্রহের জন্য তাদের অনুকূলে অধিকতর সহজ শর্তে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণে/বিনিয়োগে ব্যাংকগুলো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া, ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে-মাছ ধরা, মৎস্য চাষ, শুটকি মাছ উৎপাদন এর সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদেরকে প্রয়োজনে দলবদ্ধভাবে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৩.২.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওরে মৎস্য চাষে ঋণ বিতরণ

ব্যাংকসমূহ জলাশয়/জলমহাল/হাওরে দলভিত্তিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্যজীবীদের ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। সরকার কর্তৃক মৎস্য চাষের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয়

পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করবে। মৎস্যজীবীরা যাতে ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন সে বিষয়ে তাদের উপযোগী কৃষি ঋণ প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৩.২.৪। খাঁচায় মাছ চাষে ঋণ বিতরণ

সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতি আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উপযোগী আকারের খাঁচা স্থাপন করে অধিক ঘনত্বে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তি হলো খাঁচায় মাছ চাষ। সম্প্রতি চাঁদপুর জেলার ডাকাতিয়া নদীতে থাইল্যান্ডের প্রযুক্তি অনুকরণে খাঁচায় মাছ চাষ সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকা এবং নাটোরের চলনবিলে খাঁচায় মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে, নদী ও সমুদ্রসহ উপযোগী জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষে ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট ‘জলমহালে (প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯’ এর আলোকে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ঋণ বিতরণ করতে হবে। স্থানীয় মৎস্যচাষি এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩.২.৫। উপকূলীয় এ্যাকোয়া-কালচার খাতে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিদ্যমান চাষকৃত মৎস্য প্রজাতিসহ উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় আরও অনেক মৎস্য প্রজাটিকে এ্যাকোয়া-কালচার এর আওতায় এনে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণসহ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কাঁদামাটির কাঁকড়া চাষ, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ (crab fattening), ভেটকি ও বাটা জাতীয় মাছ চাষ এবং Sea Weeds/সামুদ্রিক শৈবাল চাষ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ পর্যাণ্ড না হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও মূলধনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হলে সমুদ্রে অপ্রচলিত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের রপ্তানি আয় বাড়ানো সম্ভব।

উপকূলীয় এলাকার ব্যাংকের শাখাসমূহ স্থানীয় মৎস্যচাষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

৩.২.৬। পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ বিতরণ

কোনো উন্মুক্ত বা আবদ্ধ জলাশয়ে এক বা একাধিক দিক বাঁশের বানা, বেড়া, জাল বা অন্য কোনো উপকরণ দিয়ে ঘিরে উক্ত জলাশয়ে মাছ মজুদ করে চাষ করাকে পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ বলে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের খালে, মরা নদীতে, হাওর, বাওড়, বন্যা প্রাবিত জলাভূমিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বাড়ানোসহ বেকারত্ব দূর করা যেতে পারে।

ব্যাংকসমূহ পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষি/মৎস্যচাষিদেরকে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে। ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংক নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৩.২.৭। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ বিতরণ

মাছ চাষের আধুনিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হচ্ছে। মৎস্য চাষ খাতের আওতায় ব্যাংকসমূহ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। ব্যাংকসমূহ এ খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় মৎস্যচাষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৩.২.৮। কাঁকড়া, কুচিয়া, সিবাস (Seabass) ও অন্যান্য অপ্রচলিত মৎস্য চাষে ঋণ বিতরণ

মৎস্যচাষ খাতের আওতায় ব্যাংকসমূহ কাঁকড়া, কুচিয়া, সিবাস ও অন্যান্য অপ্রচলিত মাছ চাষের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষিদেরকে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্যচাষি এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাংকসমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩.২.৯। ভেনামি চিংড়ি চাষে ঋণ বিতরণ

বিদ্যমান ‘বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষ নির্দেশিকা’ অনুসারে মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ভেনামি চিংড়ি চাষে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যেতে পারে। মৎস্যচাষ খাতের আওতায় ব্যাংকসমূহ ভেনামি চিংড়ি চাষের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষীদেরকে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

৩.২.১০। গুঁটকি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

ব্যাংকসমূহ গুঁটকি উৎপাদন খাতে ঋণ বিতরণের/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় মৎস্যচাষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

৩.২.১১। মুক্তা চাষে ঋণ বিতরণ

উপযোগী জলাশয়ে মুক্তা চাষে ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণ করতে পারে। স্থানীয় মৎস্যচাষি এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩.৩। প্রাণিসম্পদ খাতে কৃষি ঋণ বিতরণ নীতিমালা

৩.৩.১। প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় ডিম, মাংস ও দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাংকসমূহকে একক বা দলবদ্ধ কৃষক/খামারির অনুকূলে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ বিতরণের/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন পশু-পাখি লালন পালনের খরচ নির্ধারণের ক্ষেত্রে লিজকৃত জমিতে খামার স্থাপন/পরিচালনার ক্ষেত্রে জমির ভাড়া গ্রাহক ও লিজ প্রদানকারী ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির অধীনে ব্যাংকসমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ২০% প্রাণিসম্পদ খাতে বিতরণ করতে হবে।

৩.৩.২। গবাদি পশু

- ক) হালের বলদ ক্রয়, দুগ্ধ খামার স্থাপন, ছাগল/ভেড়ার খামার স্থাপন, গরু মোটাজাকরণ, গয়াল, গাড়ুল, উট ও দুগ্ধা পালন ইত্যাদিতে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যাংক গ্রহণ করবে।
- খ) গরুর পাশাপাশি মহিষ পালন একটি লাভজনক খাত। গরুর মতো মহিষ হতেও দুধ ও মাংস পাওয়া যায়। পাশাপাশি হালচাষ এবং গ্রামীণ পরিবহনেও মহিষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরিবেশগত ও প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের চরাঞ্চলসহ যে সকল এলাকায় মহিষ পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় মহিষ পালনের জন্য সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।
- গ) ব্যাংকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসার বা একজন ভেটেরিনারি চিকিৎসক কর্তৃক সময়ে সময়ে গরু/ছাগলের খামার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রাহকদের ব্যাংক শাখার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়মাচার অনুসরণ করবে (পরিশিষ্ট ‘৪’/৭ হতে ‘৪’/১৩) ও প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৩.৩। পোলট্রি খাত

পোলট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে প্রাণিসম্পদের নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

- ক) হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন, বাচ্চা উৎপাদন ও হাঁস-মুরগির খাদ্য, টিকা, ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া তিতর, টার্কি, কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদি লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য ঋণ বিতরণ করা

যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত না রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পোলট্রি খাতে কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

খ) পরিবেশগত ও প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের বিল এবং জলাধার এলাকাসহ যে সব এলাকায় পারিবারিক উদ্যোগে হাঁস পালন লাভজনক সে সব এলাকায় হাঁস পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

গ) পোলট্রি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহের মধ্যে ব্রয়লার মুরগি, লেয়ার মুরগি, তিতির, টার্কি, সোনালি মুরগি এবং হাঁস পালনে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি (পরিশিষ্ট '৪'/১ হতে '৪'/৬) ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। অন্যান্য খাতসমূহে ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি নির্ধারণে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৪। কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাত

৩.৪.১। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ বিতরণ

সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ২% ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলো যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে। চাষাবাদ পদ্ধতি আধুনিকায়ন, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে যথাসময়ে ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণে গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যবহারকারী পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন: ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বারি সিডার (বীজ বপন যন্ত্র), বারি উইডার (আগাছা নিড়ানি যন্ত্র), অটোমেটিক সিডলিং নার্সারি মেশিন ইত্যাদি উপখাতে কৃষি উৎপাদনে ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস ও এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যাংকসমূহ দানাদার/গুটি ইউরিয়া তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারীদের ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের বিষয় বিবেচনা করতে পারবে এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে ব্যাংকসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ব্যবহারকারী পর্যায়ে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। শুধুমাত্র অন্যের জমিতে ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এ সব যন্ত্রপাতি খাতে বিতরণকৃত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে গণ্য করা হবে না। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ/বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪.২। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য কারণে পাকা ফসল ঘরে উঠাতে দেরি হলে অনেক সময় কৃষক ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) এ সমস্যা মোকাবেলায় কৃষককে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ ধরনের বেশ কিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে (যেমন: পাওয়ার থ্রেসার, পাওয়ার উইনোয়ার ও ড্রায়ার ইত্যাদি)। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র ক্রয়ের জন্য কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে।

৩.৪.৩। সৌর শক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ বিতরণ

সেচ যন্ত্র চালাতে সাধারণত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে সকল এলাকায় বিদ্যুৎ নেই, সেই সকল এলাকায় সাধারণত ডিজেল চালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে, শুকনো মৌসুমে সৌর শক্তি চালিত সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব। সৌর শক্তি চালিত সেচ যন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায় বিধায় প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা সাশ্রয়ী। ব্যাংকসমূহ সৌর শক্তি চালিত সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মেয়াদি কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে।

৩.৪.৪। কৃষিতে সৌর শক্তির ব্যবহার

কৃষি খাতে জ্বালানি সংকট মোকাবেলা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার প্রসারের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সৌর শক্তি ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় অনগ্রসর ও বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন এলাকায় ব্যক্তি পর্যায়ে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম, সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩.৪.৫। কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষি পণ্য পরিবহণ খাতে কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ বিতরণ

গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের বেশিরভাগই এত দরিদ্র যে, তাদের পক্ষে এককভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ক্ষেত্রে সাধারণত কিছু অর্থবান কৃষকেরা ব্যয়বহুল কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করে নিজে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে অন্যদের জমিতে ব্যবহার করতে দেয়। তবে, নিজস্ব অর্থায়নে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে এ ধরনের কৃষকের সংখ্যা অপ্রতুল। এ কারণে ব্যাংকসমূহ কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণ শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষিকাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল ব্যক্তিকে একক অথবা দলগতভাবে প্রদান করতে পারে যাতে তারা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে নিজের জমিতে ব্যবহার করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে অন্যদের জমিতে ব্যবহার করে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হতে পারে। অধিকন্তু, গ্রুপ-ভিত্তিক কৃষি পণ্য পরিবহণ খাতে দলগতভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।

এ খাতে এক বা একাধিক কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদে একক অথবা দলগতভাবে প্রদত্ত সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট কৃষিক্ষেত্রের বাজারমূল্যের অধিক হতে পারবে না। তাছাড়া, কোন কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি একই ধরনের একটির বেশি কৃষি যন্ত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ সুবিধা পাবেন না এবং ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের বিষয়টি ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৩.৫। সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কৃষি ঋণ নীতিমালা

জনসংখ্যার আবাসন সমস্যার সমাধান, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির পরিমাণ, কৃষি উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষি খাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ খাতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষক/উদ্যোক্তা কর্তৃক সমন্বিত কৃষি প্রকল্প পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করা হচ্ছে।

এ ধরনের চাষাবাদ লাভজনক ও অধিক টেকসই বিবেচিত হওয়ায় সম্প্রতি কৃষক/উদ্যোক্তা এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এ পদ্ধতিতে যেহেতু কৃষির একাধিক খাত জড়িত, সেহেতু এ ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি (এককালীন) ও দীর্ঘমেয়াদি (কিস্তিভিত্তিক) বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। এছাড়া এলাকাভেদে জমির মূল্য, মজুরিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বিভিন্ন হওয়ার দরুন প্রকল্পের বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহ নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে:

১. সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাতের ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচি অনুসরণ করতে হবে। এ ধরনের প্রকল্পে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।
২. প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কোনো খাতের নিয়মাচার বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত না থাকলে, ব্যাংকসমূহ নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে এ খাতে ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
৩. প্রকল্পে বিভিন্ন খাতের ঋণের পরিমাণ যাচাইপূর্বক সমন্বিতভাবে প্রকল্পে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে।
৪. সামষ্টিকভাবে লাভজনক ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ৩ থেকে ৫টি কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে গঠিত ছোট/মাঝারি আকারের সমন্বিত প্রকল্পসমূহে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।

৩.৬। পল্লী ঋণ নীতিমালা

৩.৬.১। গ্রামীণ অর্থায়ন

ব্যাংকসমূহকে কৃষি ঋণ ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও অ-কৃষি নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে ব্যাংকসমূহ একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, যেমন: বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, কামার ও কুমারের কাজ, নৌকা ক্রয়, মোমাছি পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়/দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, কাঠের কাজ, শীতলপাটি বুনন, মুদি দোকান, শারীরিক

প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির সাথে জড়িত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৩.৬.২। তাঁত শিল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাঁত শিল্পে ঋণের জন্য পৃথক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করে থাকে। অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুরূপভাবে তাঁত শিল্পে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারে। এছাড়া, ব্যাংকসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁত শিল্পে ঋণ বিতরণে/বিনিয়োগে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

৩.৭। অন্যান্য

৩.৭.১। রেয়াতি সুদ হারে লবণ চাষীদেরকে ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশে খাবার এবং চামড়াজাত শিল্পে ব্যবহারের জন্য লবণের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ চাষের অনুকূল পরিবেশও বিদ্যমান। উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষের সাথে প্রচুর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষি জড়িত। তারা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারের ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে লবণ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে, এরিয়া-এ্যাপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার ব্যাংকের শাখাসমূহ লবণ চাষে কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করবে। প্রকৃত লবণ চাষিকে জনপ্রতি ০.৫ বিঘা হতে ২.৫ একর পর্যন্ত এলাকায় লবণ চাষে সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থায় ৪% রেয়াতি সুদ হারে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, লবণ চাষি কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখের মধ্যে পরিশোধিত হতে হবে। লবণ চাষের জন্য জমির ভাড়া, পলিথিন ক্রয়, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি ব্যয় বিবেচনায় এ বিভাগ কর্তৃক ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-৬ এর মাধ্যমে একটি ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন করা হয়েছে। যে সকল লবণ চাষির নিজস্ব জমি রয়েছে তাদের ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য জমির ভাড়া বাদ দিতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনে স্থানীয় অবস্থাভেদে একর প্রতি লবণ চাষের জন্য ঋণের পরিমাণ নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৭.২। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ বিতরণ

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব জৈব সার ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। পচনশীল গাছ-গাছড়া ও গৃহপালিত প্রাণীর গোবরের মিশ্রণে কেঁচো ছেড়ে দিলে কেঁচো এই মিশ্রণ খেয়ে যে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তা কেঁচো কম্পোস্ট সার হিসেবে পরিচিত। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনকে জনপ্রিয় করতে এ খাতে ব্যাংকগুলো পরিশিষ্ট 'গ' এর ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করবে।

৩.৭.৩। শস্য-ফসল গুদাম/হিমাগার ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ বিতরণ

শস্য-ফসল কাটা মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেক সময় হঠাৎ কমে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হন। পক্ষান্তরে, মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী/ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ অবস্থা এড়িয়ে কৃষক পর্যায়ে (সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে) উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাত/হিমাগারকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত কৃষককে স্বল্প মেয়াদে ঋণ প্রদান করতে হবে যাতে সুবিধামত সময়ে পণ্য বিক্রি করে উৎপাদনকারী কৃষক পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন। সরকারি/সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত গুদাম/হিমাগার প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির উদ্যোগে সংস্কার করে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য-ফসল গুদাম/হিমাগার হিসেবে ব্যবহার করা হলে উক্ত গুদাম/হিমাগারে গুদামজাত/হিমাগারকৃত শস্য-ফসলের বিপরীতে শস্য-ফসল গুদাম/হিমাগার ও বাজারজাতকরণ খাতে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

এছাড়া গৃহ পর্যায়ে স্বল্প খরচে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আলু সংরক্ষণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করছে। গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। তবে, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণের প্রকৃত খরচ নির্ধারণে প্রয়োজনবোধে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

৩.৭.৪। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ বিতরণ

দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকারের ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি এবং গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে গাছের চারার বিপুল চাহিদা পূরণের নিমিত্ত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে নার্সারি স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিকভাবে ফুল ও ফল চাষ, এদের বীজ উৎপাদন এবং বাহারী উদ্ভিদ, ক্যাকটাস ও অর্কিড চাষের জন্যও চাহিদা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে। এসব খাতে ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনে উদ্যানতত্ত্ববিদ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক ব্যাংকসমূহ নিজেরাই ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৮। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঋতু পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কৃষকদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করবে:

- এলাকাভেদে প্রয়োজনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় পরিবর্তন আনতে হতে পারে;
- লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
- জলাবদ্ধ ও বন্যা প্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
- খরা প্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
- বিপুল ফলন হ্রাস ও ফসলহানি এড়াতে খরার সময় সম্পূরক সেচ প্রদান;
- সেচ কাজের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই/কীটনাশকরণ;
- বৃক্ষ নিধন করে বা পাহাড় কেটে প্রস্তুতকৃত জমিতে ঋণ প্রদানে ব্যাংকসমূহ রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে;
- স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত বছরে বাড়ির ভিটায় ফলমূল, শাক-সবজি চাষ, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন এবং বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন ও বাগান উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকার এবং কৃষক/গ্রাহক পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্মতির ভিত্তিতে কৃষক/গ্রাহককে বীমা সুবিধার আওতায় আনার জন্য উৎসাহিতকরণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বিকল্প এবং কৌশলগত চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি (যেমন: লবণাক্ত এলাকায় ধানের পর মুগ ডালের চাষ, পাহাড়ের পাদদেশে সরিষার পর খরিপ-১ মৌসুমে বারিমুগ-৫ চাষ, রোপা আমন ধানের সাথে মসুরের সাথি ফসল চাষ (রিলে ক্রপ), শুষ্ক অঞ্চলে প্রাইম পদ্ধতিতে মসুর ডাল চাষ) অনুসরণ করার জন্য কৃষকগণকে উৎসাহিতকরণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম কতিপয় ফসলের একটি নমুনা তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফসল	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের সামর্থ্য/সুবিধা
১।	বারিগম-২১ (শতাব্দী)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
২।	বারিগম-২৩ (বিজয়)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৩।	বারিগম-২৫	পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
৪।	বারিগম-২৬	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৫।	বারিগম ট্রিটিক্যালি-১	খরা সহিষ্ণু এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সহনশীল।
৬।	বারি বার্লি-৪	লবণাক্ততা সহনশীল এবং রোগ বালাই কম।
৭।	রাই-৫ (সরিষা)	খরা ও কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল।
৮।	বারি সরিষা-৭	অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।
৯।	বারি সরিষা-৮	অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।
১০।	বারি সরিষা-১১	আমন ধান কাটার পর এ জাতটি নাবি জাত হিসাবে সহজে চাষ করা যায়। খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল।
১১।	বারি সরিষা-১৬	খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু। অলটারনেরিয়া রোগ ও অরোবাংকি পরজীবী সহনশীল।

১২।	বারি আলু-১ (হীরা)	তাপ সহিষ্ণু। পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থা কিছুটা সহ্য করতে পারে। জাতটি ভাইরাসজনিত রোগ সহনশীল।
১৩।	বারি আলু-২২ (সৈকত)	লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী। ভাইরাসজনিত রোগ সহনশীল।
১৪।	বারি টমেটো-৪	উচ্চ তাপ সহনশীল।
১৫।	বারি টমেটো-৬ (চৈতী)	উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৬।	বারি টমেটো-১০ (অনুপমা)	উচ্চ তাপ ও ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৭।	বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ (গ্রীষ্মকালীন)	উচ্চ তাপ সহিষ্ণু গ্রীষ্মকালীন সংকর জাত। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৮।	পাট কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) ও ৪	জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু।
১৯।	ইক্ষু-৩৯	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
২০।	ইক্ষু-৪০	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
২১।	বারি চিনাবাদাম -৯	উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প মেয়াদি।
২২।	বারি আম-৫	উচ্চ ফলনশীল ও আগাম জাত।
২৩।	বারি আম-৬	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমিজাত।
২৪।	বারি আম-৭	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমি জাত।
২৫।	বারি আম-৮	উচ্চ ফলনশীল ও নাবী জাত।
২৬।	বারি লাউ-৩	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।
২৭।	বারি লাউ-৪	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।
২৮।	বারি রাসুটান	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।

উপর্যুক্ত ফসলসমূহের মধ্যে যেসব ফসলের ঋণ নিয়মাচার বিদ্যমান কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচিতে নেই, সেসব ফসলের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ/কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ নিয়মাচার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৪। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প এবং পুনঃ অর্থায়ন স্কিমসমূহ

৪.১। JICA এর অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ সহায়তার পাশাপাশি কার্যকর কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমানের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাপান সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা JICA এর অর্থায়নে SMAP প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। বিগত ১৬ জুন ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ সরকার এবং JICA এর মধ্যে প্রকল্পটির ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ উক্ত প্রকল্পের Executing Agency এবং বাংলাদেশ ব্যাংক Implementing Agency হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। বর্তমানে প্রকল্পের রিভলভিং ফান্ড হতে ৬৩৯.৩৫ কোটি টাকা দেশব্যাপী ১১টি MFI এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের শস্য ও কৃষি যন্ত্রপাতি এবং প্রাণিসম্পদ এ তিনটি খাতে স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদে সর্বোচ্চ ৩.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষকগণ বিনামূল্যে কার্যকর কারিগরি সহায়তাও পাচ্ছেন। প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত মার্চ পর্যায় প্রায় ৯,৯৬,৭৪০ জন কৃষকের অনুকূলে প্রায় ৫,৮০৬.০৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ৫% হার সুদে MFI সমূহকে অর্থায়ন করছে যা ১৯% ক্রমহাসমান সুদ হারে কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে শেষ হলেও এর তহবিল ২০২৯ পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান থাকবে।

৪.২। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কৃষি খাতে পুনঃ অর্থায়ন স্কিমসমূহ

৪.২.১। গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম

দেশে গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম গঠন করে ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-০৫ জারি করা হয়। এ স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ/মুনাফা হারে ঋণ বিতরণ করছে

এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহকে ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃ অর্থায়ন করছে। স্কিমটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ৭৪,২৯০ জন কৃষকের অনুকূলে ৭১৪.১১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

৪.২.২। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খাতের জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম গঠন করে বিগত ০৮ জুন ২০২৬ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং: ০১ জারি করা হয়। এ স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত সকল প্রকার শস্য-ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাত এবং আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য পল্লী ঋণ খাতে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করতে পারবে। এ স্কিমের আওতায় কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৮% (সরল সুদ হারে) এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৪% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এ স্কিমের আওতায় কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে খাত বিবেচনায় ০৩(তিন) মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১৮ (আঠারো) মাস। পুনঃ অর্থায়ন স্কিমটির আওতায় যাতে অধিক সংখ্যক প্রকৃত/প্রান্তিক কৃষক সুবিধা পায় সে লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ একজন গ্রাহকের অনুকূলে শস্য-ফসল খাতে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা, আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য পল্লী ঋণ খাতে ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ১ (এক) কোটি টাকা বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে। এছাড়া, এই পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগ ব্যাংকসমূহ তাদের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করতে পারবে।

৪.২.৩। দেশের উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল

দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ) কৃষিপণ্য উৎপাদন পর্যায়ে হতে সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি পর্যন্ত সম্পূর্ণ কৃষি মূল্য শৃঙ্খল (Agri Value Chain)-কে কার্যকর ও গতিশীল করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় তফসিলি ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তরল্যে গঠিত তহবিল হতে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন তহবিল গঠন করে বিগত ০৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং: ০২ জারি করা হয়। আলোচ্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের ১৫% কৃষি উৎপাদন খাতে, ৩৫% কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও অবকাঠামো খাতে, ৩৫% কৃষিজাত/কৃষিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে এবং অবশিষ্ট ১৫% কৃষিপণ্য ও কৃষিভিত্তিক পণ্যের রপ্তানি খাতে বিতরণ/বিনিয়োগ করতে পারবে। এ স্কিমের আওতায় কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৯% এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৪% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্ত হবে। আলোচ্য কর্মসূচির আওতায় কোনো ব্যক্তি, দলবদ্ধভাবে (Group Lending) এবং প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে এককভাবে কৃষি উৎপাদন খাতের জন্য সর্বোচ্চ ৩০.০০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা, কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও অবকাঠামো খাতের জন্য ৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি টাকা, কৃষিজাত/কৃষিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের জন্য ৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি টাকা এবং কৃষিপণ্য ও কৃষিভিত্তিক পণ্যের রপ্তানি খাতের জন্য সর্বোচ্চ ১৫.০০ (পনেরো) কোটি টাকা বিতরণ/বিনিয়োগ করা যাবে।

৫। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

বিদ্যমান মূল্যস্ফীতির কারণে স্থানীয় কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণের বাজারমূল্যের বিকল্প প্রভাবে কৃষির উৎপাদন ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। তবে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল ফসল ও অধিক উৎপাদনশীল মৎস্য চাষাবাদের পাশাপাশি উন্নত জাতের পশু পালন করা হচ্ছে। সম্প্রতি গবেষণায় দেখা যায় যে, কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষি ঋণ অনন্য ভূমিকা পালন করছে। স্থানীয়ভাবে কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ-১ ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার আলোকে অধিক উৎপাদনশীল খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে চিহ্নিত করে সহজে ও স্বল্প

সুদে পর্যাপ্ত পরিমাণ কৃষি ঋণ বিতরণ এবং এর সদ্যবহার নিশ্চিত করা হলে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা সামষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।

পরিশিষ্ট 'ক': বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি: খাত/উপখাত

১। স্বল্পমেয়াদি ঋণ

১.১। ফসল ঋণ

- (ক) রোপা আমন
- (খ) রবি ফসল
 - ১) বোরো
 - ২) গম
 - ৩) আলু
 - ৪) আখ
 - ৫) সরিষা/বাদাম
 - ৬) অন্যান্য রবি ফসল (ডাল, শীতকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি)।
- গ) গ্রীষ্মকালীন ফসল
 - ১) আউশ/বোনা আমন
 - ২) পাট
 - ৩) ভুট্টা
 - ৪) অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফসল (তিল, গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি)।
- (ঘ) তুলা
- (ঙ) বীজ উৎপাদন
- (চ) অন্যান্য ফসল (আদা, কচু ইত্যাদি)।

১.২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন

- (ক) মৎস্য চাষ
- (খ) চিংড়ি চাষ
- (গ) এ্যাকুয়াকালচার
- (ঘ) রেণু উৎপাদন

১.৩। লবণ চাষ

১.৪। অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি কর্মকাণ্ড

১.৫। শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ

১.৬। বিবিধ।

২। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ

২.১। সেচ যন্ত্রপাতি

- ক) গভীর নলকূপ
- খ) অগভীর নলকূপ
- গ) এল এল পি
- ঘ) হস্তচালিত নলকূপ/ওয়াটার পাম্প/ট্রেডল পাম্প।

২.২। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

- ক) হালের গরু/মহিষ
- খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন
 - ১) গরু মোটাতাজাকরণ
 - ২) দুগ্ধ খামার
 - ৩) ছাগল/ভেড়ার খামার
 - গ) হাঁস/মুরগির খামার (পোলট্রি)
 - ঘ) কেঁচো কম্পোস্ট সার।

২.৩। কৃষি যন্ত্রপাতি

- ক) পাওয়ার টিলার
- খ) ট্রাক্টর
 - গ) ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের যন্ত্র
 - ঘ) অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি

২.৪। নার্সারি ও উদ্যানভিত্তিক ফসল

(আনারস, বাউকুল, ওয়েল পাম ইত্যাদি)।

২.৫। পান বরজ।

২.৬। মাশরুম চাষ

২.৭। আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকাণ্ড

২.৮। গ্রামীণ পরিবহন (নৌকা, রিক্সা, ভ্যান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি)।

২.৯। জলমহাল ব্যবস্থাপনা।

২.১০। অন্যান্য মেয়াদি কর্মকাণ্ড [রেশমগুটি উৎপাদন,

লাক্ষাগাছ, খয়েরগাছ উৎপাদন, রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ, চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ইত্যাদি]।

বি.দ্র.: উপরিউক্ত স্বল্পমেয়াদি ঋণের তালিকাভুক্ত খাত/উপখাতসমূহে সংশ্লিষ্ট নিয়মাচার অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণ করা যাবে। একইসাথে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের তালিকাভুক্ত খাত/উপখাতসমূহে সংশ্লিষ্ট নিয়মাচার অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি ঋণ বিতরণ করা যাবে।

পরিশিষ্ট-‘খ’: ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা

ক্রম.	ব্যাংকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	ক্রম.	ব্যাংকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)
ক.	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক		৯	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি.	৫৮০
১	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১০,৮০০	১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.	৬৫
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	২,৭৫১	১১	আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি.	৬৫২
৩	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৩	১২	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি.	৩,৬৯৩
	(i) উপ-সমষ্টি	১৩,৫৫৪	১৩	যমুনা ব্যাংক পিএলসি.	৬২৩
			১৪	মার্কেটাইল ব্যাংক পিএলসি.	১,০৭২
খ.	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক		১৫	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি.	১,১৭৬
১	সোনালী ব্যাংক পিএলসি.	২,৯৮৯	১৬	ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসি.	১৫০
২	জনতা ব্যাংক পিএলসি.	১,০৫৮	১৭	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি.	১,০০২
৩	অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.	১,৭৬৩	১৮	ওয়ান ব্যাংক পিএলসি.	৮৬২
৪	রূপালী ব্যাংক পিএলসি.	১,০৬১	১৯	প্রাইম ব্যাংক পিএলসি.	১৩০৯
৫	বেসিক ব্যাংক পিএলসি.	৪৫	২০	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি.	৫৬৭
৬	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি.	২৫	২১	পূবালী ব্যাংক পিএলসি.	২,৭৪১
	(ii) উপ-সমষ্টি	৬,৯৪১	২২	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.	১,১১৭
			২৩	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.	২৫
গ.	বিদেশি ব্যাংক		২৪	সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.	১,৪০৪
১	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১,১৯৭	২৫	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি.	৬৩৫
২	ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড	৫৭	২৬	সিটি ব্যাংক পিএলসি.	২,০২৮
৩	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন	৩৪৬	২৭	ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি.	১,৫৫৩
৪	সিটি ব্যাংক এন এ	৯২	২৮	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি.	২,১২২
৫	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	৩০	২৯	উত্তরা ব্যাংক পিএলসি.	৮৬১
৬	এইচএসবিসি	৭৩২	৩০	ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি.	২০
৭	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	৪২	৩১	এসবিএসি ব্যাংক পিএলসি.	৩০৬
৮	উরি ব্যাংক	৭৯	৩২	এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি.	৪৭১
	(iii) উপ-সমষ্টি	২,৫৭৫	৩৩	মেঘনা ব্যাংক পিএলসি.	২৭৭
			৩৪	মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি.	২৫৯
ঘ.	বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক		৩৫	এনআরবি ব্যাংক পিএলসি.	২৭৯
১	এবি ব্যাংক পিএলসি.	১০০	৩৬	মধুমতি ব্যাংক পিএলসি.	৩১২
২	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.	১,৬৬৫	৩৭	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.	২০
৩	ব্যাংক এশিয়া পিএলসি.	১,২৩৬	৩৮	সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি.	৯৬
৪	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২৫	৩৯	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি.	২৩৮
৫	ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি.	২,৭৮১	৪০	বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি.	৭৩
৬	ঢাকা ব্যাংক পিএলসি.	১,০৫৩	৪১	সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি.	৬০
৭	ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি.	১,৬৫৪			
৮	ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি.	১,৭৬৮		(iv) উপ-সমষ্টি	৩৬,৯৩০

সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা (i + ii + iii + iv) = ৬০,০০০ (ষাট হাজার) কোটি টাকা

পরিশিষ্ট-‘গ’: কেঁচো কম্পোস্ট সার (Vermicompost) উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার

ক) নতুন প্রকল্প স্থাপন:

খরচের পরিমাণ (টাকায়)

গরু ক্রয় (২টি)	মাটির চাড়া ক্রয়/ হাউস নির্মাণ	কেঁচো ক্রয় (৩ কেজি)	ঘর তৈরি/শেড নির্মাণ	অন্যান্য উপাদান ক্রয়	মোট খরচ	গরু ক্রয় ব্যতীত মোট খরচ
২,০০,০০০	৩০,০০০	১০,০০০	৪৯,০০০	১,০০০	২,৯০,০০০.০০	৯০,০০০.০০

খ) পূর্ব হতেই গাভী পালন করছে :

যে সকল ব্যক্তি আগে থেকেই গাভী পালন করে আসছে এবং গাভীর শেড রয়েছে তাদেরকে মাটির চাড়া/হাউস নির্মাণ ও কেঁচো ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করলেই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে, ৯০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা: একক অথবা যৌথ ভিত্তিতে উৎপাদনকারী পরিবার/প্রতিষ্ঠান।

ঋণ পরিশোধের সময়কাল: ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে ০৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ অনধিক চার (৪) বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।

জামানতের পরিমাণ: নতুন প্রকল্প স্থাপনে জামানত গ্রহণ/ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে জামানত নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং পূর্ব হতেই গাভী পালন করছে এমন ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-‘ঘ’: স্বল্পমেয়াদি কৃষি (ফসল) ঋণ/বিনিয়োগের নমুনা আবেদনপত্র

ব্যবস্থাপক

.....ব্যাংক পিএলসি.

জেলা

শাখার জন্য প্রযোজ্য: পাস বই নম্বর:

দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ:

ছবি

জনাব,

বিষয়: চাষের জন্য ঋণ প্রদান প্রসঙ্গে।

আমি/আমরা আপনার ব্যাংক শাখা হতে. অর্থবছরে শস্য ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণে ইচ্ছুক এবং এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী সরবরাহ করিতেছি।

- ১। আবেদনকারীর নাম : বয়স :
- ২। পিতা/স্বামীর নাম :
- ৩। মাতার নাম :
- ৪। পূর্ণ ঠিকানা গ্রাম : ডাকঘর :
ইউনিয়ন : থানা/উপজেলা :
জেলা :
- ৫। জাতীয় পরিচয় পত্র নং :
- ৬। মোবাইল ফোন নং :
- ৭। আবেদনকৃত ঋণের সংশ্লিষ্ট চাষাধীন জমি ও উৎপাদিত ফসলের বিস্তারিত বিবরণ :-

	মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ	উৎপাদিতব্য ফসলের নাম	প্রার্থিত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ
(ক) নিজ মালিকানাধীন						
(খ) বর্গা চাষাধীন						
(গ) লিজ জমি						

৮। ঋণ/বিনিয়োগের জামানত : প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে উৎপাদিতব্য/উৎপাদিত শস্য ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকিবে।

৯। পরিশোধ পদ্ধতি ও ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ : সংশ্লিষ্ট শস্য ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের দিন হইতে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদ/মুনাফাসহ পরিশোধযোগ্য।

১০। বর্তমান দায়দেনার পরিমাণ: অপরিশোধিত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ: (ক) স্বল্প মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ :

(খ) মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ :

১১। আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এ আবেদন পত্রে দাখিলকৃত সমগ্র তথ্যাবলী সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সত্য। আমি/আমরা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ উৎপাদিতব্য নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনের কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করিব এবং এই অর্থ কোনোক্রমেই অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করিব না। আমি/আমরা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক আরোপিত সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে মানিয়া চলিব এবং গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করিয়া সময়মত সুদসহ সম্পূর্ণরূপে ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ করিব। অন্যথায় প্রচলিত আইনের আওতায় আদালতে মামলা দায়ের/কেসের মাধ্যমে ব্যাংক আমার নিকট হইতে সমুদয় পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর

নাম :

পিতার নাম :

পূর্ণ ঠিকানা :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

১২। মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তার সুপারিশ: আবেদনকারী কর্তৃক উপর্যুক্ত তথ্যাবলী আমি সরেজমিনে পরিদর্শন/দাখিলকৃত তথ্যাদি ও দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সনদ প্রদান করিতেছি যে, বর্ণিত তথ্যাবলী সত্য ও নির্ভুল। আবেদনকারীকে চলতি মৌসুমে নিম্নোক্ত শস্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে টাকা ঋণ মঞ্জুরির সুপারিশ করিতেছি।

ফসলের নাম

জমির পরিমাণ

ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ

ক)

খ)

গ)

মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

১৩। ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত:

ক) মঞ্জুরকৃত মোট ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ : টাকা কথায় মাত্র

খ) মঞ্জুরির তারিখ: গ) জামানত: উৎপাদিত শস্য ও মজুত শস্য

ঘ) সুদ/মুনাফার হার : বার্ষিক % হারে সরল সুদ/মুনাফা প্রযোজ্য হইবে। সুদ/মুনাফা হার পরিবর্তনশীল। ব্যাংক কর্তৃক সুদ/মুনাফা হার পরিবর্তন করা হইলে পরিবর্তিত সুদ/মুনাফা হার প্রযোজ্য হইবে।

ঙ) ঋণ/বিনিয়োগের ধরন:

চ) ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ও পরিশোধ পদ্ধতি :

ছ) ফসলওয়ারি ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ :

ফসলের নাম নগদ টাকা উপকরণ(টাকায়)

মোট টাকা ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ বিতরণের তারিখ পরিশোধের তারিখ

১)

২)

৩)

তারিখ:

ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

১৪। যেহেতু আমাকে/আমাদিগকে ব্যাংক হতে ১৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলীতে মোট টাকা : (কথায় : মাত্র) শস্য ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হইয়াছে, সেহেতু আমি/আমরা এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা/আমাদের আবেদনপত্রে বর্ণিত জমিতে যে শস্যাদি উৎপন্ন হইবে তৎসমুদয় উৎপাদিত এবং মজুত শস্যাদি যা আমার/আমাদের নিজ হেফাজতে বা অন্য কাহারো হেফাজতে আছে/থাকিবে বা অন্য স্থানে নেওয়া হইতেছে বা হইবে তাহা উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের জামানতস্বরূপ গণ্য হইবে এবং ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে। প্রয়োজনবোধে ব্যাংক উক্ত শস্যাদি অথবা আবেদনপত্রে উল্লিখিত নিজ মালিকানাধীন জমি বিক্রয় করিয়া ব্যাংকের ঋণ/বিনিয়োগ বাবদ পাওনা আসল ও সুদ/মুনাফা আদায় করিয়া নিতে পারিবে। ইহাতে আমার/আমাদের কোনো ওজর আপত্তি থাকিবে না, কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা আইনগত অগ্রাহ্য হইবে। ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তফসিল বর্ণিত নিজ মালিকানাধীন জমি কাহারো নিকট দায়বদ্ধ/হস্তান্তর করিব না এবং জমির খাজনাদি নিয়মিত পরিশোধ করিব। উপর্যুক্ত শর্তাবলীতে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত মোট টাকা (কথায় : মাত্র) ঋণ/বিনিয়োগের জন্য এ দলিল স্বেচ্ছায় ও স্বত্তানে সম্পাদন করিলাম।

চুক্তি সম্পাদনের তারিখ:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

১৫(ক)। জামিনদারের হলফনামা: (বর্গাচাষিদের ক্ষেত্রে জমির মালিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে পরিবারের সদস্যবৃন্দ/আত্মীয়স্বজন অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বর অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের গ্রাহক জামিনদার হইতে পারিবে)

আমি এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, উপর্যুক্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার অনুকূলে মঞ্জুরকৃত ঋণ/বিনিয়োগের টাকা (কথায় : মাত্র) যথাসময়ে সুদ/মুনাফা ও অন্যান্য খরচাদিসহ পরিশোধ করা না হইলে আমি ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার পক্ষে জামিনদার হিসেবে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের সমুদয় টাকা সুদ/মুনাফাসহ ব্যাংক কর্তৃক চাহিবামাত্র পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

তারিখ:

জামিনদারের স্বাক্ষর/টিপসহি
(টিপসহি হইলে সনাক্ত করিতে হইবে)

টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর

জামিনদারের নাম :

সনাক্তকারীর নাম :
ঠিকানা :

পিতার নাম :
পূর্ণ ঠিকানা :
.....
মোবাইল নং

১৫(খ)। বর্গাচাষীদের ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে জামিনদার না পাওয়া গেলে স্থানীয়গণ্যমান্য ব্যক্তি/ ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির প্রত্যয়ন পত্র:

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপর্যুক্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তিগতভাবে আমার পূর্ব পরিচিত। তিনি উপরে বর্ণিত তফসিলের জমিতে চাষ করিতেছেন এবং গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ সময়মত পরিশোধ করিবেন। পরিশোধ না করিলে তাহার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ে আমি ব্যাংককে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করিব।

.....
টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
সনাক্তকারীর নাম :
ঠিকানা :

.....
প্রত্যয়নকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি
(টিপসই হইলে সনাক্ত করিতে হইবে)

প্রত্যয়নকারীর নাম :
পিতার নাম :
পূর্ণ ঠিকানা :
.....
মোবাইল নং

১৬। ঋণ/বিনিয়োগ আবেদন বিবেচনা করা না হইলে তাহার কারণ:

তারিখ:

.....
ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

পরিশিষ্ট-‘ঙ’: ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার: ১৪৩৩-৩৪ বাৎ/২০২৬-২৭ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুঘম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি/ বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি (যান্ত্রিক/ হাল)	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
দানাদেশ্য:										
১	আউশ (উফশী)	৫৩৩৮	৯০০	২১২১	০	১৫৬৬	৫৪৫৪	৩৬০০০	৮২৫০	৫৯৬২৯
২	আউশ (স্থানীয়)	৩১৭৭	৭৫৮	১১২০	০	৬৭০	৪০৮০	৩০৩০০	৮৩০০	৪৮৪০৫
৩	রোপা আমন (উফশী)	৬৩৭৭	৯৭০	২১৪২	০	১৫৮০	৫৫০০	৩৬৩৬০	৮৩০০	৬১২২৯
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	৩৭৭৭	৭৫৮	০	০	১১২০	৪৫৪৫	৩০০০০	৮৩০০	৪৮৫০০
৫	বোনা আমন(স্থানীয়)	১৩৮৯	৭০০	০	০	০	৪০৪০	৩০২৭১	৬৬০০	৪৩০০০
৬	বোরো (হাইব্রিড)	১১০৫৫	১৬১৬	৯১৮১	০	১৬৮০	৬১২০	৪৮৪৮০	৮৩০০	৮৬৪৩২
৭	বোরো (উফশী)	১১০৫৫	৯৭৫	১০৫০০	০	৭০০০	৬০০০	৪৩৮০০	১৫০০০	৯৪৩৩০
৮	বোরো (স্থানীয়)	৮৫৪৫	৮৮৯	৫৬১১	০	১১২০	৫১০০	৩৬৩৬০	৭২৭০	৬৪৮৯৪
৯	কালো ধান	৭৭১০	৯৫৯৫	৪৫৪৫	০	৬০৬০	৩৬৩০	২১৮১৬	৩০৩০০	৮৩৬৫৬
১০	গম (সেচসহ)	১৪৬৫৫	৩৩০০	২০০০	০	৪০০০	৩০০০	১৯৬০০	২৫০০০	৭১৫৫৫
১১	কাউন	২৫৭২	৬৬৭	১৬৭০	০	১১১০	৩৬৭০	১৫১৫০	৭২৭০	৩২১০৯
১২	জোয়ার (সরগম)	৫২০০	৬০৬	১৬৭০	০	৪৪০	৩০৬০	১৫১৫০	৬৬০০	৩২৭২৬
১৩	বাজরা (পালমিলেট)	২৫৭০	৬০৬	১৬৭০	০	৪৪০	৩০৬০	১৫১৫০	৬৬০০	৩০০৯৬
১৪	বার্লি বা যব	২৬০০	৬০৬	১৬৭০	০	৫৫৫	৩০৬০	১৫১৫০	৬৬০০	৩০২৪১
১৫	চিনা	২৫০০	৫০০	১৬৭০	০	৫৫৫	৩০৬০	১৫১৫০	৬৬০০	৩০০৩৫
১৬	হাইব্রিড ভুট্টা (খরিপ)	৯৬০০	২৮৮৯	১৬৭০	০	৫৫৫	৩৬৭০	২১২১০	৮৩৮০	৪৭৯৭৪

বি. দ্র. একজন কৃষক কৃষির অন্য কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেয়া যাবে।

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাদার: ১৪৩৩-৩৪ বাৎ/২০২৬-২৭ ইং										
ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুসম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি/ বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি(যান্ত্রিক/ হাল)	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৭	হাইব্রিড ভুট্টা (রবি)	১০০০০	২৮৮৯	২২০০	০	৮৮০	৩৬৭০	২১২১০	৮৩৮০	৪৯২২৯
১৮	সুইটকর্ন	১১১১০	৯৯৯৯	৯৯০০	০	৫৫৫৫	৬১২০	১২১২০	১৭৫০০	৭২৩০৮
১৯	চিয়াসিড	৭১১০	২৭৮	১৬৮০	০	১১০০	১০১০	২১২১০	১৬৩০০	৪৮৬৮৮
অর্থকরী ফসল:										
২০	পাট	৭৪৮০	৭৫০	০	০	২৫০০	২৭০০	৩৮০০০	২১০০০	৭২৪৩০
২১	শনপাট	২৩৬২	৪০০	০	০	১০১০	৩৬৩০	১৫১৫০	৭৮০০	৩০৩৫২
২২	আখ	১৮০০০	৪৪০০	৪৪৫০	০	২৮০০	৩৬০০	৩০০০০	৮৯০০	৭২১৫০
২৩	মিষ্টিপান	১১৩১২৮	২৭৫০০০	১৩৩৩২	২৬০০০০	১৪৪৪৩	১২১২০	৩৬০০০০	৪৭৭৭৩	১০৯৫৭৯৬
২৪	পান	৮৫৫৪৭	৬৬০০০	৭৭৭৭	১৭০০০০	৭৭৭৭	৬০৬০	৩০০০০০	২৯৯৯৭	৬৭৩১৫৮
২৫	তুলা (আমেরিকান)	১১৯০০	৫৫০	১৮২০	০	১১০০	৩৬৩০	৩০৩০০	৮৩০০	৫৭৬০০
২৬	তুলা (কুমিল্লা পাহাড়ি)	১০৪৮১	৫৫০	১৮২০	০	১১০	৩৬৩০	৩০৩০০	৮৩০০	৫৫১৯১
শাকসবজি:										
২৭	শিম	৮৩৪৫	৭৮০	১৭৮০	১৪১৪০	৯০০	৩৭০০	২৪২৪০	৮৫০০	৬২৩৮৫
২৮	লালশাক	৭৯৯৯	৪৫০	১১১০	০	৪৪০	৩৭০০	১২১২০	৬৬০০	৩২৪১৯
২৯	পালংশাক	৭৬১৩	২২০	১১১০	০	৪৪০	৩৭০০	১২১২০	৭৭৭০	৩২৯৭৩
৩০	কলমিশাক	৮৮৩৭	২২০	১১১০	০	৪৪০	৩৭০০	১২১২০	৭২৭০	৩৩৬৯৭
৩১	লাউ	৯৪৪৪	২২০	১১০০	২০০০০	৪৪০	৩৭০০	১২০০০	৮৫০০	৫৫৪০৮
৩২	মুলা	১০২৭১	২৮০	১৬৮০	০	৮৯০	৩৭০০	১২১২০	৮৩৩০	৩৭২৭১
৩৩	ফুলকপি	১০৯৬৯	৯৯০	৩৪৩০	০	৮৯০	৩৭০০	২১২১০	৮৩০০	৪৯৪৮৯
৩৪	বাঁধাকপি	১১০৩৬	১০০০	৩৪৩৫	০	৮৯০	৩৭০০	২১২১০	৮৩০০	৪৯৫৭০

বি. দ্র. একজন কৃষক কৃষির অন্য কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেয়া যাবে।

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার: ১৪৩৩-৩৪ বাৎ/২০২৬-২৭ ইং										
ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুসম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি/ বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি(যান্ত্রিক/হাল)	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩৫	ওলকপি	১৩৬৭১	১০০০	৩৪৩৫	০	৭৮০	৩৭০০	২১২১০	৮৩০০	৫২০৯৬
৩৬	শালগম	১৩৬৭১	১০০০	৩৪৩৫	০	৭৮০	৩৭০০	২১২১০	৮৩০০	৫২০৯৬
৩৭	গাজর	৯৪৩৫	৫৫৫৫	২৫৮০	০	৭৮০	৩৭০০	১২১২০	৮৩০০	৪২৪৭০
৩৮	মটরশুঁটি	৮০৯৩	৮৯০	৯০০	০	৭৮০	৩৭০০	১২১২০	৮৩০০	৩৪৭৮৩
৩৯	বরবটি	৮২০০	১৫৫৫	৯০০	৬০৬০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	৪৪৬৪৫
৪০	লেটুস	৮২৫৭	৮৯০	২৫৮০	০	৭৮০	৩৭০০	২১২১০	৮৫৮০	৪৫৯৯৭
৪১	বেগুন	৯৬৯৮	১৭০	২৮০০	০	২০২০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৮০০	৪২৩৩৮
৪২	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	৯২১৬	১৭০	১১১০	৬০৬০	১৪৫০	৩৭০০	২৪২৪০	৮৩০০	৫৪২৪৬
৪৩	টমেটো (রবি)	৯২১৬	১৭০	২৮০০	৬০৬০	৮৯০	৩৭০০	২৪২৪০	৮৩০০	৫৫৩৭৬
৪৪	শশা	৮৬৭৭	১৭০	১১১০	১৪১৪০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	৫২০২৭
৪৫	উচ্ছে/করলা	৮৭৩০	১২২০	৩৩৬০	১৪১৪০	১৪০০	৪৭০০	১৮১৫০	৮৩০০	৬০০০০
৪৬	পটল	৮৬৭৭	২৪৫০	১১১০	১৪১৪০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	৫৪৩০৭
৪৭	টেঁড়ুস	৯২০০	৩৫০	১৭৯০	০	৭৮০	৩৭০০	১২১২০	৮৩০০	৩৬২৪০
৪৮	মিষ্টিকুমড়া	৯৩০২	১৬০	১৭৯০	০	৭৮০	৩৭০০	১২১২০	৮৩০০	৩৬১৫২
৪৯	চালকুমড়া	৯৩০২	১৬০	১৭৯০	২০২০০	৭৮০	৩৭০০	১২১২০	৮৩০০	৫৬৩৫২
৫০	কাঁকরোল	৮৭৩২	১৬৬০	১৭৯০	১৪১৪০	৭৮০	৩৭০০	২৪২৪০	৮৩০০	৬৩৩৪২
৫১	ঝিঙা	৯৩০০	১৬০	১৭৯০	১৪১৪০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	৫৩৩২০

বি. দ্র. একজন কৃষক কৃষির অন্য কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেয়া যাবে।

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার: ১৪৩৩-৩৪ বাৎ/২০২৬-২৭ ইং										
ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি/বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি(যান্ত্রিক/হাল)	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫২	চিচিঙ্গা	৯৩০০	১১০	১৭৯০	১৪১৪০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	৫৩২৭০
৫৩	ধুন্দল	৯৩০০	১৬০	১৭৯০	১৪১৪০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	৫৩৩২০
৫৪	পুঁইশাক	৮৩৭৭	৫৬০	১৭৯০	০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	৩৮৬৫৭
৫৫	ফরাসি শিম	৯০৫৬	২৮০	১৭৯০	০	৭৮০	৩৭০০	১৮১৮০	৮৩০০	৪২০৮৬
৫৬	ডাটা	৮৭৩৯	১৭০	১১১১	০	৫৬০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	৩৭৭৩০
৫৭	ক্যাপসিকাম	২১৯৬৪	১৩৩৩৫	৫৬১১	৬০৬০	৬৬০০	৬৬০০	৬০৬০০	৮৩০০	১২৯০৭০
৫৮	ব্রোকলি	১১৩৩২	২০০০	৪৪৪৪	০	১৫১৫	৩৭০০	১৮১৮০	৮৩০০	৪৯৪৭১
৫৯	স্কোয়াশ	১০৭৭৭	১৪৫০	৪৪৪৪	০	১৫১৫	৩৭০০	১৮১৮০	৮৩০০	৪৮৩৬৬
৬০	সজিনা	৩০০০	৭৮৭৮০	০	৭৫৭৫০	১০১০	১০১০০	৯০৯০	২০২০০	১৯৭৯৩০
৬১	খিরা	১৪৫০০	২০০০	৪০০০	১৫০০০	৪০০০	৩৭০০	১২০০০	৮৫০০	৬৩৭০০
৬২	কচুরলতি	৫০০০	১০০০০	১০০০	০	৭৮০	৩৭০০	১৫০০০	৭৭৮০	৪৩২৬০
৬৩	বিটরুট	৩৫০০	৪০০০	১৫০০	০	১৭৫০	৩০০০	৪০০০	৭০০০	২৪৭৫০
মসলা জাতীয় ফসল:										
৬৪	মরিচ	১০১০৫	২৮০	১৭৯৫	০	৯০০	৫৫৫৫	৩০৩০০	৮৩৮০	৫৭৩১৫
৬৫	পেঁয়াজ	১৫৪৬৫	৪৬৫০০	৬০০০	০	৬০০০	৬০০০	৭২৬০০	৩৬০০০	১৮৮৫৬৫
৬৬	রসুন	১০৪৭৩	৩০৩০০	১৭৯৫	০	৮১০	৫৫০০	১৫১৫০	৮৮৮০	৭২৯০৯
৬৭	আদা	১০২৮৯	৭৫৫৫০	১৭৯৫	০	৭৮০	৩৭০০	১৮১৮০	৮৯৭০	১১৯২৬৪
৬৮	হলুদ	৯৬১৩	৯৪৪৩৫	১১২২	০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৮৮০	১৩৩৬৮১
৬৯	ধনিয়া	৯৪৫৬	১৫০	১৭৯৫	০	৭৮৫	৩৭০০	১২১২০	৮৩০০	৩৬৩০৭
৭০	জিরা	৯০৩১	১৪৪০	১৭৯৫	০	৭৮৫	৩৭০০	১৫১৫০	৮৮৮০	৪০৭৮২

বি. দ্র. একজন কৃষক কৃষির অন্য কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেয়া যাবে।

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার: ১৪৩৩-৩৪ বাৎ/২০২৬-২৭ ইং										
ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুষ্কম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি/বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি (যান্ত্রিক/হাল)	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭১	কালোজিরা	৯০৫০	১৪৫০	১৭৮০	০	৭৮০	৩৭০০	১৫০০০	৮৮০	৩২৬৪০
৭২	বস্তায় আদা চাষ	৭০০০	১০০০০	৫০০০	২৫০০	২০০০	৩০০০	১০০০০	৫০০০	৪৪৫০০
৭৩	বস্তায় রসুন চাষ	৬৫০০	২৮০০	৩৮০০	১৯০০	১৬০০	৩০০০	১০০০০	৫০০০	৩৪৬০০
৭৪	বস্তায় হলুদ চাষ	৫৫০০	২২০০	৩২০০	১৫০০	১৩০০	৩০০০	১০০০০	৫০০০	৩১৭০০
ফল:										
৭৫	কলা	৩৫০০০	১৮৩৩০	৩৫৩৫	৫১৫১০	১৫১৫	৩৭০০	২১২১০	১৬৭৬০	১৫১৫৬০
৭৬	পেঁপে	২৮০৭৭	১১১১০	১৭৯৫	৫৩০২৫	৭৮৫	৩৭০০	২১২১০	১৩৪৬৫	১৩৩১৬৮
৭৭	আনারস	১২৫৫০	২২২২০	২৮০৫	০	৭৮৮	৩৭০০	২১২১০	১৩৪৬৫	৭৬৭৩৮
৭৮	তরমুজ	৯৫৮৭	৬৬৬০	৩৩৬৬	০	১৪৫০	৩৭০০	২৪২৪০	১৩৪৬৫	৬২৪৬৮
৭৯	বাঙ্গী	১০০২৮	৫৫০	১৭৯৫	০	৭৮০	৩৭০০	১৮১৮০	৭৮৫৫	৪২৮৮৮
৮০	আম	৮৩১১৪	৭৭৭০	১৭৯৫	০	৩৯২০	৩৭০০	১৮১৮০	২৮০৫০	১৪৬৫২৯
৮১	লেবু	২৭৭৮১	১১১১০	১১২২	০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	২০১৯০	৭৯৮৩৩
৮২	লটকন	১৫৭১০	১১১১০	১১২২	০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	২০১৯০	৬৭৭৬২
৮৩	পেয়ারা	১৭২৬০	১১১১০	১১২২	০	৭৮০	৩৭০০	২৪২৪০	২২৪৪০	৮০৬৫৩
৮৪	স্ট্রবেরি	১৭৪৮৪	১২২২১০	১৭৯৫	০	১৪৫০	৩৭০০	৩০৩০০	২২৪৪০	১৯৯৩৭৯
৮৫	লিচু	২৪১০৯	৫৮৮০	১৭৯৫	০	৩৯২০	৩৭০০	২১২১০	২৮০৫০	৮৮৬৬৪
৮৬	সৌদি খেজুর (বাগান পরিচর্যার জন্য বাৎসরিক খরচ)	১৯১৯০০	৬৬০০০০	২০২০০	০	৪০৪০০	০	৮৬৪০০	৯০৯০	১০০৭৯৯০
৮৭	ত্বীনফল	৮৩৩২৫	৫৩০২৫০	২০৪০	০	৫১০০	৪৫৯০০	৯০৯০০	৪৫৯০০	৮০৩৪১৫
৮৮	কমলালেবু (নতুন বাগান সৃজন)	১৮৫৪৫	৮৩৩৫	১৭৯৫	০	১৪৫০	৩৭০০	২১২১০	২২৪৪০	৭৭৪৭৫

বি.দ্র. একজন কৃষক কৃষির অন্য কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেয়া যাবে।

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার: ১৪৩৩-৩৪ বাৎ/২০২৬-২৭ ইং										
ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুঘম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি/বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি(যান্ত্রিক/হাল)	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৮৯	কমলালেবু (পুরাতন বাগানের উৎপাদন বৃদ্ধি)	৩৯৭১৯	০	১৭৯৫	০	১৪৫০	৩৭০০	২১২১০	১৩৪০০	৮১২৭৫
৯০	মাল্টা	৯৫০০	১১১১০	৪০৪০	০	৭৮০	৬৫৬৫	১৮১৮০	১৩৪০০	৬৩৫৭৫
৯১	সফেদা	৯২৮৮	৪৪৪৫	৪০৪০	০	৭৮০	৬৫৬৫	১৮১৮০	১৩৪০০	৫৬৬৯৮
৯২	আমড়া	৯৪৯০	২২২৫	৪০৪০	০	৭৮০	৬৫৬৫	১৮১৮০	১৩৪০০	৫৪৬৮০
৯৩	নারিকেল	১১১৪৩	৫৫৫৫	৪০৪০	০	৭৮০	৬৪৬৫	১৮১৮০	১৩৪০০	৫৯৫৬৩
৯৪	ভিয়েতনামী নারিকেল (বাগান পরিচর্যার জন্য বাৎসরিক খরচ)	১৮৩৩১৫	৬১১০৫	২২৪৪	০	৩৩৬৬০	০	১৪৫৪৪০	১৭৫৯০	৪৪৩৩৫৪
৯৫	বাউকুল/আপেলকুল	২০৩১৮	১৯৯৯০	১৭৯৫	০	৩৯২০	৩৭০০	৬০৬০০	২৮০৫০	১৩৮৩৭৩
৯৬	ড্রাগনফল	২৭০০০	৭০৭০০	৭৮৭৮	২০২০০০	২৮২০	২১২০	৬০৬০০	২৮২৮০	৪০১৩৯৮
৯৭	রাষ্টুটান	২৪১০৯	২৪৪৪০	৫৬১১	৬০৬০	৩৯২০	৩৭০০	২১২১০	২২৪৪০	১১১৪৮৯
৯৮	এভোক্যাডো	১২০০০	৬৩৬৩০	১৩৬৩৫	১৫১৫	৬০৬০	৬৮৬০	৭২৭২	৩০৩০০	১৪১২৭২
৯৯	কাঁঠাল	৪০০০	২০০০	২৫০০	০	২০০০	৩০০০	৬৫০০	৭০০০	২৭০০০
কন্দাল ফসল:										
১০০	আলু (উফশী)	৩০৫০০	৩২০০০	৪০০০	০	১২০০০	৮০০০	৪৮৫০০	৩০০০০	১৬৫০০০
১০১	মিষ্টিআলু	৯৯১১	৫৭৭০	১৭৯৫	০	৮৯০	৩৭৩০	১৫১৫০	৮৫৮৫	৪৫৮৩২

বি. দ্র. একজন কৃষক কৃষির অন্য কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুযম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি/বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি(যান্ত্রিক/হাল)	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০২	আলু (কচুরিপানার ডাবল বেড পদ্ধতিতে)	১০২১০	৩৩৩৩ ০	১৬৮৩	৬০৬০	২০২০	০	১৫১৫০	৮৫৮৫	৭৭০৩৮
১০৩	কচু (মুখীকচু)	৮৮৭৫	৪৭৭০	১৭৯৫	০	৭৮০	৩৭৩০	১৫১৫০	৭৮৫৫	৪২৯৯৫
১০৪	পানিকচু	৯০৬৮	১৭৭৭০	১১২২	০	৭৮০	৩৭৩০	১৫১৫০	৭৮৫৫	৫৫৪৭৫
১০৫	ওলকচু	১০৪৮২	৯৯৯০	১৭৯৫	০	৭৮০	৩৭৩০	১৫১৫০	৮৪১৬	৫০৩৪৩
১০৬	কাসাভা	৭৫৫৫	২০০০	১৪৫৯	০	৫৬০	২৬৫০	১৫১৫০	১৩৪৬৫	৪২৮৩৯
তৈলজাতীয়:										
১০৭	সরিষা (উফশী)	৯৯০০	২৭০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩০	১৫১৫০	৭৮৫৫	৩৮৭৯৫
১০৮	সরিষা (স্থানীয়)	৯১২০	২৭০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩০	১৫১৫০	৭৮৫৫	৩৮০১৫
১০৯	চিনাবাদাম (খরিপ)	২৭৯৪	৩৫৫৫	১৭৯৫	০	৭৮৫	৩৭৩০	২৪২৪০	৮৪০০	৪৫৩০০
১১০	চিনাবাদাম (রবি)	২৭৯৪	৩৫৫৫	১৭৯৫	০	৭৮০	৩৭৩০	২৪২৪০	৭৮৫৫	৪৪৭৫০
১১১	সূর্যমুখী	১১৬০০	১২০০	৪৫০০	০	৪২০০	৭৫০০	২২৫০০	৮৫০০	৬০০০০
১১২	কাজুবাদাম	১১৬৫০	৩৩০০	৫৫৫৫	৩৫৩৫	১১০০	১৩২৩০	৩০৩০০	১৩৪৮০	৮২১৮০
প্রথম বছরে ৪৫৫০০ ও পরবর্তী দুই বছরে ৩৬০০০										
১১৩	তিল (খরিপ)	৯০৭১	২৭০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩০	১২১২০	৭৮৫৫	৩৪৯৩৬
১১৪	তিল (রবি)	৯০৭১	২৭০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩০	১২১২০	৭৮৫৫	৩৪৯৩৬
১১৫	কুসুমফুল	৭৭৫৩	২৭০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩০	৯০৯০	৭৮৫৫	৩০৫৮৭
১১৬	তিসি	৯৯৫	২৭০	১১২০	০	৭৮০	৩৭৩০	৯০৯০	৭৮৫৫	২৩৮৪০
১১৭	সয়াবিন (খরিপ)	৯৩০৭	২৫৫৫	০	০	১১২০	৩৭৩০	১২১২০	৮৪০০	৩৭২৩২
১১৮	সয়াবিন (রবি)	৯৩০৭	২৫৫৫	১৭৯৫	০	৭৮০	৩৭৩০	১২১২০	৮৪০০	৩৮৬৮৮
১১৯	পেরিলা	৬৩৩০	১৫০	০	০	১৫১৫	৪২৯৩	৬৩৬৩	৭৭৭০	২৬৪২১

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুসম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি/ বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি (যান্ত্রিক/হাল)	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ডালজাতীয়:										
১২০	মুগডাল (খরিপ-১)	১৮০০	১০১০	১১১০	০	৭৮০	৩৬৩৬	১৫১৫০	৭২৭০	৩০৭৫৬
১২১	মুগডাল (রবি)	১৮০০	১০১০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১৫১৫০	৭২৭০	৩০৮৫৭
১২২	মাসকলাই (খরিপ)	৮০০	১৫১৫	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১২১২০	৭২৭০	২৭৩৩২
১২৩	মাসকলাই (রবি)	৮০০	১৫১৫	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১২১২০	৭২৭০	২৭৩৩২
১২৪	ছোলা	১৮৫০	১৬৬০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১২১২০	৭২৭০	২৮৫২৭
১২৫	অড়হর	৫৬০০	৬৭০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১২১২০	৭২৭০	৩১২৮৭
১২৬	মসুর	২৫০০	১৬৬০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১৫১৫০	৭২৭০	৩২২০৭
১২৭	খেসারি	১০০০	১৩৩০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১৫১৫০	৭২৭০	৩০৩৭৭
১২৮	মটর	১০০০	২০২০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১৩৩৩২	৭২৭০	২৯২৪৯
১২৯	গোমটর	১০০০	২০২০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১৩৩৩২	৭২৭০	২৯২৪৯
ফুলজাতীয়:										
১৩০	জারবেরা ফুল	৬৩৬৩৮	৮৫৮০০০	৩০৫৫২৫	৩৪০০০০	২৭৭৭৫	১৭৬৭৫০	৩৪৪৪০০	৩৮৮৮৫	২১৫৪৯৭৩
১৩১	গোলাপ ফুল	৩৭৯২৪	১৩৮৮৭৫	২২৪৪০	৩৫০০০	১৩৪৬০	৮১৬১	৪৪৪৯০৪৬	৫৬১০০	৭৬১০০৬
১৩২	গ্লাডিওলাস ফুল	৩০০৭৫	২২২২০০	৭২৯০	৩০০০	৬৭৩০	৪৫৯০৫	১৩৩৩২০	৫৬১০০	৫০৪৬১৯
১৩৩	রজনীগন্ধা ফুল	২৭৮৪২	১৫৫৫৫৫	৭৮৫৫	২০০০	৮৯৭০	৫৬১১	১৬০৫৯০	৫০৪৯৫	২৭৮৯১৭
১৩৪	গাঁদা ফুল	১৫২৬৫	১৮৮৮০	১৩৪৬৫	৩০০০	১০০৯০	৫১০১	৮৭৮৭০	৪৪৮৮০	১৯৮৫৫১

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুষ্কম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশ ক	জমি তৈরি(যান্ত্রিক/হাল)	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
অন্যান্য:										
১৩৫	ঘৃতকুমারী	১৫০৯৮	৫৫৫৫০	২৮০৫	০	১৩৪০	২০৪০	৬০৬০	১৬৮৩০	৯৯৭২৪
১৩৬	চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন)	২৭৬৩৭	৩৮৮৮৫	১৭৯৫৪	৩৮০০	৩৮৭১০	৩২৬৪৩	১২১২০০	১৬৮৩০	২৯৭৬৫৯
১৩৭	মৌচাষ	মৌমাছিসহ ৫০টি বক্স তৈরির খরচ ৩০০০*৫০=১৫০০০০/-					৪৮০০০	বাক্স পরিবহন ও অন্যান্য ৫০০০০		২৪৮০০০
১৩৮	আগর	০	১৬২৭০	৭৮৫৫	০	৬১২০	৩৬৩৬	২৭২৭০	২৫২৫০	৮৬৪০১
১৩৯	ওয়েলপাম	১৭৪৯৮	৪৪৮	৩৩৭০	০	৬৭২	৩৬৩৬	২৪৪৮২	২৫৫০৫	৭৫৬১২
১৪০	মাশরুম বীজ উৎপাদন	অটোক্রেড ১টি স্টেরিলাইজে শন -কাম- ইনোকুলেশন চেম্বার ১ টি	ক্লিনকেঞ্চ ১টি	এয়ার- কন্ডিশনার ২টি	০	র‍্যাক ১০টি লোহার তৈরি (১০'×৩' ×৫')	র‍্যাকিং কস্ট কার্টের গুড়া, গমের ভুসি	শ্রমিক ৬ জন	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য	১৪১২০০০
		২৪০০০০	১৩২০০০	২৪০০০০	০	৩৫০০০ ০	২৭৫০০০	৯০০০০	৮৫০০০	
১৪১	মাশরুম উৎপাদন (প্রতি মাসে ৫০০ কেজি)	র‍্যাক ২০টি	র‍্যাকিং কস্ট	০	০	০	০	৫৭০০০	০	৪৫৮৫০০
		৩৩০০০০	৭১৫০০							
১৪২	ধৈপ্য়গ	৯২২	৪৫০	০	০	০	৩৬৩৬	৬০৬০	৫৫৫৫	১৬৬২৩

ক্রম.	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)								
		সুখম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি/ বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি(যান্ত্রিক/হাল)	শ্রম (প্রতি শ্রমিক খরচ =৬০০ টাকা)	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	একর প্রতি মোট ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৪৩	সুগার বিট	১০৮৩২	৪৫৫৫	৩৫৯০	০	৫৩৮৫	৩২৬৪	২৩০২৮	১৭৪০০	৬৮০৫৪
১৪৪	সামুদ্রিক শৈবাল	০	৩৬৩৫৫	০	০	০	১৪১৪০০	৩৯৯৯৬০	১৫০৯০	৫৯২৮০৫
১৪৫	কফি (বাগান পরিচর্যার জন্য বাৎসরিক খরচ)	১৬৫২৮৮	৫০৪৯৫	১৬৮৩০	০	১৬৮৩০	০	১৪৫৪৪০	১৭৪২০	৪১২৩০৩
১৪৬	পাতি ঘাস	১১৩৩২	২১৪০	৩০৬০	০	৫১০০	৯০৯	১০৯০৮	২০২০০	৫৩৬৪৯
১৪৭	মূর্তা	৩০৩০	১২২৪০	০	০	২০৪০	৬০৬০	১৫১৫০	৪৫৪৫	৪৩০৬৫
১৪৮	গোল গাছের রস থেকে গুড় উৎপাদন	৬০০০	১৫০০০	০	০	০	০	৬০০০	৯০০০	৩৬০০০
১৪৯	খিজুর গুড় উৎপাদন	৫০০০	৩০০০০	২০০০	১০০০০	৫০০০	১০০০০	২০০০০	৪৫০০০	১২৭০০০
১৫০	ভার্টিক্যাল ফার্মিং	৭০০০	২০০০	৫০০০	১০০০০	১২০০০	৬০০০	১৬০০০	৩০০০০	৮৮০০০
১৫১	অশ্বগন্ধা	৭০০০	১০০০০	৪৫০০	০	৫০০০	৫০০০	৩০০০০	১৫০০০	৭৬৫০০
১৫২	শিমুল মূল	৪০৩৫	৯০০০	৩৬০০	০	৩০০০	৪৫০০	৬৬০০০	৭৫০০০	১৬৫১৩৫
১৫৩	মিশ্রি দানা	৪০৩৫	৪৫০০০	৩৬০০	০	৪০০০	৪৫০০	৯০০০০	৭৫০০০	২২৬১১৩৫
১৫৪	রোজেলা	৪০৩৫	৩০০০	২৪০০	০	৭০০০	৪৫০০	৯০০০০	৬০০০০	১৭০৯৩৫
১৫৫	শতমূল	১২০০০	১৮০০০	৮০০০	২০০০০	৫০০০	৫৫০০	৪২০০০	১৫০০০	১২৫৫০০
১৫৬	গাছ আলু	১৮০০০	২৫০০০	৫০০০	৩০০০০	৪০০০	৮০০০	৪২০০০	৩৫০০০	১৬৭০০০
১৫৭	ব্লুবেরি ফল চাষ	৪৫০০০	২১০০০০	৩০০০০	২৫০০০	৩০০০০	৩০০০০	৬০০০০	৪৫০০০	৪৭৫০০০
১৫৮	ডিমের খোসা দিয়ে জৈবসার উৎপাদন	১০০০০	১৫০০০	২০০০	০	৩০০০	৫০০০	৩০০০০	১৫০০০	৮০০০০

বি. দ্র. ফুল জাতীয় ফসল চাষাবাদের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে।

পরিশিষ্ট-‘চ’: ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি: ১৪৩৩-১৪৩৪ বাৎ/২০২৬-২০২৭ইং

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(ক) দানা শস্য				
১	আউশ (উফশী)	১৯ মাঘ-১৬ জ্যৈষ্ঠ ২ ফেব্রুয়ারি-৩০ মে	১৬ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র ৩০ জুন-৩০ আগস্ট	১৭ পৌষ ১ জানুয়ারি
২	আউশ (স্থানীয়)	১ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৪ ফেব্রুয়ারি-২৯ এপ্রিল	১৬ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র ৩০ জুন -৩০ আগস্ট	১৭ পৌষ ১ জানুয়ারি
৩	রোপা আমন (উফশী)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ৩১ মে-২৯ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩০ মার্চ
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ৩১ মে-২৯ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩০ মার্চ
৫	বোনা আমন (স্থানীয়)	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ২ মার্চ-৩০ মে	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৫ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারি
৬	বোরো (উফশী /হাইব্রিড)	১ কার্তিক-১ চৈত্র ১৭ অক্টোবর-১৫ মার্চ	১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় ৩০ এপ্রিল-২৯ জুন	১৪ আশ্বিন ২৯ সেপ্টেম্বর
৭	বোরো (স্থানীয়)	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৫ আষাঢ় ১ এপ্রিল-২৯ জুন	১৪ আশ্বিন ২৯ সেপ্টেম্বর
৮	কালো ধান	১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	৩১ মার্চ
৯	গম (সেচসহ)	১৭ কার্তিক-১ পৌষ ২ নভেম্বর-১৬ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ১ ফেব্রুয়ারি-২ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
১০	কাউন	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারি-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন
১১	জোয়ার (সরগম)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারি-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন
১২	বাজরা (পালমিলেট)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারি-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৩	বার্লি/ঘব	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারি-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন
১৪	চিনা	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারি-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন
১৫	ভুট্টা (খরিপা)	১৭ ফাল্গুন -১৬ বৈশাখ ২ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ শ্রাবণ ৩১ মে-৩০ জুলাই	১৬ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
১৬	ভুট্টা (রবি)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারি-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন
১৭	সুইট কর্ণ	১৫ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর	১৪ এপ্রিল-১৪ মে	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৮	চিয়া সিড	১৫ অক্টোবর-১৫ ডিসেম্বর	১৪ জানুয়ারি-১৪ মার্চ	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
(খ) অর্থকরী ফসল				
১৯	পাট	২ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারি-২৯ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৪ জুন-১৪ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
২০	শন পাট	৩ ফাল্গুন-১ চৈত্র ১৬ ফেব্রুয়ারি-১৫ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৪ জুন-১৪ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
২১	আখ	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারি	১৬ চৈত্র ৩০ মার্চ (পরের বছর)
২২	পান	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
২৩	আমেরিকান জাতের তুলা (ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ)	১৭ আষাঢ়-১৫ আশ্বিন ১ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১ পৌষ-১ চৈত্র ১৬ ডিসেম্বর-১৫ মার্চ	১৬ বৈশাখ ২৯ এপ্রিল
২৪	কুমিল্লা তুলা (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা)	১৮ চৈত্র- ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১ অগ্রহায়ণ-১৭ পৌষ ১৬ নভেম্বর-১ জানুয়ারি	১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ
(গ) শাক সবজি				
২৫	শিম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ৩১ জুলাই-২৯ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
২৬	লালশাক	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
২৭	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৪ আগস্ট-১ জানুয়ারি	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
২৮	কলমিশাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ২ নভেম্বর-১ জানুয়ারি	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩০ মে	১৫ শ্রাবণ ৩০ জুলাই
২৯	লাউ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩০	মুলা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারি-২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩১	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ২ জানুয়ারি-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
৩২	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ২ জানুয়ারি-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
৩৩	ওলকপি	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ২ নভেম্বর-১ জানুয়ারি	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ২ জানুয়ারি-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
৩৪	শালগম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ জানুয়ারি	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ২ জানুয়ারি-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
৩৫	গাজর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ জানুয়ারি	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
৩৬	মটরশুটি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ জানুয়ারি	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জানুয়ারি
৩৭	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারি-১৪ মার্চ	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র ১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
৩৮	লেটুস	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৩৯	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪০	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩০ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর
৪১	টমেটো (রবি)	৩১ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ আগস্ট-১ জানুয়ারি	১৭ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ২ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
৪২	শশা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩০ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর
৪৩	উচ্ছে/করলা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৪৪	পটল	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-২৯ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
৪৫	টেঁড়স	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৬	মিষ্টিকুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৭	চালকুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৮	কাঁকরোল	১৭ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র ২ মার্চ-৩১ মার্চ	১৬ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ৩০মে-২৯ জুন	১৬ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর
৪৯	ঝিঙা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩০ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর
৫০	চিচিঙ্গা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩০ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর
৫১	ধুন্দল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১০ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর
৫২	পুঁইশাক	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩০ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর
৫৩	ফরাসি শিম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ২ জানুয়ারি-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
৫৪	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস
৫৫	ক্যাপসিকাম	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৫৬	সজনে/সজিনা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৫৭	ব্রোকলি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ২ জানুয়ারি-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
৫৮	স্কোয়াস	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারি-২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৫৯	খিরা	আশ্বিন-পৌষ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	শ্রাবণ আগস্ট	কার্তিক-পৌষ অক্টোবর-ডিসেম্বর
৬০	কচুর লতি	আষাঢ়-আশ্বিন জুন-অক্টোবর	জ্যৈষ্ঠ মে	আশ্বিন-কার্তিক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৬১	বিটরুট	আষাঢ় জুলাই	আশ্বিন অক্টোবর	মাঘ ডিসেম্বর
(ঘ) মসলা জাতীয় ফসল				
৬২	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৬৩	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন-১৭ মাঘ ১ নভেম্বর-১ জানুয়ারি	১৮ চৈত্র-১৬ আষাঢ় ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৬৪	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-১ জানুয়ারি	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই (পরের বছর)
৬৫	আদা	১৭ কার্তিক-১৫ আষাঢ় ২ নভেম্বর-২৯ জুন	১৮ চৈত্র -১৫ অগ্রহায়ণ ১ এপ্রিল-৩০ নভেম্বর	১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারি (পরের বছর)
৬৬	হলুদ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ২ মার্চ-২৯ এপ্রিল	১৭ অগ্রহায়ণ-১৭ মাঘ ১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারি	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৬৭	ধনিয়া	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ অক্টোবর-১ জানুয়ারি	১ অগ্রহায়ণ-১৫ ফাল্গুন ১৬ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৬৮	জিরা	৩ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারি-১৩ এপ্রিল	৩০ মাঘ-২৯ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারি-১৪ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন
৬৯	কালোজিরা	৩ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারি-১৩ এপ্রিল	৩০ মাঘ-২৯ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারি-১৪ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
৭০	বস্তায় আদা চাষ	১৭ কার্তিক-১৫ আষাঢ় ১ নভেম্বর-৩০ জুন	১৮ চৈত্র-১৫ অগ্রহায়ণ ১ এপ্রিল-৩০ নভেম্বর	১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারি (পরের বছর)
৭১	বস্তায় রসুন চাষ	১৭ কার্তিক- ১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৭২	বস্তায় হলুদ চাষ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩১ এপ্রিল	১৭ অগ্রহায়ণ-১৭ মাঘ ১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারি	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
(ঙ) ফল				
৭৩	কলা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭৪	পেঁপে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭৫	আনারস	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭৬	তরমুজ	৩০ আশ্বিন-১৮ মাঘ ১৫ অক্টোবর-২ ফেব্রুয়ারি	১৭ ফাল্গুন-৩১ জ্যৈষ্ঠ ২ মার্চ-১৪ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৭৭	বাঙ্গী	১৯ মাঘ-১ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-১৫ মার্চ	১৮ বৈশাখ-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১ মে-১৪ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৭৮	আম	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭৯	লেবু	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৮০	লটকন	১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৪ এপ্রিল-১৪ জুলাই	১ বৈশাখ-৩০ শ্রাবণ ১৪ এপ্রিল-১৪ আগস্ট	৩০ শ্রাবণ ১৪ আগস্ট (ফসল সংগ্রহের বছর)

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৮১	পেয়ারা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৮২	স্ট্রবেরি	অক্টোবর-নভেম্বর	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	ফসল সংগ্রহের মাস থেকেই (পরের বছর)
৮৩	লিচু	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৮৪	কমলালেবু	এপ্রিল-মে	নতুন বাগানের ক্ষেত্রে ৪-৫ বছর পর ডিসেম্বর মাস ও পুরাতন বাগানের ক্ষেত্রে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস।	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি(পরের বছর)
৮৫	মাল্টা	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর পৌষ-মাঘ ডিসেম্বর-জানুয়ারি	পরবর্তী বছর ১৫ ভাদ্র-১৫ কার্তিক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
৮৬	সফেদা	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর ১৫ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র জুলাই-আগস্ট	১৫ মাঘ-১৫ চৈত্র ফেব্রুয়ারি-মার্চ (পরবর্তী বছর)
৮৭	আমড়া	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর ১৫ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	পরবর্তী বছর ১৫ কার্তিক-১৫ পৌষ নভেম্বর-ডিসেম্বর
৮৮	নারিকেল	১৫ বৈশাখ-১৫ ভাদ্র জুন-আগস্ট	৬-৭ বছর ১৫ আশ্বিন-১৫ অগ্রহায়ণ অক্টোবর-নভেম্বর	৬-৭ বছর ১৫ পৌষ-১৫ ফাল্গুন জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
৮৯	ভিয়েতনামী নারিকেল	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের মাস থেকেই
৯০	বাউকুল/আপেল কুল	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	মার্চ-এপ্রিল	মার্চ-এপ্রিল (ফসল সংগ্রহের বছর)
৯১	ড্রাগন ফল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	রোপনের ৬-৭ মাস পর থেকে ১৫-২০ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে
৯২	রাম্বুটান	১৮ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ ৩ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ আষাঢ়-১৬ শ্রাবণ ১ জুলাই-৩১ জুলাই	ঋণ বিতরণের ০৩ বছর পর
৯৩	এভোকাডো	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	নভেম্বর-ডিসেম্বর (ফসল সংগ্রহের বছর)
৯৪	কাঁঠাল	বৈশাখ মে	জ্যৈষ্ঠ জুন	শ্রাবণ আগস্ট
৯৫	সৌদি খেজুর	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের মাস থেকেই
৯৬	ত্বীন ফল	সারা বছর (মার্চ-মে ব্যতীত)	রোপনের ২.৫-৩ মাস পর	ফসল সংগ্রহের মাস থেকেই
(চ) কন্দাল ফসল				
৯৭	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ জানুয়ারি	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ১ সেপ্টেম্বর
৯৮	আলু (স্থানীয়)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ জানুয়ারি	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ১ সেপ্টেম্বর
৯৯	মিষ্টি আলু	১৭ ভাদ্র-১৬ অগ্রহায়ণ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ জানুয়ারি	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩০ মে	১৫ ভাদ্র ৩০ আগস্ট

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
১০০	আলু (কচুরিপানার ডাবল বেড পদ্ধতিতে)	১৭ ভাদ্র-১৬ কার্তিক ১ সেপ্টেম্বর-১ নভেম্বর	১৭ অগ্রহায়ণ-১৮ মাঘ ১ জানুয়ারি- ১ ফেব্রুয়ারি	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
১০১	কচু (মুখী কচু)	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ২ জানুয়ারি-১ মার্চ	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ৩১ জুলাই-২৯ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ১ জানুয়ারি
১০২	পানি কচু	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	মে-জুন (পরের বছর)
১০৩	ওলকচু	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	মে-জুন (পরের বছর)
১০৪	কাসাভা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১৫ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর
(ছ) তৈল জাতীয়				
১০৫	সরিষা (উফশী)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৬ অক্টোবর- ১ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৬ জানুয়ারি-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
১০৬	সরিষা (স্থানীয়)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৬ সেপ্টেম্বর- ১ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৬ জানুয়ারি-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
১০৭	চিনাবাদাম (খরিপ)	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৬ জানুয়ারি-৩১ মার্চ	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ৩১ জুলাই-২৯ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ১ জানুয়ারি
১০৮	চিনাবাদাম (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৬ সেপ্টেম্বর-১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩০ মে	১৫ ভাদ্র ৩০ আগস্ট
১০৯	সূর্যমুখী (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৬ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩০ জুলাই
১১০	কাজুবাদাম	১৮ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ ৩ মার্চ-৩১ এপ্রিল	১৮ বৈশাখ-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মে-৩০ মে	ঋণ বিতরণের ০৩ বছর পর
১১১	তিল (খরিপ)	১৯ মাঘ-৩০ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-১৩ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ৩১ মে-২৯ জুন	১৫ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
১১২	তিল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১৫ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১ চৈত্র ২ জানুয়ারি-১৫ মার্চ	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
১১৩	গর্জন তিল/গুজি তিল	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারি-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩০ জুলাই
১১৪	কুসুম ফুল (স্যাফ ফ্লাওয়ার)	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারি-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩০ জুলাই
১১৫	সয়াবিন (খরিপ)	৩০ আষাঢ়-১৪ আশ্বিন ১৪ জুলাই-২৯ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ মাঘ ১ নভেম্বর-৩১ জানুয়ারি	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
১১৬	সয়াবিন (রবি)	১৭ কার্তিক-১৮ মাঘ ২ নভেম্বর-৩১ জানুয়ারি	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ২ মার্চ-৩০ মে	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
১১৭	পেরিলা	২৬ আষাঢ়-১০ শ্রাবণ ১০ জুলাই-২৫ জুলাই	২৫ আশ্বিন-৯ কার্তিক ১০ অক্টোবর-২৫ অক্টোবর	১৬ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
(জ) ডাল জাতীয়				
১১৮	মুগডাল (খরিপ)	১৭ ফাল্গুন-১ বৈশাখ ২ মার্চ-১৪ এপ্রিল	২৯ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ১২ মে-৩০ জুন	১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর
১১৯	মুগডাল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৬ নভেম্বর	১ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১৬ ডিসেম্বর-১ মার্চ	১৬ শ্রাবণ ৩০ জুলাই
১২০	মাসকলাই (খরিপ)	৩১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৪ মে-১৪ জুলাই	৩০ শ্রাবণ-২৯ আশ্বিন ১৪ আগস্ট-১৪ অক্টোবর	১৭ পৌষ ১ জানুয়ারি
১২১	মাসকলাই (রবি)	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	২৪ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ৭ জানুয়ারি-২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ শ্রাবণ ৩০ জুলাই

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
১২২	ছোলা	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ২৯ জুন
১২৩	অড়হর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুলাই
১২৪	মসুর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারি-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৩ মে
১২৫	খেসারি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	২ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারি-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৩ মে
১২৬	মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩০ জুলাই
১২৭	গো-মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩০ জুলাই
(ঝ) ফুল জাতীয়				
১২৮	জারবেরা	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	ডিসেম্বর-নভেম্বর	মে-জুন
১২৯	গোলাপ	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	মে-জুন
১৩০	গ্লাডিওলাস	সেপ্টেম্বর-জানুয়ারি	জানুয়ারি-ডিসেম্বর	মে-জুন
১৩১	রজনীগন্ধা	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	মে-জুন
১৩২	গাঁদা (রবি-খরিপ)	অক্টোবর-ডিসেম্বর মে-জুন	জানুয়ারি-জুন মে-ডিসেম্বর	মার্চ-এপ্রিল আগস্ট-সেপ্টেম্বর
(ঞ) অন্যান্য ফসল				
১৩৩	ঘৃতকুমারী	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	রোপনের ১ বছর পর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে
১৩৪	চা ফসল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	রোপনের ১ বছর পর থেকে ১৫-২০ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে
১৩৫	মৌচাষ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	শীত মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারি বসন্ত মৌসুমে ১৫ জুন	মধু সংগ্রহের মাস থেকেই
১৩৬	আগর	মে-জুন	রোপনের ১৫-২০ বছর পর এবং আগর গাছ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে পরিপক্ব হলে সারা বছরই গাছ কর্তন করা যায়।	গাছ কর্তনের শুরু থেকেই
১৩৭	পামওয়েল	জুন-জুলাই	রোপনের ৫-৭ বছর পর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৩৮	মাশরুম বীজ উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৩৯	মাশরুম উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৪০	সবুজ সার (ঐচ্ছিক)	এপ্রিল-মে	জুলাই-আগস্ট	৩১ ডিসেম্বর
১৪১	সুগার বিট	১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৪ এপ্রিল-১৪ মে	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৪২	সামুদ্রিক শৈবাল	অক্টোবর-মার্চ	রশি স্থাপনের ৩০ দিনের মধ্যে	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৪৩	কফি	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৪৪	পাতি ঘাস	অক্টোবর-নভেম্বর	চারো রোপনের তিন মাস পর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৪৫	মূর্তা	১৬ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ৩০ মার্চ-৩০ এপ্রিল	নতুন বাগানের ক্ষেত্রে ৩ বছর পর ডিসেম্বর মাস ও পুরাতন বাগানের ক্ষেত্রে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস	ফসল সংগ্রহের মাস থেকেই (পরের বছর)
১৪৬	গোল গাছের রস থেকে গুড় উৎপাদন	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মে-জুন	কার্তিক-মাঘ অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি	অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন নভেম্বর-মার্চ

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
১৪৭	খেজুর গুড় উৎপাদন	আশ্বিন-অগ্রহায়ণ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	শ্রাবণ আগস্ট	অগ্রহায়ণ-পৌষ নভেম্বর-ডিসেম্বর
১৪৮	ভাটিক্যাল ফার্মিং	সারা বছর	সারা বছর	সারা বছর
১৪৯	অশ্বগন্ধা	অক্টোবর-নভেম্বর	পরবর্তী বছরের মার্চ-এপ্রিল	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৫০	শিমুল মূল	জুন-জুলাই	১৮-২৪ মাস পর জুন-জুলাই	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৫১	মিশ্রি দানা	অক্টোবর- নভেম্বর	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৫২	রোজেলা	মার্চ-এপ্রিল	আগস্ট-অক্টোবর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
		জুন-জুলাই	নভেম্বর-ডিসেম্বর	
১৫৩	শতমূল	জুন-জুলাই	১৮-২৪ মাস পর জুন-জুলাই	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৫৪	গাছ আলু	মার্চ-এপ্রিল	নভেম্বর-জানুয়ারি	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৫৫	ব্লুবেরি ফল চাষ	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি	২-৩ বছর পর এপ্রিল-জুন	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১৫৬	ডিমের খোসা দিয়ে জৈবসার উৎপাদন	সারা বছর	বিতরণ কাল থেকে এক বছর পর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই

বি. দ্র. অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপণ বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

১। মাশরুম বীজ (Spawn) উৎপাদন খরচের বিবরণী:

ক্রম.	ফসল	স্পন (Spawn) প্যাকেট উৎপাদন খরচ প্রতি মাসে ২৫০০০ প্যাকেট							মোট টাকার পরিমাণ
		অটোক্রেড (৩টি)	ক্রিন বেধঃ (১টি)	এয়ার কন্ডিশনার (৩টি)	র্যাক (২০টি লোহার তৈরি)	রানিং কস্ট (কাঠের গুড়া, গমের ভূষি ইত্যাদি)	শ্রমিক (৬ জন)	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য খরচ	
১	মাশরুম বীজ	১৮০০০০	১২০০০০	২৪০০০০	৩৫০০০০	২৭৫০০০	৯০০০০	৮৫০০০	১৩৪০০০০

মাশরুম বীজ উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয়:

- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং (৩০০০ ব: ফুট) থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ছাড়াও মালামাল উঠানো নামানো ও কাঁচামাল সংরক্ষণের জন্য অন্তত ৩০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বছর মেয়াদি ভাড়া চুক্তি থাকতে হবে।
- মোটরযানে যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা: সারা বছর।

২। মাশরুম উৎপাদন খরচের বিবরণী:

ক্রম.	ফসল	প্রতি মাসে ৫০০ কেজি মাশরুম উৎপাদন			মোট টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
		রয়াক (২০টি)	রানিং কস্ট (প্যাকেটের মূল্য ইত্যাদি)	শ্রমিক (৩জন)		
১	মাশরুম	৩০০০০০	৬৫০০০	৫৭০০০	৪২২০০০	রানিং কস্টের সুবিধা পরবর্তী মাসেও বলবৎ থাকবে

মাশরুম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয়:

- চাষঘর (৩০০০ ব:ফুট) থাকতে হবে।
- চাষঘর ছাড়াও মালামাল উঠানো নামানোর জন্য অন্তত ১০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- চাষঘর ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বছর মেয়াদি ভাড়ার চুক্তি থাকতে হবে।
- মোটরযানে যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা: সারা বছর।

রেশম চাষে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১ বিঘা (৩৩%) জমিতে
তুঁতচাষ ও পলুপালন বাবদ খরচের বিবরণী এবং উৎপাদন পঞ্জিকা

(ক) ১ (এক) বিঘা (৩৩%) জমিতে তুঁত চাষ ও পলুপালন বাবদ খরচের বিবরণী:

১। স্থায়ী খরচ (এককালীন)

ক্রম.	খরচের খাত	শ্রমিক সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য/মজুরি	মোট খরচ (টাকায়)
	রোপণ খরচ			
১.	১৬০০টি তুঁতচারা (রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে)	১৬০০টি	-	-
২.	তুঁতচারা রোপণের জন্য গর্ত করা (১৬০০টি)	১৬ জন	৭০০/-	১১,২০০/-
৩.	সার ক্রয় ও প্রয়োগ বাবদ (প্রতি গর্তে ২ কেজি গোবর, ২৫ গ্রাম টিএসপি ও ১৫ গ্রাম এমপি)	-	-	৮৬৫০/-
৪.	চারার রোপণ	১৬ জন	৭০০/-	১১,২০০/-
৫.	টপ কাটিং	৪ জন	৭০০/-	২৮০০/-
৬.	বিবিধ			৬৫০/-
	উপমোট			৩৪,৫০০/-
	রোপণোত্তর খরচ			
৭.	গাছের গোড়া খোঁড়া ও আগাছা পরিষ্কার ৮ জনx২ বার	১৬ জন	৭০০/-	১১,২০০/-
৮.	সার ক্রয় ও প্রয়োগ (বছরে ২ বার) (অজৈব সার ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি ফসফেট, ২০ কেজি পটাশ)	-	-	৩০০০/-
৯.	সেচ	২ বার	৭০০/-	১৪০০/-
১০.	হালকা খোঁড়া (২ বার)	১৬ জন	৭০০/-	১১,২০০/-
১১.	বিবিধ			৫০০/-
	উপমোট			২৭,৩০০/-
	সর্বমোট			৬১,৮০০/-

২। অস্থায়ী/রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (প্রতি বছর)

ক্রম:	খরচের খাত	শ্রমিক সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য/মজুরি	মোট খরচ (টাকায়)
১.	গাছের গোড়া খোঁড়া ও আগাছা পরিষ্কার (৪ বার)	৩৬ জন	৭০০/-	২৫,২০০/-
২.	জৈব সার (বছরে ১ বার)	২০০ ঘনফুট	৩০/-	৬০০০/-
৩.	অজৈব সার ক্রয় (ইউরিয়া ৮৮ কেজি, টিএসপি ৪৪ কেজি, এমপি ২৮ কেজি)	-	-	৪৫৪০/-
৪.	সেচ	২ বার	৭০০/-	১৪০০/-
৫.	হালকা খোঁড়া (২ বার)	১৬ জন	৭০০/-	১১,২০০/-
৬.	সার প্রয়োগ	৩ জন	৭০০/-	২,১০০/-
৭.	গাছ ছাঁটাই (২ বার)	২০ জন	৭০০/-	১৪,০০০/-
৮.	বিবিধ			৫৬০/-
	মোট:			৬৫,০০০/-

*উৎপাদনশীল পর্যায়ে যেতে অর্থাৎ ৩ বছরের মোট ব্যয়: ৬১,৮০০/- (স্থাপন ব্যয়) + {(৬৫,০০০/- x ২ (বছর))} = ১,৯১,৮০০ (এক লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত) টাকা মাত্র।

খ) প্রতিশত (১০০) রেশম ডিম পালনের জন্য ব্যয় বিবরণী:

১ বিঘা (৩৩%) জমিতে আবাদকৃত তুঁতগাছের পাতা দিয়ে প্রায় ১০০টি ডিমের পলুপালন করা যায়। পলুপালন করার জন্য পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদির প্রয়োজন। এ বাবদ যে খরচ হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হল-

ক্রমিক নং	খরচের বিবরণ	শ্রমিক সংখ্যা/পরিমাণ	মজুরি হার/একক দর	টাকা
১.	পলুপালন	৫৫ জন	৭০০/-	৩৮,৫০০/-
২.	বিশোধন শ্রমিক			
	ক) পলুঘর	৬ জন	৭০০/-	৪,২০০/-
	খ) ডালা ও চন্দ্রকী	৬ জন	৭০০/-	৪,২০০/-
	গ) জাল	১ জন	৭০০/-	৭০০/-
৩.	পি,আর,এ	৬ জন	৭০০/-	৪,২০০/-
৪.	বিবিধ শ্রমিক	১ জন	৭০০/-	৭০০/-
৫.	বিশোধক দ্রব্য ক্রয়			
	ক) ফরমালিন	৪ লিটার	৭০০/-	২,৮০০/-
	খ) ব্লিচিং পাউডার	১০ কেজি	৭০/-	৭০০/-
	গ) সোডা	১ কেজি	১০০/-	১০০/-
	মোট:			৫৬,১০০/-

(ক+খ)=মোট ব্যয়(১,৯১,৮০০+৫৬,১০০)/- = ২,৪৭,৯০০/- (দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার নয়শত) টাকা

(গ) উৎপাদন পঞ্জিকা:

প্রতি ৩ (তিন) মাসে ১টি বন্দ হিসেবে বছরে ৪ (চার) টি মৌসুমে ৪ বার রেশম গুটি উৎপাদিত হয়ে থাকে।

রেশম গুটি উৎপাদন পঞ্জিকা নিম্নের ছকে প্রদত্ত হলো:

ক্রম.	মৌসুমের নাম	চাষীদেরকে ডিম সরবরাহ	রেশম গুটি উৎপাদন
১	ভাদুরী বন্দ	৩-৮ আগস্ট	২৮ আগস্ট-২ সেপ্টেম্বর
২	অগ্রহায়ণী বন্দ	২০-২৫ অক্টোবর	১৪-১৯ নভেম্বর
৩	চৈত্রা বন্দ	৫-৮ মার্চ	৩০ মার্চ-৪ এপ্রিল
৪	জ্যৈষ্ঠা বন্দ	২০-২৫ মে	১৪-১৯ জুন

পরিশিষ্ট-‘ছ’: ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার: ১৪৩৩-১৪৩৪ বাৎ/২০২৬-২০২৭ ইং

শ্রেণিবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথি ফসল/রিলে চাষ ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা

ফসল (একর প্রতি)
ঋণের পরিমাণ টাকায় (একর প্রতি)

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
১	রোপা আমন (উফশী)- আলু বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	আলু+বোরো (উফশী) ১৬৫০০০+৯৪৩৩০	--	৩২০৫৫৯	৩০০%
২	রোপা আমন (উফশী)- আলু- রোপা আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	আলু ১৬৫০০০	রোপা আউশ (উফশী) ৫৯৬২৯	২৮৫৮৫৮	৩০০%
৩	আলু-পানি কচু	--	আলু ১৬৫০০০	পানি কচু ৫৫৪৭৫	২২০৪৭৫	২০০%
৪	রোপা আমন (উফশী)- গম-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	গম ৭১৫৫৫	মুগ ৩০৭৫৬	১৬৩৫৪০	৩০০%
৫	রোপা আমন (স্থানীয়)- ভুট্টা (রবি)-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৫০০	ভুট্টা ৪৯২২৯	সবুজ সার ১৬৬২৩	১১৪৩৫২	৩০০%
৬	রোপা আমন (উফশী)- বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	বোরো (উফশী) ৯৪৩৩০	--	১৫৫৫৫৯	২০০%
৭	মাসকলাই (রবি)-ভুট্টা (খরিপ)	--	মাসকলাই ২৭৩৩২	ভুট্টা (খরিপ) ৪৭৯৭৪	৭৫৩০৬	২০০%
৮	রোপা আমন (উফশী)- গম-পাট	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	গম ৭১৫৫৫	পাট ৭২৪৩০	২০৫২১৪	৩০০%
৯	আলু-বোনা আমন	-	আলু ১৬৫০০০	বোনা আমন ৪৩০০০	২০৮০০০	২০০%
১০	রোপা আমন (স্থানীয়)- আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৫০০	আলু ১৬৫০০০	সবুজ সার ১৬৬২৩	২৩০১২৩	৩০০%
১১	আলু-কচু (মুখী কচু)	-	আলু ১৬৫০০০	কচু ৪২৬৩৯	২০৭৬৩৯	২০০%
১২	রোপা আমন (উফশী)- সূর্যমুখী-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	সূর্যমুখী ৬০০০০	মুগ ৩০৭৫৬	১৫১৯৮৫	৩০০%
১৩	রোপা আমন (উফশী)- সূর্যমুখী-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	সূর্যমুখী ৬০০০০	সবুজ সার ১৬৬২৩	১৩৭৮৫২	৩০০%

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
১৪	রোপা আমন (উফশী)- সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	সরিষা ৩৮৭৯৫	সবুজ সার ১৬৬২৩	১১৬৬৪৭	৩০০%
১৫	তুলা-ছোলা	তুলা ৫৭৬০০	ছোলা ২৮৫২৭	-	৮৬১২৭	২০০%
১৬	মাসকলাই-মুগ- রোপা আউশ	মাসকলাই ২৭৩৩২	মুগ ৩০৮৫৭	রোপা আউশ ৫৯৬২৯	১১৭৮১৮	৩০০%
১৭	সরিষা-রোপা আউশ	-	সরিষা ৩৮৭৯৫	রোপা আউশ ৫৯৬২৯	৯৮৪২৪	২০০%
১৮	মাসকলাই-সরিষা+ মসুর-আউশ (স্থানীয়)	মাসকলাই ২৭৩৩২	সরিষা+মসুর ৩৮৭৯৫+৩২২০৭	আউশ (স্থানীয়) ৪৮৪০৫	১৪৬৭৩৯	৪০০%
১৯	রোপা আমন (স্থানীয়)- সরিষা-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৫০০	সরিষা+বোরো (উফশী) ৩৮৭৯৫+৯৪৩৩০		১৮১৬২৫	৩০০%
২০	রোপা আমন (স্থানীয়)- সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৫০০	সরিষা ৩৮৭৯৫	সবুজ সার ১৬৬২৩	১০৩৯১৮	৩০০%
২১	তিল (রবি)-আউশ (উফশী)	-	তিল (রবি) ৩৪৯৩৬	আউশ (উফশী) ৫৯৬২৯	৯৪৫৬৫	২০০%
২২	মিষ্টি আলু-কাউন	-	মিষ্টি আলু ৪৫৮৩২	কাউন ৩২১০৯	৭৭৯৪১	২০০%
২৩	রোপা আমন (উফশী)- আলু-ভুট্টা (খরিপ)	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	আলু ১৬৫০০০	ভুট্টা ৪৭৯৭৪	২৭৪২০৩	৩০০%
২৪	রোপা আমন (উফশী)- সরিষা-আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	সরিষা ৩৮৭৯৫	আউশ (উফশী) ৫৯৬২৯	১৫৯৬৫৩	৩০০%
২৫	রোপা আমন (স্থানীয়)- সরিষা-রোপা আউশ (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৫০০	সরিষা ৩৮৭৯৫	আউশ (উফশী) ৫৯৬২৯	১৪৬৯২৪	৩০০%
২৬	মুলা-আলু-পাট	মুলা ৩৭২৭১	আলু (উফশী) ১৬৫০০০	পাট ৭২৪৩০	২৭৪৭০১	৩০০%
২৭	রোপা আমন (উফশী)- আলু (উফশী)-আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	আলু (উফশী) ১৬৫০০০	আউশ (উফশী) ৫৯৬২৯	২৮৫৮৫৮	৩০০%
২৮	সরিষা-পাট	-	সরিষা (উফশী) ৩৮৭৯৫	পাট ৭২৪৩০	১১১২২৫	২০০%
২৯	আলু-পাট	-	আলু (উফশী) ১৬৫০০০	পাট ৭২৪৩০	২৩৭৪৩০	২০০%

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৩০	রোপা আমন (উফশী)- আলু -বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	আলু + বোরো (উফশী) ১৬৫০০০+৯৪৩৩০	--	৩২০৫৫৯	৩০০%
৩১	মসুর-পাট	-	মসুর ৩২২০৭	পাট ৭২৪৩০	১০৪৬৩৭	২০০%
৩২	মসুর+সরিষা-পাট	-	মসুর+সরিষা ৩২২০৭+৩৮৭৯৫	পাট ৭২৪৩০	১৪৩৪৩২	৩০০%
৩৩	মুগ-মসুর-পাট	মুগ ৩০৭৫৬	মসুর ৩২২০৭	পাট ৭২৪৩০	১৩৫৩৯৩	৩০০%
৩৪	রোপা আমন (স্থানীয়)- মসুর-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৫০০	মসুর ৩২২০৭	পাট ৭২৪৩০	১৫৩১৩৭	৩০০%
৩৫	মুলা-মসুর-পাট	মুলা ৩৭২৭১	মসুর ৩২২০৭	পাট ৭২৪৩০	১৪১৯০৮	৩০০%
৩৬	সরিষা- বোনা আউশ-বোনা আমন	--	সরিষা ৩৮৭৯৫	বোনা আউশ +বোনা আমন ৪৮৪০৫+৪৩০০০	১৩০২০০	৩০০%
৩৭	তিল-বোনা আউশ	-	তিল ৩৪৯৩৬	আউশ (স্থানীয়) ৪৮৪০৫	৮৩৩৪১	২০০%
৩৮	রোপা আমন (উফশী)- সয়াবিন-পাট	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	সয়াবিন ৩৮৬৮৮	পাট ৭২৪৩০	১৭২৩৪৭	৩০০%
৩৯	মুগ-গম-পাট	মুগ ৩০৭৫৬	গম ৭১৫৫৫	পাট ৭২৪৩০	১৭৪৭৪১	৩০০%
৪০	মাসকলাই- মসুর- আউশ (উফশী)	মাসকলাই ২৭৩৩২	মসুর ৩২২০৭	আউশ (উফশী) ৫৯৬২৯	১১৯১৬৮	৩০০%
৪১	রোপা আমন (স্থানীয়)- ছোলা-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৫০০	ছোলা ২৮৫২৭	পাট ৭২৪৩০	১৪৯৪৫৭	৩০০%
৪২	চিনাবাদাম- আউশ (স্থানীয়)	-	চিনাবাদাম ৪৪৭৫০	আউশ (স্থানীয়) ৪৮৪০৫	৯৩১৫৫	২০০%
৪৩	রোপা আমন (উফশী)- মিষ্টি আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	মিষ্টি আলু ৪৫৮৩২	সবুজ সার ১৬৬২৩	১২৩৬৮৪	৩০০%

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৪৪	রোপা আমন (উফশী)- সয়াবিন- আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	সয়াবিন ৩৮৬৮৮	আউশ (উফশী) ৫৯৬২৯	১৫৯৫৪৬	৩০০%
৪৫	রোপা আমন (উফশী)-মিষ্টি আলু	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	মিষ্টি আলু ৪৫৮৩২	--	১০৭০৬১	২০০%
৪৬	পাট-মরিচ	--	মরিচ ৫৭৩১৫	পাট ৭২৪৩০	১২৯৭৪৫	২০০%
৪৭	আলু-মরিচ	--	আলু ১৬৫০০০	মরিচ ৫৭৩১৫	২২২৩১৫	২০০%
৪৮	রোপা আমন-পেঁয়াজ	রোপা আমন ৬১২২৯	পেঁয়াজ ১৮৮৫৬৫	--	২৪৯৭৯৪	২০০%
৪৯	রোপা আমন-রসুন	রোপা আমন ৬১২২৯	রসুন ৭২৯০৯	--	১৩৪১৩৮	২০০%
৫০	তরমুজ-বোনা আমন	--	তরমুজ ৬২৪৬৮	বোনা আমন ৪৩০০০	১০৫৪৬৮	২০০%
৫১	ক্যাপসিকাম-গ্রীষ্মকালীন মুগ+টমেটো	--	ক্যাপসিকাম ১২৯০৭০	গ্রীষ্মকালীন মুগ+ টমেটো ৩০৭৫৬+৫৪২৪৬	২১৪০৭২	৩০০%
মিশ্র ফসল:						
৫২	মসুর+সরিষা	-	মসুর+সরিষা ৩২২০৭+৩৮৭৯৫	-	৭১০০২	২০০%
৫৩	আখ+ আলু	-	আখ+আলু ৭২১৫০+১৬৫০০০	-	২৩৭১৫০	২০০%
৫৪	আখ+সরিষা	-	আখ+সরিষা ৭২১৫০+৩৮৭৯৫	-	১১০৯৪৫	২০০%
৫৫	আখ+মসুর	-	আখ+মসুর ৭২১৫০+৩২২০৭	-	১০৪৩৫৭	২০০%
৫৬	আখ+ছোলা	-	আখ+ছোলা ৭২১৫০+২৮৫২৭	-	১০০৬৭৭	২০০%
৫৭	আখ+সয়াবিন	-	আখ+সয়াবিন ৭২১৫০+৩৮৬৮৮	-	১১০৮৩৮	২০০%
৫৮	আখ+চিনাবাদাম	-	আখ+চিনাবাদাম ৭২১৫০+৪৪৭৫০	-	১১৬৯০০	২০০%
৫৯	মাল্টা-হলুদ	মাল্টা ৬৩৫৭৫	--	হলুদ ১৩৩৬৮১	১৯৭২৫৬	২০০%
৬০	সফেদা-হলুদ	সফেদা ৫৬৬৯৮	--	হলুদ ১৩৩৬৮১	১৯০৩৭৯	২০০%
৬১	আমড়া-হলুদ	আমড়া ৫৪৬৮০	--	হলুদ ১৩৩৬৮১	১৮৮৩৬১	২০০%
৬২	নারিকেল-হলুদ	নারিকেল ৫৯৫৬৩	--	হলুদ ১৩৩৬৮১	১৯৩২৪৪	২০০%

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
রিলে চাষ:						
৬৩	রোপা আমন+সরিষা	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৫০০	সরিষা ৩৮৭৯৫	-	৮৭২৯৫	২০০%
৬৪	রোপা আমন+খেসারি	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৫০০	খেসারি ৩০৩৭৭	-	৭৮৮৭৭	২০০%
৬৫	রোপা আমন+মসুর	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৮৫০০	মসুর ৩২২০৭	-	৮০৮০৭	২০০%
অন্যান্য ফসল:						
৬৬	রোপা আমন (উফশী)- পেঁয়াজ বীজ-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৬১২২৯	পেঁয়াজবীজ ১৩১২৮৩	মুগ ৩০৭৫৬	২২৩২৬৮	৩০০%
৬৭	পুঁইশাক-স্ট্রবেরি-টেঁড়স	পুঁইশাক ৩৮৬৫৭	স্ট্রবেরি ১৯৯৩৭৯	টেঁড়স ৩৬২৪০	২৭৪২৭৬	৩০০%
৬৮	কমলা লেবু-০-০	কমলালেবু ৭৭৪৭৫	--	--	৭৭৪৭৫	১০০%
৬৯	আগর-০-০	আগর ৮৬৪০১	--	--	৮৬৪০১	১০০%
৭০	মৌচাষ	--	মৌচাষ ২৪৮০০০	--	২৪৮০০০	১০০%
৭১	ওয়েলপাম	ওয়েলপাম ৭৫৬১২	--	--	৭৫৬১২	১০০%
৭২	জারবেরা ফুল	--	জারবেরা ফুল ২১৫৪৯৭৩	--	২১৫৪৯৭৩	১০০%
৭৩	গোলাপ ফুল	--	গোলাপ ফুল ৭৬১০০৬	--	৭৬১০০৬	১০০%
৭৪	গ্লাডিওলাস ফুল	--	গ্লাডিওলাস ফুল ৫০৪৬১৯	--	৫০৪৬১৯	১০০%
৭৫	রজনীগন্ধা ফুল	--	রজনীগন্ধা ফুল ২৭৮৯১৭	--	২৭৮৯১৭	১০০%
৭৬	গাঁদা ফুল	--	গাঁদা ফুল ১৯৮৫৫১	--	১৯৮৫৫১	১০০%
৭৭	মাশরুম বীজ উৎপাদন	মাশরুম বীজ উৎপাদন ১৪১২০০০	--	--	১৪১২০০০	১০০%
৭৮	মাশরুম উৎপাদন	মাশরুম উৎপাদন ৪৫৮৫০০	--	--	৪৫৮৫০০	১০০%

ক্রম.	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৭৯	ড্রাগন ফল	--	--	ড্রাগন ফল ৪০১৩৯৮	৪০১৩৯৮	১০০%
৮০	ঘৃতকুমারী	--	--	ঘৃতকুমারী ৯৯৭২৪	৯৯৭২৪	১০০%
৮১	চা ফসল	--	--	চা ফসল ২৯৭৬৫৯	২৯৭৬৫৯	১০০%
৮২	কাজুবাদাম	--	--	কাজুবাদাম ৮২১৮০	৮২১৮০	১০০%

পরিশিষ্ট - 'জ': ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার: ১৪৩৩-১৪৩৪ বাৎ/২০২৬-২০২৭ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)												
		সুখম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি/বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	রগিং/ পাতলাকরণ/ প্রস্রিং খরচ	ড্রাইং/গ্রেডিং/ক্রিনিং/ পরিবহন ইত্যাদি খরচ	বীজ শোধন খরচ	বীজ সংরক্ষণ খরচ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
দানা শস্য (উফশী):														
১	রোপা আমন (উফশী)	৬৩৭৭	৯৭০	২১৪২	০	১৫৮০	৫৫০০	৩৬৩৬৩	৮৩০০	৪৫০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	৭৮৮৯২
২	বোরো (উফশী)	১১০৫৫	৯৭৫	১০৫০০	০	৭০০০	৬০০০	৪৩৮০০	১৫০০০	৪৫০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	১১১৯৯০
৩	গম (সেচসহ)	১৪৬৬৫	৩৩০০	২০০০	০	৪০০০	৩০০০	১৯৬০০	২৫০০০	৩০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	৮৫০২৫
অর্থকরী ফসল (উফশী):														
৪	পাট	৭৪৮০	৭৫০	০	০	২৫০০	২৭০০	৩৮০০০	২১০০০	৪৫০০	৭৫০০	২০০	৭৫০	৮৫৩৮০
মসলা জাতীয় ফসল (উফশী):														
৫	মরিচ	১০১০৫	২৮০	১৭৯৫	০	৯০০	৫৫৫৫	৩০৩০০	৮৩৮০	৩৭৫০	৫৭৫	১০০	৩৭৫	৬২১১৫
৬	পেঁয়াজ (বান্ধ)	১০০০০	২২২২০	৩৫৩৫	০	৪০৪০	৬৬৩০	৩৫৮৫৫	১৬৮৩০	৩৭৫০	১৬১৫০	২৫৫০	১২৭৫০	১৩৪৩১০
৭	রসুন	১০৪৭৩	৩০৩০০	১৭৯৫	০	৮১০	৫৫০০	১৫১৫০	৮৮৮০	৩৭৫০	৯৮৮০	১৫৬০	৭৮০০	৯৫৮৯৮
৮	পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ)	১০৪০০	৫৫৫৫০	৩৩৩৩	০	৩৯৩০	৩৬৩০	৪৫৪৫০	৮৯৯০	৩৭৫০	১৩৮০	১৮০	৯০০	১৩৭৪৯৩
শাক সবজি (উফশী):														
৯	শিম	৮৩৪৫	৭৮০	১৭৮০	১৪১৪০	৯০০	৩৭০০	২৪২৪০	৮৫০০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	৬৫৯৩৫
১০	লাল শাক	৭৯৯৯	৪৫০	১১১০	০	৪৪০	৩৭০০	১২১২০	৬৬০০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	৩৪৭৩৯
১১	পালং শাক	৭৬১৩	২২০	১১১০	০	৪৪০	৩৭০০	১২১২০	৭৭৭০	১৫০০	১৩৮০	১৮০	৯০০	৩৬৯৩৩
১২	কলমি শাক	৮৮৩৭	২২০	১১১০	০	৪৪০	৩৭০০	১২১২০	৭২৭০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	৩৭২৪৭
১৩	লাউ	৯৪৪৪	২২০	১১০	২০২০০	৪৪০	৩৭০০	১২১২০	৮৫৮০	০	৯২০	১২০	২০০	৫৬০৫৪
১৪	মুলা	১০২৭১	২৮০	১৬৮০	০	৮৯০	৩৭০০	১২১২০	৮৩৩০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	৪০৮২১
১৫	বরবটি	৮২০০	১৫৫৫	৯০০	৬০৬০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	৭৫০০	১৩৮০	১৮০	৯০০	৫৪৬০৫
১৬	বেগুন	৯৬৯৮	১৭০	২৮০০	০	২০২০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৮০০	১৫০০	২৩০	৩০	১৫০	৪৪২৪৮
১৭	উচ্ছে	৮৭৩০	১২২০	৩৩৬০	১৪১৪০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	৫৭৭০০
১৮	টেঁড়স	৯২০০	৩৫০	১৭৯০	০	৭৮০	৩৭০০	১২১২০	৮৩০০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	৩৯৭৯০
১৯	পুঁই	৮৩৭৭	৫৬০	১৭৯০	০	৭৮০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	১৫০০	৬৯০	৯০	৪৫০	৪১৩৮৭
২০	ডাটা	৮৭৩৯	১৭০	১১১১	০	৫৬০	৩৭০০	১৫১৫০	৮৩০০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	৪০০৫০

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)												
		সুযম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি/বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	রগিং/ পাতলাকরণ/ প্রস্রিং খরচ	ড্রাইং/থ্রেডিং/ক্লিনিং/ পরিবহন ইত্যাদি খরচ	বীজ শোধন খরচ	বীজ সংরক্ষণ খরচ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
কন্দাল ফসল (উফশী):														
২১	আলু (উফশী)	১০২০০	৩৪৩৪০	২৮২৮	০	৪০৪০	৩৬৩০	২১২১০	৮২৮৫	৩৭৫০	৩০০০০	৪৮০০	২৪০০০	১৪৭৩৭৩
তৈল জাতীয়:														
২২	সরিষা (উফশী)	৯৯০০	২৭০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩০	১৫১৫০	৭৮৫৫	৩০০০	২০২৪	২৬৪	১৩২০	৪৫৪০৩
২৩	সয়াবিন (রবি)	৯৩০৭	২৫৫৫	১৭৯৫	০	৭৮০	৩৭৩০	১২১২০	৮৪০০	৩০০০	৩২২০	৪২০	২১০০	৪৭৪২৭
২৪	চিনাবাদাম (রবি)	২৭৯৪	৩৫৫৫	১৭৯৫	০	৭৮০	৩৭৩০	২৪২৪০	৭৮৫৫	৩০০০	১৮৪০	২৪০	১২০০	৫১০২৯
২৫	সূর্যমুখী	৯৭০০	৪৫৫	২০২০	০	৭৭০	৩৭৩০	৯০৯০	৮৫৮৫	৩০০০	২৯৯০	৩৯০	১৯৫০	৪২৬৮০
ডাল জাতীয়:														
২৬	মুগডাল (খরিপ-১)	১৮০০	১০১০	১১১০	০	৭৮০	৩৬৩৬	১৫১৫০	৭২৭০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩৭০৪৬
২৭	মুগডাল (রবি)	১৮০০	১০১০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১৫১৫০	৭২৭০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩৭১৪৭
২৮	মাসকলাই (খরিপ)	৮০০	১৫১৫	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১২১২০	৭২৭০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩৩৬২২
২৯	ছোলা	১৮৫০	১০১০	১১১০	০	৭৮০	৩৬৩৬	১৫১৫০	৭২৭০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩৭০৪৬
৩০	মসুর	২৫০০	১৬৬০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১৫১৫০	৭২৭০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩৮৪৯৭
৩১	খেসারি	১০০০	১৩৩০	১১১০	০	৭৮০	৩৭৩৭	১৫১৫০	৭২৭০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	৩৬৬৬৭

বি. দ্র. পাট, মরিচ, পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ), শাক সবজি ও সূর্যমুখী ফসলের জন্য সর্বোচ্চ ১ একর এবং আলু ফসলের জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এবং অন্যান্য ফসলের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ একর পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-‘ঝ’: ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি: ১৪৩৩-১৪৩৪ বাৎ/২০২৬-২০২৭ইং

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা	ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা (বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য)
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল		
১	২	৩	৪	৫	৬
দানা শস্য:					
১	রোপা আমন (উফশী)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ৩১ মে-২৯ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৭ আষাঢ়-১৬ শ্রাবণ ১ জুলাই-৩১ জুলাই	১৭ পৌষ (পরের বছর) ৩১ ডিসেম্বর (পরের বছর)
২	বোরো (উফশী/হাইব্রিড)	১ কার্তিক-১ চৈত্র ১৭ অক্টোবর-১৫ মার্চ	১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় ৩০ এপ্রিল-২৯ জুন	১৭ অগ্রহায়ণ-১৬ পৌষ ১ ডিসেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
৩	গম (সেচসহ)	১৭ কার্তিক-১ পৌষ ২ নভেম্বর-১৬ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ১ ফেব্রুয়ারি-২ মার্চ	১৬ আশ্বিন-১৫ কার্তিক ১ অক্টোবর-৩১ অক্টোবর	১৭ চৈত্র (পরের বছর) ৩১ মার্চ (পরের বছর)
অর্থকরী ফসল:					
৪	পাট	২ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারি-২৯ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৪ জুন-১৪ সেপ্টেম্বর	১ চৈত্র-১ বৈশাখ ১৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল	১৫ আশ্বিন (পরের বছর) ৩০ সেপ্টেম্বর (পরের বছর)
মসলা জাতীয় ফসল:					
৫	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
৬	পেঁয়াজ (বাল্ব)	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-১ জানুয়ারি	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
৭	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-১ জানুয়ারি	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৭ চৈত্র (পরের বছর) ৩১ মার্চ (পরের বছর)
৮	পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ)	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
শাক সবজি:					
৯	শিম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ৩১ জুলাই-২৯ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারি	১৭ শ্রাবণ-১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
১০	লালশাক	২ মাঘ-৩০ ভাদ্র ১৫ জানুয়ারি-১৫ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারি	১৭ শ্রাবণ-১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
১১	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৪ আগস্ট-১ জানুয়ারি	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর -৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
১২	কলমিশাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ২ নভেম্বর-১ জানুয়ারি	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩০ মে	১৭ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
১৩	লাউ	সারা বছর	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১৪	মুলা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারি-২৮ ফেব্রুয়ারি	১৭ শ্রাবণ-১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৭ পৌষ (পরের বছর) ৩১ ডিসেম্বর (পরের বছর)
১৫	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারি-১৪ মার্চ	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র ১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	১ চৈত্র-৩০ চৈত্র ১৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল (পরের বছর)	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)

ক্রম.	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা	ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা (বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য)
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল		
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬	টেঁড়ুস	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
১৭	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
১৮	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
১৯	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩০ মে	১৭ কার্তিক-১৬ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ বৈশাখ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
২০	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
কন্দাল ফসল:					
২১	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ জানুয়ারি	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৭ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
তৈল জাতীয়:					
২২	সরিষা (উফশী)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৬ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৬ জানুয়ারি-৩১ মার্চ	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
২৩	সয়াবিন (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৬ সেপ্টেম্বর-১ ডিসেম্বর	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ২ মার্চ-৩০ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	-
২৪	চিনাবাদাম (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৬ সেপ্টেম্বর-১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩০ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
২৫	সূর্যমুখী (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৬ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
ডাল জাতীয়:					
২৬	মুগডাল (খরিপ-১)	১৭ ফাল্গুন-১ বৈশাখ ২ মার্চ-১৪ এপ্রিল	২৯ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ১২ মে-৩০ জুন	১৭ অগ্রহায়ণ-১৬ পৌষ ১ ডিসেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারি (পরের বছর)
২৭	মুগডাল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৬ নভেম্বর	১ পৌষ -১৬ ফাল্গুন ১৬ ডিসেম্বর-১ মার্চ	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারি (পরের বছর)
২৮	মাসকলাই (খরিপ)	৩১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৪ মে-১৪ জুলাই	৩০ শ্রাবণ-২৯ আশ্বিন ১৪ আগস্ট-১৪ অক্টোবর	১ বৈশাখ-১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ এপ্রিল-১৫ মে	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারি (পরের বছর)
২৯	ছোলা	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১ কার্তিক- ৩০ কার্তিক ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
৩০	মসুর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	১ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারি-১৪ মার্চ	১ আশ্বিন-৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর -১৪ অক্টোবর	১ আশ্বিন-৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর-১৪ অক্টোবর
৩১	খেসারি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারি-১৪ মার্চ	১ আশ্বিন-৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর -১৪ অক্টোবর	১ আশ্বিন- ৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর-১৪ অক্টোবর

পরিশিষ্ট-‘এ’ঃ নেপিয়ার ঘাস উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার

১। জমির প্রকৃতি ও চাষ: বেলে দোঁ-আশ মাটিতে ভাল চাষ করা যায়। যেখানে পানি জমে না এমন উঁচু জমি নির্বাচন করে (১ বছর পর্যন্ত) ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

২। এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষের (১ বছর পর্যন্ত) জন্য সম্ভাব্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
জমি লিজ	৪৫,০০০/-
জমি তৈরি (চাষ উপযোগী প্রতি একর জমিতে ট্রাক্টর, শ্রমিক ইত্যাদি) বাবদ খরচ	২০,০০০/-
প্রতি একর জমিতে জৈব সার (১০০-১২০ মণ) বাবদ খরচ	১২,০০০/-
রাসায়নিক সার: (ইউরিয়া সার ১২০ কেজি, টি.এস.পি সার ৮০ কেজি, এমওপি সার ৪০ কেজি হিসেবে) বাবদ খরচ	৬,২০০/-
৩০ দিন পর ইউরিয়া সার প্রয়োগ (একরে ৪০ কেজি হিসেবে) খরচ	১,০৮০/-
১ম কাটিং এর পর জমি তৈরি বাবদ খরচ	৬,২০০/-
২য় কাটিং এর পর জমি তৈরি বাবদ খরচ	৬,২০০/-
যন্ত্রপাতি ক্রয় (কোদাল, কাণ্ডে, নিড়ানি, হজপাইপ ইত্যাদি) বাবদ খরচ	৭,০০০/-
নেপিয়ার কাটিং/মুখা (প্রতি শতাংশে ১৩০টি হিসেবে মোট-১৩,০০০ কাটিং এবং প্রতি কাটিং ২৫ পয়সা হিসেবে) আনুমানিক খরচ	৫,০০০/-
পানি সেচ বাবদ খরচ	২৪,০০০/-
পরিবহন খরচ	১২,০০০/-
ঘাস কাটিং শ্রমিক খরচ বাবদ	৩০,০০০/-
মোট খরচ (এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শত আশি টাকা) মাত্র।	১,৭৪,৬৮০/-

৩। এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষের জন্য ১,৭৪,৬৮০/- (এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শত আশি) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষ করার জন্য খামারি জমি লিজ নিতে পারবেন ও ঘাস চাষ বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট -‘ট’: এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ত্রৈমাসিক বিবরণী

ব্যাংকের নাম

.....সালের.....মাসের প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	এজেন্ট বুখ	কৃষক/গ্রাহকের নাম	ঋণের খাত	ঋণের পরিমাণ	ঋণ বিতরণের তারিখ	ঋণের মেয়াদ	সুদ হার + সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ)	আদায়ের পরিমাণ	বাৎসরিক/ কিস্তি (সংখ্যা)

পরিশিষ্ট-‘৪’/১: ব্রয়লার মুরগি (মাংস উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার

১। ১ (এক) দিন বয়সের ব্রয়লার বাচ্চা ক্রয় করে পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০ টি ব্রয়লার মুরগি পালনের (৪৫ দিন পর্যন্ত) জন্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন)	৭,০০,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ	৫৫,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	২,০৫,০০০/-
খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ	২৫,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ (প্রতি মাসে)	৩০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (প্রতি মাসে)	২০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	২০,০০০/-
মোট (দশ লক্ষ পয়ষটি হাজার টাকা মাত্র)	১০,৬৫,০০০/-

৩। ১০০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের জন্য অনধিক ১০,৬৫,০০০/- (দশ লক্ষ পয়ষটি হাজার টাকা মাত্র) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০টি ব্রয়লার মুরগির খামার (নতুন) তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, ১০০০ এর অধিক পরিমাণে ব্রয়লার মুরগির খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ব্রয়লার মুরগি উৎপাদনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এর চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/২: লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার (খাঁচা পদ্ধতিতে)

- ১। ১ (এক) দিন বয়সের লেয়ার বাচ্চা ক্রয় করে পালনপূর্বক ডিম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ১০০০টি লেয়ার মুরগি পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন)	৮,০০,০০০/-
খাঁচা ক্রয় বাবদ	২,২০,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ	৬৫,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	৭,৫০,০০০/-
খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ	৩৫,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১৫,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ (৬ মাসের জন্য)	৫০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (৬ মাসের জন্য)	১,০০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৫০,০০০/-
মোট (বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা)	২০,৮৫,০০০/-

- ৩। ১০০০টি লেয়ার মুরগি পালনের জন্য অনধিক ২০,৮৫,০০০/- (বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০টি লেয়ার মুরগির খামার (নতুন) তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, ১০০০ এর অধিক পরিমাণে লেয়ার মুরগির খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে লেয়ার মুরগি উৎপাদনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।
৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/৩: ১০০০টি তিতির পালনের (মেঝে পদ্ধতিতে) জন্য ঋণ নিয়মাচার

০১। ১(এক) দিন বয়সের বাচ্চা ক্রয় এবং পালন করে ডিম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

০২। ১০০০টি লেয়ার তিতির পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) উদ্দেশ্যে ব্যয় প্রাক্কলন:

খরচের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ ব্যয় (এককালীন)-টিনশেড পাকা ফ্লোর	৭,০০,০০০/-
লিটার (তুষ) ও চুন ক্রয় বাবদ ব্যয়	৩৫,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ ব্যয়	১,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ ব্যয় (০৬ মাসের জন্য)	৬,৫০,০০০/-
খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ ব্যয়	৩০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ (০৬ মাসের জন্য)	৩০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ খরচ	১,২০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৪০,০০০/-
মোট (সতের লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	১৭,২৫,০০০/-

৩। ১০০০টি লেয়ার তিতির পালনের জন্য অনধিক ১৭,২৫,০০০/- (সতের লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০টি লেয়ার তিতির খামার (নতুন) তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে, ১০০০টির অধিক পরিমাণ লেয়ার তিতির পালন খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে লেয়ার তিতির পালন খামার সৃষ্টির জন্য অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংকের শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন। প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষিত তথ্যাদি সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/৪: ১০০০টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য ঋণ নিয়মাচার

১। ১ (এক) দিন বয়সের সোনালি বাচ্চা ক্রয় করে পালনপূর্বক ডিম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০টি সোনালি মুরগি পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
১ দিনের সোনালি মুরগির বাচ্চা ক্রয় বাবদ (পরিবহনসহ)	১,৮৫,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	৭,২০,০০০/-
খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ	৩০,০০০/-
ঔষধ, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১৫,০০০/-
বিদ্যুৎ খরচ	৫০,০০০/-
কর্মচারী/শ্রমিক বাবদ	৯০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৩০,০০০/-
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন)	৭,০০,০০০/-
সর্বমোট খরচ (আঠার লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)	
	১৮,২০,০০০/-

৩। সোনালি মুরগি পালনে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সেড নির্মাণ থাকতে হবে।

৪। ১০০০টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য অনধিক ১৮,২০,০০০/- (আঠার লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৫। ১০০০টির অধিক সোনালি মুরগি পালনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৬। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/৫: ১০০০টি টার্কি পাখি পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার

১। ১ (এক) দিন বয়সের টার্কির বাচ্চা ক্রয় করে পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০টি টার্কি পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
১ দিনের বাচ্চা ক্রয় বাবদ (পরিবহনসহ)	৩,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	২,৭০,০০০/-
খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ	৪০,০০০/-
ঔষধ, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	৫,০০০/-
বিদ্যুৎ খরচ	৪০,০০০/-
কর্মচারী/ শ্রমিক বাবদ	৬০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৩৫,০০০/-
মোট খরচ	৭,৫০,০০০/-
ঘর তৈরি বাবদ (প্রতিটি টার্কির প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ ৪ বর্গফুট হিসেবে ১০০০টির জন্য প্রয়োজন ৪,০০০ বর্গফুট) প্রতি বর্গফুটের ব্যয় ৪০০.০০ টাকা ধরে।	১৬,০০,০০০/-
সর্বমোট খরচ (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)	২৩,৫০,০০০/-

৩। টার্কি পালনে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সেড নির্মাণ থাকতে হবে।

৪। ১০০০টি টার্কি পালনের জন্য অনধিক ২৩,৫০,০০০/- (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এর চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/৬: ১০০০টি হাঁস (মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার

১। একদিন বয়সের হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করে পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০টি হাঁস পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ	৯,০০,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ	২৫,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	৩০০,০০০/-
খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ	২৫,০০০/-
ঔষধ, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	৫,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ বাবদ (৬ মাসের জন্য)	৭০,০০০/-
কর্মচারী/ শ্রমিক বাবদ (৬ মাসের জন্য)	৬০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৪০,০০০/-
সর্বমোট খরচ (চৌদ্দ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	১৪,২৫,০০০/-

৩। হাঁস পালনে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সেড নির্মাণ থাকতে হবে।

৪। ১০০০টি হাঁস পালনের জন্য অনধিক ১৪,২৫,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এর চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/৭: ৫০টি ভেড়া পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)

- ১। ৫-১২ মাস বয়সের ভেড়া ক্রয় করে পালন পূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ৫০টি ভেড়া পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ এককালীন (ছন ও বাঁশের দ্বারা তৈরি)	১,২০,০০০/-
৫০টি ভেড়ার মূল্য (৫-১২ মাস বয়সের প্রতিটি ৬,৫০০/- হিসেবে)	৩,২৫,০০০/-
পরিবহন খরচ	২৫,০০০/-
খাবার পাত্র ও পানির পাত্র	৩৫,০০০/-
শ্রমিক খরচ	৯০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	২০,০০০/-
দানাদার খাদ্য/ কাঁচা ঘাস ক্রয় বাবদ	২,৮০,০০০/-
মোট খরচ (নয় লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)	৯,২০,০০০/-

- ৩। ৫০টি ভেড়া পালনের জন্য অনধিক ৯,২০,০০০/- (নয় লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ৫০টি ভেড়ার খামার (নতুন ঘর) তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ৫০টির অধিক পরিমাণ ভেড়ার খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ভেড়ার উৎপাদনের অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/৮: ৫০টি ছাগল পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)

১। ১২-১৫ মাস বয়সের ছাগল ক্রয় করে পালনপূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ৫০টি ছাগল পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ এককালীন	১,২০,০০০/-
৫০টি ছাগলের মূল্য (১২-১৫ মাস বয়সের প্রতিটি ৮,০০০/- হিসেবে)	৪,০০,০০০/-
ছাগলের পরিবহন খরচ	২৫,০০০/-
খাবার পাত্র ও পানির পাত্র	৪৫,০০০/-
শ্রমিক খরচ	৯০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	২০,০০০/-
দানাদার খাদ্য/ কাঁচা ঘাস ক্রয় বাবদ	৩,২০,০০০/-
মোট খরচ (দশ লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)	১০,২০,০০০/-

৩। ৫০টি ছাগল পালনের জন্য অনধিক ১০,২০,০০০/- (দশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ৫০টি ছাগল এর খামার তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ৫০টির অধিক পরিমাণ ছাগলের খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ছাগল উৎপাদনের অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/৯: ২০টি গরু মোটাতাজাকরণের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)

- ১। দেড় থেকে দুই (১.৫-২.০) বছর বয়সের ষাঁড় বাছুর ক্রয় করে পালনপূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
- ২। প্রতি ২০টি গরু মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) এর (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) ৮০ বর্গমিটারের জন্য (প্রতি বর্গমিটার ৪,০০০/- হিসেবে)	৩,২০,০০০/-
২০টি ষাঁড় বাছুর মূল্য (১.৫-২.০ বছরের প্রতিটি ৯০,০০০/- হারে)।	১৮,০০,০০০/-
যন্ত্রপাতি (চপার মেশিন, ফিড মিলার মেশিন)	১,৯২,০০০/-
পরিবহন খরচ, খাদ্যের পাত্র ইত্যাদি	৬০,০০০/-
খাদ্য খরচ (প্রতিটি গরু ১৩০/- টাকা হারে ১৮০ দিনের জন্য)	৪,৬৮,০০০/-
শ্রমিক খরচ	১,২০,০০০/-
ড্যাকসিন ও চিকিৎসা	১০,০০০/-
বিদ্যুৎ, জ্বালানি	৪০,০০০/-
মোট খরচ (ত্রিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)	৩০,১০,০০০/-

- ৩। ২০টি গরু মোটাতাজাকরণের জন্য অনধিক ৩০,১০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ দশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
- ৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গরু মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) খামারের জন্য ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ এর অধিক পরিমাণ গরু মোটাতাজাকরণ খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে গরু-মোটাতাজাকরণ খামার উৎপাদনের অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- ৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/১০: ২০টি গাভী লালন পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৩ বছরের জন্য)

- ১। প্রথম বাচ্চা দানের দুধালো গাভী (২-২.৫ বছর) বয়সের গাভী পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
- ২। প্রতি ২০টি গাভী পালনের (৩ বছর পর্যন্ত) জন্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) ৮০ বর্গমিটারের জন্য (প্রতি বর্গমিটার ৪০০০/- হিসেবে)	৩,২০,০০০/-
১০টি ১ম বাচ্চা দানের দুধালো গাভী প্রতিটি ১,৮০,০০০/- হিসাবে + ১০টি ১-১.৫ বছরের বকনা প্রতিটি ১,০০,০০০/- হিসেবে।	২৮,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ (প্রতিদিন ২৫০/- হিসাবে ৩ বছর)	৫৪,৭৫,০০০/-
যন্ত্রপাতি (চপার, মিল্কিং মেশিন, মিল্ক ক্যান, হুজ পাইপ, পাম্প ইত্যাদি)	৫,১৫,০০০/-
টিকা, ঔষধ, ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বাবদ খরচ	২০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ	৮০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (জনপ্রতি মাসিক ২০,০০০/- হিসেবে) (৩ বছর)	৭,২০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৭০,০০০/-
মোট খরচ (এক কোটি টাকা মাত্র)	১,০০,০০,০০০/-

- ৩। ২০টি গাভী পালনের জন্য অনধিক ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
- ৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গাভীর ডেইরি ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) খামারের জন্য ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ এর অধিক পরিমাণ ডেইরি ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে দুগ্ধ উৎপাদনের অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- ৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/১১: ২০টি গয়াল/গাউর পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)

০১। দেড় থেকে দুই (১.৫-২.০) বছর বয়সের ষাঁড় গয়াল ক্রয় এবং পালন করে মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

০২। ২০টি গয়াল মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) এর (০৬ মাস পর্যন্ত) উদ্দেশ্যে ব্যয় প্রাক্কলন:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) -১২০ বর্গমিটার, প্রতি বর্গমিটার ৪০০০/- হিসেবে	৪,৮০,০০০/-
২০টি ষাঁড় গয়াল (১.০-১.৫ বছর বয়সের প্রতিটি ১,২০,০০০/- হারে)	২৪,০০,০০০/-
খাদ্য (প্রতিটির জন্য দৈনিক ১৫০/- হারে) ১৮০ দিনের জন্য ব্যয়	৫,৪০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ (০৬ মাসের জন্য)	২০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ খরচ	১,২০,০০০/-
পরিবহন, খাবার পাত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খরচ	৫০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৫০,০০০/-
মোট খরচ (ছত্রিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)	৩৬,৮০,০০০/-

৩। ২০টি গয়াল পালনের জন্য অনধিক ৩৬,৮০,০০০/- (ছত্রিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গয়ালের খামার (নতুন) তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০টির অধিক পরিমাণ গয়াল পালন খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে গয়াল পালন খামার সৃজনের জন্য অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনে নারী, প্রান্তিক খামারি ও পার্বত্য অধিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংকের শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন। প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষিত তথ্যাদি সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/১২: ৫০টি গাড়ল পালনের সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)

- ১। ৫-১২ মাস বয়সের গাড়ল ক্রয় করে পালনপূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
- ২। প্রতি ৫০টি গাড়ল পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ এককালীন (ছন ও বাঁশের দ্বারা তৈরি)	১,৩০,০০০/-
৫০টি গাড়লের মূল্য (৫-১২ মাস বয়সের প্রতিটি ৬,৫০০/- হিসেবে)	৩,২৫,০০০/-
পরিবহন খরচ	৩৫,০০০/-
খাবার পাত্র ও পানির পাত্র	৫০,০০০/-
শ্রমিক খরচ (৬ মাস)	৯০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	২০,০০০/-
দানাদার খাদ্য/ কাঁচা ঘাস ক্রয় বাবদ	৩,০০,০০০/-
মোট খরচ (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)	৯,৫০,০০০/-

- ৩। ৫০টি গাড়ল পালনের জন্য অনধিক ৯,৫০,০০০/- (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
- ৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ৫০টি গাড়লের খামারের জন্য ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ৫০টির অধিক পরিমাণ গাড়ল খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে গাড়লের উৎপাদনের অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- ৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘৪’/১৩: ২০টি মহিষ পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ নিয়মাচার (৩ বছরের জন্য)

১। ১ম বাচ্চা দানের দুধালো (২-২.৫ বছর) বয়সের গাভী মহিষ পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ২০টি মহিষ পালনের (৩ বছর পর্যন্ত) জন্য ব্যয়:

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব/লিজকৃত
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) ৮০ বর্গমিটারের জন্য (প্রতি বর্গমিটার ৪০০০/- হিসেবে)	৩,২০,০০০/-
১০টি ১ম বাচ্চা দানের দুধালো মহিষ প্রতিটি ১,২০,০০০/- হিসাবে + ১-১.৫ বছরের ১০টি বকনা মহিষ প্রতিটি ৮০,০০০/- হিসেবে	২০,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ (প্রতিটি মহিষ প্রতিদিন ১৮০/- হিসাবে ৩ বছর)	৩৯,৪২,০০০/-
যন্ত্রপাতি (চপার, মিল্কিং মেশিন, মিল্ক ক্যান, হুজ পাইপ, পাম্প ইত্যাদি)	৫,০০,০০০/-
টিকা, ঔষধ, ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বাবদ খরচ	২,০০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ	১,২০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (জনপ্রতি মাসিক ১০,০০০/- হিসেবে)	১০,৮০,০০০/-
পরিবহন খরচ	৯০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৫০,০০০/-
মোট খরচ (তিরিশ লক্ষ দুই হাজার টাকা মাত্র)	৮৩,০২,০০০/-

৩। ২০টি মহিষ পালনের জন্য অনধিক ৮৩,০২,০০০/- (তিরিশ লক্ষ দুই হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি মহিষের দুগ্ধ উৎপাদনের খামারের জন্য ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ এর অধিক মহিষ পালন অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে দুগ্ধ উৎপাদনের অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-‘ড’/১: মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার

ক্রমিক নং	চাষ প্রযুক্তির নাম	খাতওয়ারি একর প্রতি উৎপাদন খরচ (টাকায়)												একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
		উৎপাদন পঞ্জিকা	পুকুর সংস্কার	পুকুর লিজ/ভাড়া	মাছের পোনা	সার (জৈব/অজৈব)	সম্পূরক খাবার	ঔষধ/ রাসায়নিক	শ্রমিক মজুরি	বিদ্যুৎ খরচ	বিবিধ ব্যয়	মাছ আহরণ ও বিক্রয়	একর প্রতি মোট খরচ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	কার্প মিশ্র চাষ	১২ মাস	২৩১০০	৪৫৫৮০	৫৯৫৬৫	৩২০৩	৪৯৬০২৭	১৪৯৪৬	১৮৩৬০০	৫২৫৩	১৫৭৫০	১২৬৬০	৮৫৯৬৮৪	৮৫৯৬৮৪	চাষ পদ্ধতি বিশেষত মজুদ ঘনত্ব ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন খরচ পরিবর্তিত হতে পারে।
২	কার্প মিশ্র চাষ (মোটাতাজাকরণ)	১২ মাস	৩১৫০০	৫২৫০০	১২৬০০০ (মাঝারি আকারের মাছ ক্রয়)	৩১৫০	৫২৫০০০	১৪৮০৫	১৭৮৫০০	৫৩৬০	১৫৭৫০	২১০০০	৯৭৩৫৬৫	৯৭৩৫৬৫	
৩	কার্প ও গলদা মিশ্র চাষ	১২ মাস	২৫২০০	৪৫৫৮০	৭৯৪২০	৪০৫৬	৫১৭২৩৮	১৮০২০	১৮৩৬০০	৫২৫৩	১৬৮০০	১২৬৬০	৯০৭৮২৭	৯০৭৮২৭	
৪	মনোসেল্ল তেলাপিয়া চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	২৩১০০	২৩৩২০	৫৫৩৮৫	৪০৫৬	৮১১৬৩১	১৫০২০	৭১৮২০	২৫৭৫	১৩৬৫০	১২৬৬০	১০৩৩২১৭	১০৩৩২১৭	
৫	পাঙ্গাস চাষ	১২ মাস	২৩১০০	৪৫৫৮০	৫৩২৯৫	৩২০৩	১৬৩০৪৩৯	১৫০২০	১৪০৪০০	৫২৫৩	২১০০০	৩১৬৫০	১৯৬৮৯৪০	১৯৬৮৯৪০	
৬	কৈ চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	২৩১০০	২৩৩২০	৭৪১৯৫	৩২০৩	৬৬০৭৯৯	১৫০২০	৭৫৬০০	২১৮৯	১৬৮০০	২১১০০	৯১৫৩২৬	৯১৫৩২৬	
৭	শিং চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	২৩১০০	২৩৩২০	৮৮৮২৫	৩২০৩	৪৪৫৩১৭	১৫০২০	৭৫৬০০	২৫৭৫	১৬৮০০	২১১০০	৭১৪৮৬০	৭১৪৮৬০	
৮	মাগুর চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	২৩১০০	২৩৩২০	৭৪১৯৫	৩২০৩	৪২৩৭৭২	১৯২৬০	৭৫৬০০	২৬২৭	১৬৮০০	২১১০০	৬৮২৯৭৭	৬৮২৯৭৭	
৯	গুলশা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	২৩১০০	২৩৩২০	১০২৪১০	৩২০৩	৩৫৯১২৮	১৫০২০	৯১৮০০	২৬২৭	১৬৮০০	১৫৮২৫	৬৫৩২৩৩	৬৫৩২৩৩	
১০	পাবদা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	২৩১০০	২৩৩২০	১০২৪১০	৩২০৩	৩৭০৬২৪	১৫০২০	৯১৮০০	২৬২৭	৫৭৭৫	১৫৮২৫	৬৫৩৭০৪	৬৫৩৭০৪	
১১	খাঁচায় মাছের চাষ	৭ থেকে ৮ মাস	২৫০০০০ (১০টি খাঁচা স্থাপন)		৫৫০০০	০	৬৭২১০০	০	১৬৫০০	০	৫৫০০	০	৯৯৯১০০	৯৯৯১০০	
১২	পেন পদ্ধতিতে মাছের চাষ	৬ থেকে ১২ মাস	১৩৬৫০০ (১ একরে পেন স্থাপন)	১৪৮৪০	১৪৬৩০০	০	৮২৭৮৬	৬৮৯০	১০০০০	০	১৫৭৫০	১৬৮৮০	৪২৯৯৪৬	৪২৯৯৪৬	

পরিশিষ্ট-‘ড’/২: খাঁচায় মাছ চাষের পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার

ক্রম.	চাষ প্রযুক্তির নাম	খাতওয়ারি একর প্রতি উৎপাদন খরচ (টাকায়)												ঋণের পরিমাণ
		উৎপাদন পঞ্জিকা	খাঁচা তৈরি (জিআই ফ্রেম, নেট, ফ্লোট, নোঙর)	লিজ/ভাড়া	মাছের পোনা	সার (জৈব/অজৈব)	সম্পূরক খাবার	ঔষধ/ রাসায়নিক	শ্রমিক মজুরি	বিদ্যুৎ খরচ	বিবিধ ব্যয়	মাছ আহরণ ও বিক্রয়	মোট খরচ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	তেলাপিয়া (নদীতে)	৬ মাস	২১৩০০০ (১০টি খাঁচা স্থাপন, প্রতিটি ৩৫ ঘন মিটার)	৩০০০	১৭৫০০	০	৪৮০০০০	১২০০০	৫৫০০০	০	৪৫০০	৫৫০০	৭৯০৫০০	৭৯০৫০০
২	কোরাল (সমুদ্রে)	৬ থেকে ৭ মাস	৬২০০০০ (৬০ ঘন মিটার)	৩০০০	৪৫০০০	০	৭৫০০০০	১৫০০০	১২০০০	০	১৫০০০	৬০০০	১৪৬৬০০০	১৪৬৬০০০

*চাষ পদ্ধতি বিশেষত মজুদ ঘনত্ব ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন খরচ পরিবর্তিত হতে পারে।

পরিশিষ্ট-‘ড’/৩: বাগদা চাষ এবং গলদা চাষ এর উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার

ক্রম.	চাষ প্রযুক্তি	উৎপাদন পঞ্জিকা	পুকুর পুনঃখনন ও সংস্কার	পুকুর লিজ/ ভাড়া	যন্ত্রপাতি/ পানির পাম্প	জীবাণুনাশক (চুন/ ব্লিচিং)	মাছের পোনা বা চিংড়ি পিএল	সার (জৈব/ অজৈব)	সম্পূরক খাদ্য	ঔষধ/ রাসায়নিক/ প্রোবায়োটিক	শ্রমিক/ ব্যবস্থাপক মজুরি	বিদ্যুৎ/ জ্বালানি খরচ	বিবিধ ব্যয়	মাছ আহরণ পরিবহণ ও বিক্রয়	একর প্রতি মোট খরচ	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বাগদা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৫৮০০০	৩০০০০	১২৫০০০	২০০০০	৮০০০০	২০০০০	২৩০০০০	২৭০০০	৬০০০০	২০০০০	২৫০০০	১৭০০০	৮১২০০০	৮১২০০০	চাষ পদ্ধতি বিশেষত মজুদ ঘনত্ব ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন খরচ পরিবর্তিত হতে পারে।
২	বাগদা চাষ (ক্লাস্টার ফার্মিং)	৪ থেকে ৫ মাস	১৫৮০০০	৩০০০০	১২৫০০০	২০০০০	৮০০০০	২০০০০	২৩০০০০	২২০০০	৩০০০০	২০০০০	২৫০০০	১৭০০০	৭৭৭০০০	৭৭৭০০০	
৩	গলদা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৫৮০০০	৩০০০০	১২৫০০০	২০০০০	১০০০০০	-	১৫০০০০	১৭০০০	৪০০০০	২০০০০	২০০০০	১৭০০০	৬৯৭০০০	৬৯৭০০০	
৪	ডেনামি চিংড়ি	৪ থেকে ৫ মাস	১৫৮০০০	৩০০০০	১৫০০০০	২৫০০০	২০০০০০	-	৩৫০০০০	৪৩০০০	৫৫০০০	২৫০০০	৫০০০	২০০০০	১০৬১০০০	১০৬১০০০	

পরিশিষ্ট-‘ঢ’: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার

একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
ক্রম.	ফসলের নাম	সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি যান্ত্রিক/হাল	বেড তৈরির শ্রমিক বাবদ	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে পরিচর্যার জন্য শ্রমিক বাবদ	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	শিম	-	৭৮০	-	১৪১৪০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪২৫২০	২৪২৫২০
২	লালশাক	-	৪৫০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮০৫০	২২৮০৫০
৩	পালংশাক	-	২২০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮২০	২২৭৮২০
৪	কলমিশাক	-	২২০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮২০	২২৭৮২০
৫	লাউ	-	২২০	-	২০০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪৭৮২০	২৪৭৮২০
৬	ফুলকপি	-	৯৯০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮৫৯০	২২৮৫৯০
৭	বাঁধাকপি	-	১০০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮৬০০	২২৮৬০০
৮	বরবটি	-	১৫৫৫	-	৬০৬০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৫২১৫	২৩৫২১৫
৯	বেগুন	-	১৭০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৭০	২২৭৭৭০
১০	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	-	১৭০	-	৬০৬০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৩৮৩০	২৩৩৮৩০
১১	টমেটো (রবি)	-	১৭০	-	৬০৬০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৩৮৩০	২৩৩৮৩০
১২	শশা	-	১৭০	-	১৪১৪০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৯১০	২৪১৯১০
১৩	উচ্ছে/করলা	-	১২২০	-	১৪১৪০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪২৯৬০	২৪২৯৬০
১৪	টেঁড়স	-	৩৫০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৯৫০	২২৭৯৫০
১৫	মিষ্টিকুমড়া	-	১৬০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৬০	২২৭৭৬০
১৬	ঝাঙা	-	১৬০	-	১৪১৪০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৯০০	২৪১৯০০
১৭	চিচিঙ্গা	-	১১০	-	১৪১৪০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৮৫০	২৪১৮৫০
১৮	পুঁইশাক	-	৫৬০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮১৬০	২২৮১৬০
১৯	ডাটা	-	১৭০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৭০	২২৭৭৭০
২০	ক্যাপসিকাম	-	১৩৩৩৫	-	৬০৬০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪৬৯৯৫	২৪৬৯৯৫
২১	ব্রোকলি	-	২০০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৯৬০০	২২৯৬০০

ক্রম.	ফসলের নাম	সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরি যান্ত্রিক/হাল	বেড তৈরির শ্রমিক বাবদ	মৌসুমওয়ারি ফসল উৎপাদনে পরিচর্যার জন্য শ্রমিক বাবদ	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২২	মরিচ	-	২৮০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮৮০	২২৭৮৮০
২৩	পেঁয়াজ	-	৪৬৫০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৭৪১০০	২৭৪১০০
২৪	হলুদ	-	৯৪৪৩৫	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	৩২২০৩৫	৩২২০৩৫
২৫	পেঁয়াজ (বীজ উৎপাদন)	-	৫৫৫৫০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৮৩১৫০	২৮৩১৫০

পরিশিষ্ট-‘গ’: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের পঞ্জিকা

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
শাক সবজি:				
১	শিম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		৩১ জুলাই-২৯ সেপ্টেম্বর	১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারি	২৯ জুন
২	লালশাক	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র	১৫ আশ্বিন
		১৪ আগস্ট-১ জানুয়ারি	১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	৩০ সেপ্টেম্বর
৪	কলমিশাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		২ নভেম্বর-১ জানুয়ারি	১ এপ্রিল-৩০ মে	৩০ জুলাই
৫	লাউ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৬	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-১ জানুয়ারি	২ জানুয়ারি-১ মার্চ	২৯ জুন
৭	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	২ জানুয়ারি-১ মার্চ	২৯ জুন
৮	বরবটি	২ মাঘ-২৯ ফাল্গুন	৩০ চৈত্র-৩০ ভাদ্র	৩০ কার্তিক
		১৬ জানুয়ারি-১৪ মার্চ	১৩ এপ্রিল-১৪ সেপ্টেম্বর	১৫ নভেম্বর
৯	টেঁড়ুস	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১০	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১১	টমেটো	৩১ শ্রাবণ-১৭ পৌষ	১৭ আশ্বিন-১৭ চৈত্র	১৭ বৈশাখ
		১৫ আগস্ট-১ জানুয়ারি	২ অক্টোবর-৩১ মার্চ	৩০ এপ্রিল
১২	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩০ মে	১ ডিসেম্বর
১৩	শশা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩০ মে	১ ডিসেম্বর
১৪	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
১৫	মিষ্টিকুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১৬	করমুগা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
১৭	কাঁকরোল	১৭ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র	১৬ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ়	১৬ অগ্রহায়ণ
		২ মার্চ-৩১ মার্চ	৩০ মে-২৯ জুন	১ ডিসেম্বর
১৮	ঝিঙা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩০ মে	১ ডিসেম্বর
১৯	চিচিঙ্গা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩০ মে	১ ডিসেম্বর
২০	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		২ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩০ মে	১ ডিসেম্বর
২১	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস
২২	ব্রোকলি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-১ ডিসেম্বর	২ জানুয়ারি-১ মার্চ	২৯ জুন
মসলা জাতীয় ফসল:				
২৩	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
২৪	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		১ নভেম্বর-১ জানুয়ারি	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩১ জুলাই
২৫	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		১ নভেম্বর-১ জানুয়ারি	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩১ জুলাই (পরের বছর)
২৬	হলুদ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ	১৭ অগ্রহায়ণ-১৭ মাঘ	১৫ আষাঢ়
		২ মার্চ-২৯ এপ্রিল	১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারি	৩০ জুন
২৭	পেঁয়াজ (বীজ উৎপাদন)	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস

* প্রদত্ত বাংলা এবং ইংরেজি তারিখের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে বাংলা তারিখই অনুসরণীয় হবে।

পরিশিষ্ট-‘ত’: ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কোনো একক গ্রাহককে প্রদত্ত ১.০০(এক) কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব (অর্থবছর ভিত্তিক) কৃষি ও পল্লী ঋণের বিবরণী ২০২---২০২--- অর্থবছরে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কোনো একক গ্রাহককে ১.০০(এক) কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব অঙ্কের বিতরণকৃত (অর্থবছর ভিত্তিক) কৃষি ও পল্লী ঋণের বিবরণী: ব্যাংকের নাম:

- *মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী কোনো একক গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ/ঋণসীমা ১(এক) কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব হলেই তা বৃহদাংকের ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে;
 ** কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে কেবল এসিএস-২ তে রিপোর্টকৃত ঋণ সমূহের মধ্যে একক গ্রাহককে প্রদত্ত বৃহদাংকের ঋণের তথ্যই বর্ণিত বিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে;
 *** তথ্য প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি উল্লেখ করতে হবে।

(কোটি টাকা)															
ক্রম.	ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ঋণ মঞ্জুরিপত্র সংশ্লিষ্ট তথ্য						ঋণ হিসাব বিবরণী অনুযায়ী তথ্য			ঋণ অধিগ্রহণকৃত কি না? হ্যাঁ/না [হ্যাঁ, হলে অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট (পূর্বের ব্যাংকের ঋণ মঞ্জুরিপত্র ও পূর্ণাঙ্গ ঋণ হিসাব বিবরণী) সরবরাহ করতে হবে]	ঋণটি একাধিক অর্থবছরে আংশিক প্রদর্শিত হলে এসিএস-২ তে প্রদর্শনকৃত মাসের নাম ও টাকার পরিমাণ			
		ইস্যুর তারিখ/নবায়ন তারিখ	ঋণের খাত	ঋণের ধরণ [সিসি (হাইপো), ওভারড্রাফট/রিভলভিং টাইম লোন/ টাইম লোন ইত্যাদি]	ঋণের মেয়াদ (গ্রেস পিরিয়ড উল্লেখসহ, যদি থাকে)	সুদ হার	মঞ্জুরিকৃত ঋণের পরিমাণ/ঋণসীমা	বিতরণকৃত পরিমাণ (টাইম লোন)/সর্বোচ্চ স্থিতির পরিমাণ [সিসি(হাইপো), ওভারড্রাফট/রিভলভিং টাইম লোন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে]	ঋণের (টাইম লোন)/সর্বোচ্চ স্থিতির পরিমাণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিতরণের তারিখ		সর্বোচ্চ স্থিতির তারিখ	সর্বশেষ সমাপ্ত অর্থবছর		পূর্ববর্তী অর্থবছর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	

প্রয়োজনীয় দলিলাদির তালিকা:

- ১। গ্রাহক কর্তৃক যথাযথভাবে গৃহীত ঋণ মঞ্জুরিপত্র;
- ২। সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব বিবরণী;
- ৩। গ্রাহক কর্তৃক ঋণের অর্থে সম্পাদিত কাজ ও এর সদ্যবহারের বিস্তারিত বিবরণী (গ্রাহক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রতীক্ষাকরিত);
- ৪। এসিএস-২ তে রিপোর্টকালীন মঞ্জুরিকৃত ঋণসীমা অথবা প্রকৃত বিতরণকে বিতরণকৃত ঋণ হিসেবে রিপোর্ট করা হয়েছে সে বিষয়ের তথ্য।

পরিশিষ্ট-‘থ’: ব্যাংকসমূহ কর্তৃকএমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় তথ্য বিবরণী
২০২- - ২০২- অর্থবছরে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এমএফআই পার্টনারশিপের মাধ্যমে বিতরণকৃত (অর্থবছর ভিত্তিক) কৃষি ও পল্লী ঋণের বিবরণী :

ব্যাংকের নাম:

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং:	ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ঋণ মঞ্জুরিপত্র সংশ্লিষ্ট তথ্য						ঋণ হিসাব বিবরণী অনুযায়ী তথ্য		পরিদর্শন প্রতিবেদন (তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক পরিদর্শিত) অনুযায়ী গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার	ঋণটি বিগত অর্থবছরে আংশিক এবং চলতি অর্থবছরে আংশিক প্রদর্শিত হয়ে থাকলে; বিগত অর্থবছর এবং চলতি অর্থবছরে প্রদর্শিত ঋণের পরিমাণ	
		ইস্যুর তারিখ/ নবায়নের তারিখ	ঋণের খাত	ঋণের ধরণ [সিসি (হাইপো), ওভারড্রাফট/রিভলভিং টাইম লোন/ টাইম লোন, টার্ম লোন ইত্যাদি]	ঋণের মেয়াদ (গ্রেস পিরিয়ড উল্লেখসহ, যদি থাকে)	সুদ হার (এমএফআই পর্যায়ে)	মঞ্জুরিকৃত ঋণের পরিমাণ/ ঋণসীমা	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (টাইম লোন)/ সর্বোচ্চ স্থিতির পরিমাণ [সিসি(হাইপো), ওভারড্রাফট/রিভলভিং টাইম লোন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে]	বিতরণের তারিখ সর্বোচ্চ স্থিতির তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		বিগত অর্থবছর	চলতি অর্থবছর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১												
২												
৩												
মোট	-						-	-			-	-

*মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ এসিএস-২ তে রিপোর্টকৃত মোট ঋণের পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

**তথ্য প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি সরবরাহ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় দলিলাদির তালিকা:

১। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত এমএফআই এর অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ঋণের মঞ্জুরিপত্র।

২। সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব বিবরণী।